উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জালিয়াতির দায়ে বহিষ্কৃত পূজা

▸▸ সাতের পাতায়

ববিকে বয়কট, ওয়াক-আউট বিজেপির

▸▸ পাঁচের পাতায়

শিলিগুড়ি ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 1 August 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 75

ন্যায় সংহিতার বিরোধিতা

কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ সহ তিনটি বিলের প্রতিবাদে বুধবার বিধানসভায় প্রস্তাব আনল তৃণমূল। ওই তিনটি বিল ভারতীয় সংবিধানকে লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে রাজ্যের শাসকদল।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

পুজো অনুদান

দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে অনুদান হিসেবে ৮৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এনিয়ে আগেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। বুধবার নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে আবার ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো হল।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

ট্রেন বেলাইন

পরপর দুর্ঘটনায় চুপ রেলমন্ত্রী • সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল

রাহুল মজুমদার ও সৌরভ রায়

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ৩১ জুলাই : বুধবার সকালে ফের রাঙ্গাপানির কাছে লাইনচ্যুত হল মালগাড়ি। রাঙ্গাপানিতে নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল)-এ তেল নিতে যাওয়ার সময় লুপ লাইনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে, ওই তেল পরিবহণকারী মালগাড়ির একাধিক বগি ডাউন লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল দুর্ঘটনার সময়। ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে যাতায়াতকারী সমস্ত ট্রেন কয়েক ঘণ্টা আটকে পড়ে। খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি না হলেও মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা রেলের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আবার প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তাতে অবশ্য রেলমন্ত্রক বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি।

সংসদে দাঁড়িয়ে বুধবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো বুলেট ট্রেন চালানো নিয়ে বিজেপি সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন। দুর্ঘটনা নিয়ে একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করেননি। শীঘ্রই ভারত দ্রুতগতির বুলেট ট্রেন চালাবে এবং তার জোর প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। রেলমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যেখানে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পর তদন্ত রিপোর্টে রেলের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও আধুনিকীকরণ নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন, সেখানে সংসদে রেলমন্ত্রী কেন পরপর দুর্ঘটনা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না, তা নিয়ে সোচ্চার হয়েছে গোটা দেশ। ভারতীয় রেলকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল শুরু হয়েছে।

রাঙ্গাপানির কাছে বুধবার লাইনচ্যুত মালগাড়ি। ৭ মাস আগে এখানেই আরেকটি মালগাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

রেলযাত্রা যেন শেষযাত্রা

- রাঙ্গাপানিতে লাইন পরিবর্তন করার সময় পড়ে যায় তেলের ট্যাংকার
- সোমবার রাতে ঝাড়খণ্ডে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল হাওড়া-মুম্বই মেল
- কর্মীসংকটের জেরে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না বলে অভিযোগ
- কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর সিআরএসের রিপোর্টেও এই তত্ত্ব ছিল

বুধবার রাঙ্গাপানির কাছে মালগাড়ির লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনার প্রাথমিক তদন্তেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবই ধরা পড়েছে বলে রেলসূত্রে জানা গিয়েছে। কর্মীসংকটের জেরে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। তবে বিষয়টি মানতে নারাজ রেল। এরকম ছোটখাটো ডিরেইলমেন্ট নাকি হয়েই থাকে বলে দাবি রেলকর্তাদের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে'র বক্তব্য, 'খুব বড় কিছু হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়েছে।'

গত কয়েক মাসে পাঁচটি বড় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় প্রায় ৪০০ ট্রেন যাত্রীর প্রাণহানি হয়েছে, আহত হয়েছেন কয়েকশো। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তদন্তে রেলের অন্দরে দৈন্যদশা উঠে এসেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এই সেকশনে সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বড় ধরনের ত্রুটি ছিল, কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)-এর রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। এর বাইরে কর্মীসংকট, প্রযুক্তিগত সংকট সহ একাধিক বিষয় উঠে এসেছে তদন্তে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট দিতে গিয়ে সিআরএস স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন, দুর্ঘটনা শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। রেল বোর্ডের ভূমিকা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, অবিলম্বে সাবসিডিয়ারি রুলে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। নয়তো এই ধরনের দুর্ঘটনা আরও ঘটতে পারে। তাঁর রিপোর্টের ছয়দিনের মাথাতেই ফের

এরপর দশের পাতায়

ক্রিস্টিন কুবাকে হারানোর পর মেন্টর প্রকাশ পাড়ুকোনের অভিনন্দন সিন্ধুকে। ছবি : লোপামুদ্রা তালুকদার

প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছে গেলেন সিন্ধু-লক্ষ্য

প্যারিস অলিম্পিকে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস, ৩১ জুলাই : লক্ষ্য সেনের লক্ষ্যভেদ বলা না গেলেও তিনি নিজের ছাপ রাখতে সমর্থ এবারের অলিম্পিকে। রিওতে কিদাম্বি শ্রীকান্তের পর তিনিই প্রথম পুরুষ শাটলার হিসাবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে গেলেন। বুধবার লক্ষ্যের সঙ্গে এগোলেন দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী পিভি সিন্ধুও। তাছাড়া পদকরক্ষা থেকে মাত্র এক জয় দূরে অসমের লভলিনা বরগোঁহাই।

বুধবার ৭৫ কেজি ওজন বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন টোকিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার। নর্ড ডি এরিনা প্যারিসে (নর্থ এরিনা, প্যারিস) তিনি ৫-০ ব্যবধানে হারালেন নরওয়ের সুনিভা হফস্ট্যাডকে। এবারই প্রথম ৭৫ কেজি বিভাগে নামলেন শিলচরের এই বক্সার। টোকিওতে তাঁর পদক এসেছিল ৬৯ কেজি বিভাগে।

সিন্ধু ২১-৫, ২১-১০ পয়েন্টে এস্তোনিয়ার ক্রিস্টিন কুবাকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেলেন বুধবার। শুরু থেকেই নিজের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে গিয়েছেন ভারতের অন্যতম সেরা এই শাটলার। এস্তোনিয়ান চেষ্টা করছিলেন বটে, তবে সিন্ধুর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি কখনও। ২১-৫ পয়েন্টে হারার পর দ্বিতীয়টার শুরুতে এগিয়ে গিয়েও ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। দুটি ক্রস কোর্ট স্ম্যাশে ১৫-৬ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়ার পর ম্যাচজুড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন সিন্ধু।

শেষপর্যন্ত ১৩ নম্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ৭৩ নম্বরের শাটলার। প্রথম ম্যাচে সিন্ধু মালদ্বীপের ফাতিমা আবদুল রাজ্জাকের বিরুদ্ধে জিতে অলিম্পিক যাত্রা শুরু করেন। ১৬টা গ্রুপের থেকে একজন করে গেলেন শেষ ষোলোয়। সিন্ধু দুটো ম্যাচ জেতেন গ্রুপ 'এম'-এ। রিও ও টোকিওর পদকজয়ী প্যারিস অলিম্পিকে আসার আগে পর্যন্ত নিজের সেরা ছন্দে ছিলেন না। তিনি আদৌ পদক জিততে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল অনেকের। সেদিক থেকে দেখলে প্রথম দুটো ম্যাচের এই জয় তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়াবে বলে মনে হচ্ছে।

গত দু'দিন ধরে প্যারিসে প্রচণ্ড গরম ও রোদের তেজ। গরমের ধাক্কায় বোঝার উপায় নেই যে, এটা একেবারে নিখাদ পশ্চিম ইউরোপের দেশ। সম্ভবত এত গরমের জেরে মাঝরাত থেকে শুরু হয় জোর বৃষ্টি। একটু বেলা বাড়তে বৃষ্টি বন্ধ হলেও গরমটা অনেক কমায় স্বস্তি এসেছে। স্বস্তি এল ব্যাডমিন্টন কোর্টেও। মঙ্গলবার সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টির পর বুধবার সিন্ধু-লক্ষ্যও নিজেদের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে এগোলেন।

লক্ষ্য ২১-১৮, ২১-১২ পয়েন্টে হারান জোনাথন ক্রিস্টিকে। ফলে তিনিও শেষ ষোলোয় পৌঁছোলেন। ইন্দোনেশিয়ান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই ম্যাচ কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু জয় ছিনিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি লক্ষ্যর। প্রাক্তন অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টি অবশ্য শুরুতে এগিয়ে যান। কিন্তু লক্ষ্যের হার না মানা মনোভাব ম্যাচে ফেরায় তাঁকে। শেষপর্যন্ত ছন্দ ধরে রেখে ২১-১৮ পয়েন্টে জেতেন।

ক্রিস্টিকে জাজমেন্টে বারবার ভুল করাতে চেষ্টা করে গিয়েছেন লক্ষ্য। তবু নিজের ক্রস কোর্ট স্ম্যাশে একটা সময়ে ১৬-১৬ করে ফেলেন ক্রিস্টি। তারপরেও স্ম্যাশ ও পালটা স্ম্যাশে খেলা জমে হয় ১৮-১৮। দ্বিতীয় গেম যথেষ্ট নাটকীয় হয়। ৩-৩ থেকে লক্ষ্য একসময় ১০-৫ করে ফেলেন।

এরপর বারোর পাতায়

তাহাদের কথা

নাবালিকা বিয়ে এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

অনুপ দত্ত

কালিয়াগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামের দশম শ্রেণির ছাত্রী হেডস্যরের কাছে গিয়ে বলেছিল, 'স্যর, আমি এখন বিয়ে করতে চাই না। পড়তে চাই।' ওর বাবা বিয়ে ঠিক করে ফেলায় মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়ে স্কুলে এসে সব জানায়। তারপর পুলিশ ও চাইল্ডলাইনের কর্মীরা বিয়েটা আটকায়।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
হার্ট অ্যাটাক
স্ট্রোক
অ্যাক্সিডেন্ট
বার্ন
রাতে বা দিনে ভরসা ডিসানে
এমার্জেন্সিতে ফোন করুন
90 5171 5171

কনে নাবালিকা, অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া খবর পেয়ে পুলিশ ও চাইল্ডলাইনের কর্মীরা একইভাবে মালদার চাঁচল থানার ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর গ্রামে বিয়ে রুখে দেন। আবার চাইল্ডলাইনে চিঠি পাঠিয়ে নিজের বিয়ে আটকানোর আর্জি জানিয়েছিল দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। প্রশাসন ওই বিয়েও বন্ধ করতে পেরেছিল। এই ঘটনাগুলিতে নাবালিকারা সাহস করে প্রশাসনের কাছে পৌঁছাতে পেরেছিল বলে তাদের 'আর্লি ম্যারেজ' আটকানো গিয়েছে।

কিন্তু সঠিক সময়ে জানতে না পারায় অনেক বাল্যবিবাহই ঠেকানো যাচ্ছে না। এ রাজ্যে বাল্যবিবাহের সংখ্যা উদ্বেগজনক। দেশে যেখানে বাল্যবিবাহের গড় ২৩.৩ শতাংশ, এই রাজ্যে সেখানে সেই হার ৪১.৬ শতাংশ। কোনও কোনও জেলায় এই হার ৫০ শতাংশের বেশি। সম্প্রতি সামনে আসা আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনের রিপোর্ট চমকে দেওয়ার মতো। তাতে প্রতি মাসে গড়ে একশোজনের বেশি নাবালিকার বিয়ের তথ্য আছে। ওই জেলার কালচিনি থানা এলাকায় সেই সংখ্যা এক মাসে ৩০ ছুঁইছুঁই।

জলপাইগুড়ির পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে গত মার্চ মাসে ১৩৯ এবং এপ্রিল মাসে ১২২ জন নাবালিকা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এদের বয়স ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। কাগজে-কলমে অনেককে ১৯ বছর দেখানো হয়েছে। আইনি সমস্যা এড়াতে ওই মেয়েদের পরিবার বয়স ভাঁড়িয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাচ্ছে। এই প্রবণতা ভয়ংকর।

সোজা কথায় নাবালিকা বিয়ের সঙ্গে কমবয়সি মায়ের সংখ্যা বাড়ছে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল এক কিশোরী। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তড়িঘড়ি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। মালদায় গর্ভস্থ সন্তান সহ ওই কিশোরীর মৃত্যু হয়।

এরপর দশের পাতায়

ধ্বংসস্তূপ থেকে দেহ নিয়ে আসছে ভারতীয় সেনা। ওয়েনাড়ে বুধবার।

ত্রাণশিবিরে ভিড়, মৃত ১৫৮

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ জুলাই : ওয়েনাড়ে যেন মৃত্যুমিছিল। কাদা-ধসের তলা থেকে মৃতদেহ উদ্ধারে যেন বিরাম নেই। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারিভাবে নিহতের সংখ্যা ১৫৮। মৃতের তালিকা আরও দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে। ইতিমধ্যে ওয়েনাড়ের ৪টি গ্রামের ৩,০৬৯ জন বাসিন্দাকে ৪৫টি ত্রাণশিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও শতাধিক মানুষ নিখোঁজ।

ঘটনার পরদিন ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের পাশাপাশি বিপর্যয়ের দায় নিয়ে শুরু হয়েছে কেন্দ্র-রাজ্যের দড়ি টানাটানি। বুধবার রাজ্যসভায় 'ইন্ডিয়া' জোট বিষয়টি তুললে কার্যত কেরলে ক্ষমতাসীন পিনারাই বিজয়ন সরকারকে দায়ী করেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি জানান, ওয়েনাড়ে কাদা-ধস নামার এক সপ্তাহ আগে থেকে ৩ বার কেরলকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছিল। সেইসব সতর্কবার্তাকে আমল দেয়নি রাজ্য সরকার।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পালটা দুষেছেন আবহাওয়া দপ্তরকে। তিনি জানিয়েছেন, ওয়েনাড়ে কোনও সতর্কতাই ছিল ওই দপ্তরের। পরস্পরকে নিশানা করলেও দু'পক্ষই অবশ্য মানছে, এটা দোষারোপের সময় নয়। উদ্ধারকারী দল কাদা-ধসে চাপা পড়া বাড়িঘর থেকে বহু মৃতদেহ বের করেছে। অনেকে দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্ধার অভিযানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতি। বুধবারও ওয়েনাড়ে ভারী বৃষ্টি চলেছে। ফলে কাদামাটির স্তর আরও গভীর হয়েছে।

ধ্বংসলীলা

- একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার ধসে চাপা বাড়িঘর থেকে
- অনুমান, অধিকাংশের মৃত্যু ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে
- লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে উদ্ধারের কাজে বাধা
- আরও ৪৮ ঘণ্টা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসে আশঙ্কা বাড়ছে
- ৪৫টি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় প্রায় তিন হাজার মানুষের

পাহাড়ের ঢালে ৪টি গ্রাম ছিল দেখার মতো। কোথাও সবুজ বন, কোথাও কফি বাগান, কোথাও সুদৃশ্য ঘরবাড়ি। কাদা-ধসে সবই এখন ধূসর। আলাদা করে কিছু চেনার উপায় নেই। সব ধুয়েমুছে সাফ।

এরপর দশের পাতায়

শিশু 'চুরি'র চেষ্টায় হইচই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : রোগী এবং পরিজনদের থিকথিকে ভিড়। তার মধ্যেই শিশু চুরির চেষ্টার অভিযোগ। বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল। তবে, শিশুর এক পিসির উপস্থিতবুদ্ধির জেরে অভিযুক্ত মহিলাকে ঘিরে ধরে হাসপাতালে আসা লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মহিলাকে আটক করে। রাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার পর রোগীর পরিজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। হাসপাতালে আসা প্রায় প্রত্যেককেই শিশুদের আগলে রাখতে দেখা গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষের প্রতিক্রিয়া জানতে ফোন করা হলেও তিনি 'কিছু বলতে পারব না' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন।

বেশ কিছুদিন ধরে শিশু, মহিলা নিখোঁজ হওয়ার গুজবে শহরে চাপা আতঙ্ক রয়েছে। বিশেষ করে অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুল, প্রাইভেট টিউশনে পাঠিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তায় থাকছেন। এরইমধ্যে বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শিশু চুরির চেষ্টা ঘিরে হইচই শুরু হয়।

শিশু চুরির চেষ্টার অভিযোগে ভিড়। শিলিগুড়ি হাসপাতালে। -তপন দাস

বিহারের একটি পরিবার বিয়ের অনুষ্ঠানে মিরিকে এসেছে। সেখানেই একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে শিলিগুড়িতে এনে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেই রোগীকে দেখতেই বিহারের অপর একটি পরিবার এদিন হাসপাতালে আসে। তাদের সঙ্গে একটি চার বছরের মেয়ে এবং একটি ন'মাসের পুত্রসন্তান ছিল। সকাল থেকেই পরিবারটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশে গাছতলায় তৈরি বেদিতে বসে ছিল।

শিশুটির পিসি গুলনাজ খাতুনের বক্তব্য, 'অনেকক্ষণ ধরে এক মহিলা আমাদের উপর নজর রাখছিল। প্রথমে এসে আমার হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে বলে যে, আপনারা সেই সকাল থেকে বসে আছেন। আপনি বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসুন। আমি বলি যে, আমার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সেই কথা শুনে ওই মহিলা কিছুটা দূরে বসে আমাদের দেখতে থাকে। কিছুক্ষণ পর আবার একটি জলের বোতল এবং একটি বিস্কুটের প্যাকেট এনে বাচ্চাদের হাতে দেওয়ার চেষ্টা করে। আমি আবার তাকে আটকাই। সেই সময় থেকেই আমার সন্দেহ হতে শুরু করে। আমি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা আরও দু'একজনকে বিষয়টি জানাই।'

অভিযোগ, ওই মহিলাও নাছোড়বান্দা। বেলা ১১টা নাগাদ ফের শিশু দুটির সামনে এসে ন'মাসের শিশুটিকে জোর করে কোলে নিয়ে আদর করতে চায়।

এরপর দশের পাতায়

মেয়র গৌতমই, বললেন অভিষেক

শিলিগুড়িতে মেয়র বদলের জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এটা যদিও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত। তবুও আমি বলছি, এখনই শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে বদল করা হচ্ছে না।' তাহলে কি পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? সে প্রশ্নের উত্তরে হাসলেন, 'এখনই বদল হচ্ছে না।' লোকসভা ভোটে ভরাডুবির পরই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধমক খেয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র। তারপরই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে জল্পনা চলছিল রাজনীতিতে।

▸▸ বিস্তারিত দশের পাতায়

শ্রীদেবী-কন্যার হাত ধরে স্বপ্নের পথে সুধাংশু

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : মিরিকের কাছে সুন্দর সাজানো চা বাগান। সেখানেই জন্মেছিল ফুটফুটে ছেলেটা। বাবা-মা দুজনেই ভেবেছিলেন, ছেলে হয়তো বড় হয়ে পারিবারিক চা বাগানের ব্যবসায় মন দেবে। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে সেই পথে নিয়ে যায়নি। আদতে শিলিগুড়ির প্রধাননগরের বাসিন্দা সুধাংশু সারিয়ার মনে ধরেছিল ক্যামেরার কারসাজি। তাই ছোট থেকে 'ফিল্মমেকার' হওয়ার স্বপ্ন না দেখলেও পরে বুঁদ হন সেই ভাবনাতেই।

শুক্রবার, ২ অগাস্ট মুক্তির অপেক্ষায় বলিউডে তাঁর পরিচালনায় প্রথম বাণিজ্যিক হিন্দি ছবি 'উলাঝ'। শ্রীদেবী-কন্যা জাহ্নবী কাপুর অভিনীত ছবিটির ট্রেলার ইতিমধ্যে মনে ধরেছে দর্শকদের। ছবিটি মুক্তির ঠিক একদিন আগে উত্তেজনায় ফুটছেন শিলিগুড়ির ভূমিপুত্র সুধাংশু। মুঠোফোনে মুম্বই থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বললেন, 'বহুদিন শিলিগুড়ির বাড়িতে এসে থাকিনি। ছবিটা মুক্তি পেলেই লম্বা ছুট দেব। অন্তত ৭ দিন শিলিগুড়িতে কাটাবই।'

বেড়ে ওঠা শিলিগুড়িতেই। পড়েছেন শিলিগুড়ির নামী ইংরেজি স্কুলে। তারপর পরিবারের ইচ্ছেয় তাঁকে পড়তে পাঠানো হয় দেরাদুনের স্কুলে। সেখান থেকে স্কুলের পাট চুকিয়ে সোজা নিউ ইয়র্কের ইথাকা কলেজে। সুধাংশু বলছেন, 'নিউ ইয়র্কে ফাইন আর্টস নিয়ে পড়তে গিয়েই সিনেমার প্রতি এক অদ্ভুত টান তৈরি হল। বন্ধুদের ক্যামেরা নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে করতেই ইচ্ছে হল সিনেমা বানানোর। সেই শুরু। প্রায় ৭ বছর হলিউডে কাজ করে মুম্বইয়ে পাড়ি দিই।'

বছর দশেক আগে সুধাংশু ঘাঁটি গাড়েন স্বপ্ননগরীতে। লক্ষ্য ছিল স্থির, যে করেই হোক বলিউডে নিজের জায়গা করে নিতে হবে। সেইমতো শুরু করেন একের পর এক স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বানানোর কাজ। ২০১৫ সালে তৈরি করেন প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি 'লোয়েভ'। একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি সমাদৃত হওয়ার পর ২০১৭ সালে তা কিনে নেয় নেটফ্লিক্স। এরপর ২০২০ সালে তাঁর পরিচালনায় তৈরি হয় 'নক নক নক'। দার্জিলিংয়ের প্রেক্ষাপটে তৈরি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ছবিটির হাত ধরেই ২০২১ সালে ৬৭তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতে নেন সুধাংশু। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

জাহ্নবী অভিনীত সুধাংশুর নতুন ছবি ঘিরে এখন চর্চা বলিপাড়ায়। ছবিটি দর্শক মহলে কতটা ছাপ রাখতে পারবে, তা নিয়ে অবশ্য ভাবিত নন শিলিগুড়ির এই তরুণ পরিচালক। রাজনৈতিক থ্রিলার ঘরানার ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ওয়েব সিরিজের একাধিক চেনা মুখ। গুলশান দেবাইয়া, রাজেশ তেইলাং, আদিল হুসেইনের মতো বহুচর্চিত অভিনেতারা থাকায় তা নিয়ে চর্চা কম নেই। আইএফএস অফিসার সুহানা ভাটিয়ার চরিত্রে নজর কেড়েছেন শ্রীদেবী-কন্যা। ছবিটি মূলত আবর্তিত হয়েছে এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই।

শুটিংয়ের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অভিনেতাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সুধাংশু। তাঁর কথায়, 'প্রযোজক চিত্রনাট্য পড়াতেই আমি উৎফুল্ল হয়ে পড়েছিলাম। আগে এই ঘরানার কাজ করিনি। একটু ভয় তো ছিলই। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে সহকর্মীদের থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি, তাতে কাজটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি চরিত্রেই দুর্দান্ত সব অভিনেতারা কাজ করেছেন।' তিনি বলেই চলেন, 'আসলে কাঠমান্ডু, দিল্লি,

এরপর দশের পাতায়

শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে শিলিগুড়ির পরিচালক সুধাংশু সারিয়ার উলাঝ। (ডানে) সিনেমার সেই পোস্টার।

বাড়িতেই ববিতার বিনামূল্যের পাঠশালা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : শিক্ষক আনন্দ কুমারের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হৃত্বিক রোশন অভিনীত 'সুপার ৩০' ছবিটি নিশ্চয়ই মনে আছে। ভারতবর্ষে মন দিয়ে খুঁজলে আনন্দের মতো শিক্ষকদের পাওয়া যাবে, যাঁরা দিনের পর দিন নিঃশব্দে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করে চলেছেন। এই যেমন উৎপলনগরের ববিতা ঝা। আনন্দের গল্পের সঙ্গে তাঁর হুবহু মিল নেই বটে। তবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ববিতা, আনন্দ একই সরলরেখায় অবস্থান করবেন, তা বলা অত্যুক্তি হবে না।

চম্পাসারির উৎপলনগরের গলির ভেতরে ববিতার দোতলা বাড়ি। সেখানে রোজ সকালে পিঠে ব্যাগ নিয়ে হাজির হয় অনীতা কুমারী, কিশোর কুমার, অরোহী সিং, নিশু কুমারীর মতো পড়ুয়ারা। আজ থেকে ১৩ বছর আগে মাত্র তিনজন পড়ুয়াকে নিয়ে পড়ানোর অধ্যায় শুরু শিলিগুড়ির দেশবন্ধু হিন্দি হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষিকা ববিতার। ধীরে ধীরে পড়ুয়া সংখ্যা বেড়ে এখন ৬০ জনে দাঁড়িয়েছে। উৎপলনগর, ঢাকনিকাটা সহ আশপাশের চা বাগান এলাকার যে সমস্ত দুঃস্থ পরিবারের পড়ুয়ারা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে পারে না, তাদের একমাত্র ভরসা ববিতা।

কীভাবে শুরু হল এই উদ্যোগ? ববিতার হাসিমুখে জবাব, 'ছোটবেলায় আমার ছেলের শরীর খারাপ ছিল। সেসময় ডাক্তারের পরামর্শে আমরা ওকে বাড়িতেই পড়াতাম। তবে ও একা পড়তে চাইত না। তাই আশপাশের বাচ্চাদেরও পড়ানো শুরু করি।' ছেলেকে বাড়িতে রেখে পড়াতে গিয়ে এই উদ্যোগ শুরু করলেও বর্তমানে পড়ানোটা তাঁর কাছে নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেও ভবিষ্যতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর সুযোগ করে দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। যাঁরা বিনামূল্যে পড়াতে আগ্রহী, তাঁদের এই কর্মযজ্ঞে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে সহযোগী হিসেবে পেয়েছেন তাঁর দুই মেয়ে শিবানী ও আয়ুশিকে। স্বামী এমন কর্মকাণ্ডে গর্বিত পবন ঝা। ববিতার কাছে পড়তে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত অনুভব করেন পড়ুয়াদের বাবা-মায়েরাও। এক ছাত্রীর মা সুমিতা পাসোয়ান বলছেন, 'ববিতাদি এত ভালো যে কী বলব। তিনি আমাদের কাছে এক টাকাও নেন না। সবাইকে খুব মন দিয়ে পড়ান।'

এদিকে ববিতা চাইছেন, 'আরও মানুষ এই বাচ্চাগুলোকে পড়ানোর জন্য এগিয়ে আসুক।' তাঁর কাছে পড়ে অনেক পড়ুয়াই এখন নিজেদের স্বপ্ন পূরণের পথে একটু একটু করে পা বাড়াচ্ছে। ববিতা মনে করেন, এটাই তাঁর পড়ানোর সার্থকতা।

আলোর দিশারি

- চম্পাসারির উৎপলনগরের গলির ভেতরে ববিতার দোতলা বাড়ি
- সেখানে রোজ সকালে পিঠে ব্যাগ নিয়ে হাজির হয় অনীতা কুমারী, অরোহী সিং, নিশু কুমারীর মতো পড়ুয়ারা
- ধীরে ধীরে পড়ুয়া সংখ্যা বেড়ে এখন ৬০ জনে দাঁড়িয়েছে
- আশপাশের চা বাগান এলাকার দুঃস্থ পড়ুয়াদের একমাত্র ভরসা ববিতা

ক্লাসে শিলিগুড়ির ববিতা ঝা। -সংবাদচিত্র

মানসাইয়ে শুশুক

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩১ জুলাই : শেষ দু'বছর তাদের দেখা মেলেনি। তবে বুধবার মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট খাটেরবাড়ির মানসাই নদীতে দেখা মিলল শুশুকের (গাঙ্গেয় ডলফিন)। মাথাভাঙ্গায় মানসাই নদীতে শুশুকের দেখা মিলেছে খবর পেতেই তৎপর হয়ে উঠেছে বন দপ্তর। বুধবার থেকেই মানসাই নদীর যে এলাকায় শুশুকের দেখা মিলেছে ওই এলাকায় বনকর্মী মোতায়েন করেছে বন দপ্তর।

মানসাই নদীতে একসময় বর্ষায় প্রচুর পরিমাণ শুশুকের দেখা মিলত। মানসাই (জলঢাকা) নদী হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত ছিল এদের গতিবিধি। তবে চোরাশিকারি ও মৎস্যজীবীদের জালে আটকে প্রচুর শুশুকের মৃত্যু হওয়ায় বর্তমানে কদাচিৎ শুশুকের দেখা মেলে। বুধবার সকালে ছাট খাটেরবাড়ি গ্রামের মানসাই নদীর ১ নম্বর স্পার সংলগ্ন রেলসেতুর কাছে স্নান করতে গিয়ে এলাকার একদল কিশোরীর নজরে আসে নদীতে একটি শুশুক ডুবছে এবং ভেসে উঠছে। শুশুক ওই এলাকায় শিশু নামেই পরিচিত। ওই কিশোরীদের কাছে নদীতে শুশুকের কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে এলাকার বাসিন্দারা ভিড় করেন। বন বিভাগের কোচবিহার ডিভিশনের এডিএফও বিজন নাথ বলেন, 'শুশুক বন বিভাগের সিডিউল ওয়ানভুক্ত প্রাণী। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে বিভিন্ন সময় শুশুকের দেখা মেলে। গত বছর একটি সংস্থার পক্ষ থেকে শুশুক গণনায় ভালো পরিমাণ শুশুকের অস্তিত্ব মিলেছিল।'

নদীতে শুশুক আসার খবরে উৎসাহিত এলাকার মৎস্যজীবীরা। নদীতে শুশুক থাকলে মৎস্যজীবীরা ধরেই নেন যে, নদীতে মাছের আনাগোনা বেশি রয়েছে।

বন বিভাগের মাথাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাস বলেন, ছাট খাটেরবাড়ি মানসাই নদীতে গাঙ্গেয় ডলফিন সাইটিংয়ের খবর পাওয়া মাত্র ওই এলাকায় বন বিভাগের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বিরল অর্কিডের অস্তিত্ব নেওড়া ভ্যালির জঙ্গলে

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৩১ জুলাই : উত্তরবঙ্গ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ জায়গা। নেওড়াভ্যালি বনাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম। এবার সেই নেওড়া ভ্যালিতে বিরল প্রজাতির অর্কিডের উপস্থিতির সন্ধান মিলল। এই অর্কিড প্রজাতির নাম প্লিয়ন প্রাইকক্স (Pleione praecox)। এই বিরল প্রজাতির অর্কিডের অস্তিত্বের সন্ধান মেলার পর উত্তরবঙ্গের উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষণের দাবি জোরালো হয়েছে। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর কথায়, 'এ ধরনের অর্কিড প্রাপ্তির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গজুড়ে যে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা আছে তা প্রমাণিত হল। সেগুলির সংরক্ষণ করা দরকার। প্রক্রিয়া মেনে আনুষঙ্গিক অনুমতির মাধ্যমে জাতীয় উদ্যানের জরিপ এবং গবেষণার কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন হওয়া দরকার। তাহলে এরকম অনেক বৈচিত্র্যময় গাছ এবং ফুল নথিভুক্ত হবে।'

একসময় মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় উদ্ভিদ বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন ডঃ শুভদীপ মজুমদার। বর্তমানে তিনি কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে কর্মরত। তিনি বলেন, 'সাধারণত এ ধরনের অর্কিড গোলাপি রঙের হয়। তবে নেওড়া ভ্যালি বনাঞ্চলে সাদা রংয়ের প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্লিয়ন' পত্রিকাতে এই অর্কিড সংক্রান্ত লেখা প্রকাশ করেছি। এ ধরনের অর্কিড গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি সংরক্ষণ করলে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বজায় থাকবে।'

বিখ্যাত অর্কিডোলজিস্ট ফিলিপ জে ক্রিব এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। রাজ্যের অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ বিভাগ) উজ্জ্বল ঘোষ গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

এদিকে উদ্ভিদবিদরা উত্তরবঙ্গের জীববৈচিত্র্য নিয়ে অনেকটা চিন্তিত। তাঁদের মতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য, বিশেষজ্ঞ দ্বারা নিয়মিত জরিপ ও গবেষণা করতে হবে। সেজন্য পর্যাপ্ত তহবিল, অনুমতি এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। শহরের পরিবেশপ্রেমী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গণনার মাধ্যমে সরকার জাতীয় উদ্যানে আরও এলাকা যোগ করতে পারে। জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য একটি এলাকাকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা প্রয়োজন।

> নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানে প্লিয়ন প্রাইকক্স অর্কিডের সন্ধান পেয়েছি। যা অত্যন্ত বিরল। এর আগে মেঘালয়ে এই ধরনের অর্কিডের উপস্থিতির তথ্য নথিভুক্ত হয়েছিল।
>
> -ডঃ শুভদীপ মজুমদার
> উদ্ভিদ বিভাগের অধ্যাপক

আজ টিভিতে

ছদ্মবেশী রোশনাই সবার সামনে ধরা পড়ে যায় এবং সবাই তাকে ভুল বোঝে। **রোশনাই** সোম থেকে রবি রাত সাড়ে ৮টায় **স্টার জলসায়।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

আকাশ কুসুম সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় প্রতিদিন **সান বাংলায়**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.১৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধ্যা ৭.২০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, রাত ১০.০০ বিন্দাস
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ লক্ষ্যভেদ, বিকেল ৩.০০ পিতা, বিকেল ৫.০০ অজানা পথ, রাত ৮.০০ শিমুল পারুল, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আক্রোশ, দুপুর ১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ জন্মদাতা, সন্ধ্যা ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ কুরুক্ষেত্র
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ছোট বউ

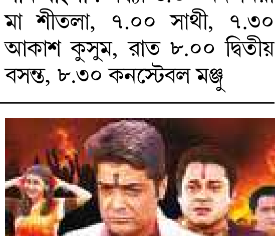

কুরুক্ষেত্র রাত ১০টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

ধড়ক সকাল ১১টায় **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

ব্যাটারিচালিত চার চাকার গাড়ি মতিউলের হাতে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৩১ জুলাই : অষ্টম শ্রেণি পাশ যোগ্যতায় ব্যাটারিচালিত চারচাকা গাড়ি তৈরি করে মতিউল মহম্মদ (৩৩) নজর কাড়লেন। তিনি মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে এই গাড়ি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ভারত সরকারের ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশন ভারত নিয়েছে। ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশন ভারতের নর্থ-ইস্ট রিজিওনের প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট টু সায়ন্তন ধর বলেন, 'মতিউলের কাজের ডকুমেন্ট তৈরি করে ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশন ভারতে পাঠিয়েছি। গাড়িটিতে যদি নতুনত্ব পাওয়া যায় তবে মতিউলকে পুরস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি তাঁর কাজকে কী উপায়ে আরও অভিনব করে তোলা যায় সেই পরামর্শ দেওয়া হবে।' এই খবরে মতিউলের পরিবার সহ খুশি মেখলিগঞ্জবাসী।

গাড়ি তৈরির ইচ্ছে মতিউলের অনেক দিনের। ২০২৩ সালের দশমীর পরের দিন থেকে তিনি এই গাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন। তাঁর তৈরি গাড়িটি পুরো লোহার। মতিউল মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে লেখাপড়ায় ইতি টানেন। এরপর গ্যারাজে কাজ করতে শুরু করেন। গয়েরকাটায় ১১ বছর গ্যারাজে কাজ করেন। পরে মেখলিগঞ্জ পূর্বপাড়ায় নিজের একটি গ্যারাজ খোলেন। মতিউলের গাড়িটিতে চালক সহ চারজনের বসার জায়গা রয়েছে। ব্যাটারির মান অনুযায়ী গাড়িতে একবার চার্জ দিলে আনুমানিক ৮০ কিমি পথ যাওয়া যায়। ব্যাটারি একবার চার্জ করতে ৩০ টাকা খরচ হয়। গাড়িটি তৈরি করতে তাঁর দেড় লক্ষ টাকার বেশি খরচ হয়েছে। মতিউলের কথায়, 'অদম্য ইচ্ছে, জেদ থাকলে সব বাধা অতিক্রম করা যায়। গাড়িটির প্রতি মানুষের ব্যাপক উৎসাহ চোখে পড়ছে। দারুণ ভালো লাগছে। আমি খুব খুশি।'

মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তরুণ মতিউলের তৈরি গাড়ি।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কোনও ব্যবসা করার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। বিদ্যুৎ থেকে সাবধান। বৃষ : রাস্তাঘাটে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে ভুল করে ফেলতে পারেন। মিথুন : বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ক্ষতি করতে পারে। কর্কট : খুব কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হওয়ায় সম্ভাবনা। মাথাধরায় ভোগান্তি। সিংহ : ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্য ব্যয় বাড়বে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে মনঃকষ্ট। কন্যা : হঠাৎ নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। মায়ের শরীরের উন্নতিতে মানসিক শান্তি। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমস্যায়। বৃশ্চিক : সামান্য কারণে বন্ধুর সঙ্গে তর্কাতর্কি এবং মন খারাপ। অফিসে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। ধনু : কেউ আজ আপনাকে ঠকাতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। মকর : জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে আনন্দ। সংসারে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। কুম্ভ : জমি নিয়ে অহেতুক বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কাটবে। মীন : পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ভাঃ ১০ শ্রাবণ, ১ অগাস্ট ২০২৪, ১৬ শাওন, সংবৎ ১২ শ্রাবণ বদি, ২৫ মহরম। সূঃ উঃ ৫।১১ অঃ ৬।১৭। বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী অপরাহ্ন ৪।১৯। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১২। ১৭। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৩।৩১। তৈতিলকরণ অপরাহ্ন ৪।১৯ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৪।২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১২।১৭ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১২।২৮ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, অপরাহ্ন ৪।১৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, অপরাহ্ন ৪।১৯ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৩।০ গতে ৬।১৭ মধ্যে। গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ৭।৭ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।৩৩ মধ্যে একাদশীর পারণ। স্তন্যপান সপ্তাহ (১ অগাস্ট হইতে ৭ অগাস্ট) মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।০ মধ্যে ও ১০।২৩ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৭ গতে ৩।৩ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৬৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

TENDER NOTICE

Tender is hereby invited by the undersigned vide (i) NIT No-WBCBZRMC/e-NIT-01/2024-25, Date : 29/07/2024 & (ii) NIT No- WBCBZRMC/e-NIT-02/2024-25, Date : 29/07/2024. Last date of download. 05/08/2024 upto 1.00 P.M. Contact No. 03582-223135.

Sd/- Secretary
Cooch Behar Zilla Regulated Market Committee
Cooch Behar

e-Quotation Notice

The Chairman, Mal Municipality invites e-Quotation for LED Lights as per given NIQ within Mal Municipality. eNIQ No. MM/C/LED LIGHT/779/2024-25 Sl. No. 1 & 2 Tender ID. 2024_MAD_724757_1 & 2 Last date of bidding (online) : 22.08.2024 upto 12.00 Hrs.
Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- (Swapan Saha)
Chairman
Mal Municipality

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIT No- 01/APD/WBSRDA/BRIDGE-IDENTIFICATION/2024-25, Date : 31-07-2024. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer/WBSRDA/Alipurduar Division

মালদা টাউন-খাতীপুরা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন এক ট্রিপের জন্য বাতিল থাকবে

পরিচালনগত কারণে, ০৩৪০৯ মালদা টাউন-খাতীপুরা স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৮.২০২৪, বৃহস্পতিবার) এবং ০৩৪১০ খাতীপুরা-মালদা টাউন স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৮.২০২৪, শুক্রবার) বাতিল থাকবে। যাত্রীদের সম্ভাব্য অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিউ দিল্লীগামী দুটি স্পেশাল ট্রেনের যাত্রা অব্যাহত থাকবে

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে নিম্নলিখিত দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের যাত্রা তাদের বর্তমান পথ, সময়সূচী, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী আরও ০২টি ট্রিপের জন্য সংশ্লিষ্ট তারিখগুলিতে নিম্নরূপে অব্যাহত থাকবেঃ যাত্রার সম্প্রসারিত তারিখঃ
● ০৩৪১৩ মালদা টাউন–নিউ দিল্লী স্পেশাল–০১ ও ০৪.০৮.২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার ও রবিবার)=০২ ট্রিপ এবং ০৩৪১৪ নিউ দিল্লী–মালদা টাউন স্পেশাল–০২ ও ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ (শুক্রবার ও সোমবার)=০২ ট্রিপ
● ০৩৪৮৩ ভাগলপুর–নিউ দিল্লী স্পেশাল–০৩ ও ০৬.০৮.২০২৪ তারিখ (শনিবার ও মঙ্গলবার)=০২ ট্রিপ এবং ০৩৪৮৪ নিউ দিল্লী–ভাগলপুর স্পেশাল–০৪ ও ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ (রবিবার ও বুধবার)=০২ ট্রিপ। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চার জোড়া স্পেশাল ট্রেনের চলাচল অব্যাহত থাকবে

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, নিম্নলিখিত চার (০৪) জোড়া স্পেশাল ট্রেন-এর চলাচল তাদের বর্তমান পথ, সময়সূচী, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য সংশ্লিষ্ট তারিখগুলিতে নিম্নরূপে অব্যাহত থাকবে : চলাচলের সম্প্রসারিত তারিখ : ● ০৩০২৭ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল– ০৭/০৮, ১৪/০৮, ২১/০৮ ও ২৮/০৮/২০২৪ (বুধবার) = ০৪ ট্রিপ এবং ০৩০২৮ নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া স্পেশাল– ০৮/০৮, ১৫/০৮, ২২/০৮ ও ২৯/০৮/২০২৪ (বৃহস্পতিবার) = ০৪ ট্রিপ। ● ০৩১০৫ শিয়ালদহ-জাগী রোড স্পেশাল– ০২/০৮, ০৯/০৮, ১৬/০৮, ২৩/০৮ ও ৩০/০৮/২০২৪ (শুক্রবার) = ০৫ ট্রিপ এবং ০৩১০৬ জাগী রোড-শিয়ালদহ স্পেশাল– ০৩/০৮, ১০/০৮, ১৭/০৮, ২৪/০৮ ও ৩১/০৮/২০২৪ (শনিবার) = ০৫ ট্রিপ। ● ০৩০৪৩ হাওড়া-রক্সৌল স্পেশাল– ০৩/০৮, ১০/০৮, ১৭/০৮, ২৪/০৮, ৩১/০৮, ০৭/০৯, ১৪/০৯, ২১/০৯ ও ২৮/০৯/২০২৪ (শনিবার) = ০৯ ট্রিপ এবং ০৩০৪৪ রক্সৌল-হাওড়া স্পেশাল– ০৪/০৮, ১১/০৮, ১৮/০৮, ২৫/০৮, ০১/০৯, ০৮/০৯, ১৫/০৯, ২২/০৯ ও ২৯/০৯/২০২৪ (রবিবার) = ০৯ ট্রিপ। ● ০৩০৪৫ হাওড়া-রক্সৌল স্পেশাল– ০১/০৮, ০৫/০৮, ০৮/০৮, ১২/০৮, ১৫/০৮, ১৯/০৮, ২২/০৮, ২৬/০৮ ও ২৯/০৮/২০২৪ (সোমবার ও বৃহস্পতিবার) = ০৯ ট্রিপ এবং ০৩০৪৬ রক্সৌল-হাওড়া স্পেশাল– ০২/০৮, ০৬/০৮, ০৯/০৮, ১৩/০৮, ১৬/০৮, ২০/০৮, ২৩/০৮, ২৭/০৮ ও ৩০/০৮/২০২৪ (মঙ্গলবার ও শুক্রবার) = ০৯ ট্রিপ। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গুডস ইয়ার্ডে সুবিধাগুলির উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: আরটি_ইএল_জিএস_০১_২৪-২৫, তারিখ: ২৯-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: আরটি_ইএল_জিএস_০১_২৪-২৫, কাজের নাম: "রানিপাত্র : সিসিটিভি, আলোর ব্যবস্থার মতো গুডস ইয়ার্ড সুবিধার উন্নয়ন, সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন এবং নালা-নর্দমা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"। টেন্ডার মূল্য: ৪৩,৬৯,১৭২ টাকা, বায়নার ধন: ৮৭,৪০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২০-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২০-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড ডিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_জিইএন_১১_২৪-২৫, তারিখ: ২৯-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল_জিইএন_১১_২৪-২৫, কাজের নাম: "মালদা টাউন - ডিজেল লোকো শেড মালদা টাউন এন. এফ. রেলওয়েতে ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক পরিদর্শন কেন্দ্র ফেজ-২-এর প্রস্তাব" (ইলেকট্রিক জেনারেল)। টেন্ডার মূল্য: ৮৭,৩৭,৬৩৩.৮৬ টাকা, বায়নার ধন: ১,৭৪,৮০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড ডিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

একটি ক্যান্টিনের পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্যে লাইসেন্স আবন্টনের হেতু টেন্ডার

টেন্ডার সংখ্যা. সি-ক্যান্টিন-এনজেপি-গুডস-২০২৪ তারিখ: ২৯-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে স্থিত গুডস শেডে একটি ক্যান্টিনের পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্যে লাইসেন্স আবন্টনের হেতু টেন্ডার। টেন্ডার রাশি: ১,৪৬,০০০/- টাকা। বায়না রাশি: ১৫,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৭-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVT. OF WEST BENGAL
EO/GPS/NIET-08(e) of 2024-25, Dt-31.07.2024

Separate Sealed Tender are hereby invited by the Executive Officer, Gazole Malda on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of toilet at different AWC at Gazole Panchayet Samity. Contractors having sufficient credential in this line are eligible for the above work.
Details are available WB tender portal.

Sd/- Executive Officer
Gazole Panchayet Samity

ব্যবসা/বাণিজ্য

Reliance Jio DSA-র মাধ্যমে খালি জমি বা ছাদে Jio True 5G Tower বসান। 8455093064. (K)

ভাড়া

শিলিগুড়ি প্রধাননগরে 'সনি প্লাজায়' (নিবেদিতা রোড) দোতলায়, ১৭শো বর্গফুট এরিয়া শুধুমাত্র ব্যাংক'কে ভাড়া দেওয়া হবে। আগ্রহী কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করুন। (M) 919933634586 / 7865913547. (C/B)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, ওদলাবাড়ি, চালসা-ফ্যাক্টরি, মল ও নার্সিংহোমে সিকিউরিটি গার্ড চাই। ছেলে/মেয়ে। বেতন- 10500. M : 6295506147. (B/S)

●

কাজের খবর - পার্ট/ফুলটাইম সম্মানজনক কাজে M/F চাই। কোল/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। ডাঃ সাহা - 8777658738. (K)

●

Required Math Teacher (UR) with MSc.-BEd. (Math) under deputation vacancy. Submit Credential within 07.08.2024. Walk in Interview on 12.08.2024, Time : 11:30 A.M. Baghajatin Vidyapith (H.S.) W/N. 45, P.O. Pradhan Nagar, Slg-03. (C/112012)

REQUIRED

Required Sales Executive for Hardware Fittings in North Bengal (Siliguri, Cooch Behar, Malda etc.) Salary : 20-40K. Contact : 91470 74536, arpit@depo24.in, Date : 3rd Aug, 11 A.M. onwards. (C/111562)

NOTICE

Required 03 nos. Physiotherapist on purely temporary & daily remuneration basis. Applications are invited from the eligible candidates having Bachelor Degree/ Diploma as Physiotherapist accordingly by 14.08.2024. For details, contact office of the DEO, SSM, SMP 3rd floor, Siliguri.

S/d- District Education Officer
Samagra Shiksha Mission
Siliguri Educational District

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্কুল ছুটির পর গোলায় মজে শিশুরা। শিলিগুড়ি কলেজপাড়ায় তপন দাসের তোলা ছবি। বুধবার।

ভোটের ফল নিয়ে ক্ষোভ উদয়নের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : লোকসভা ভোটে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা এলাকায় তৃণমূল-কংগ্রেসের খারাপ ফলের জন্য নাগরিকদের ভূমিকায় ক্ষোভ ঝরে পড়ল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর মন্তব্যে। পর্যাপ্ত উন্নয়নের পরও ভোটের ফল আশানুরূপ না হওয়ায় রাজ্য সরকার যে উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে দিতে পারে আকার-ইঙ্গিতে তেমনটাই বুঝিয়ে দিলেন মন্ত্রী। এজন্য ভবিষ্যতে নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন উদয়ন। এমন বার্তার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী কি মানুষকে প্রকারান্তরে হুঁশিয়ারি দিতে চেয়েছেন? শহর সহ মহকুমার রাজনৈতিক মহলে এমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বুধবার শিলিগুড়ির মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন উদয়ন গুহ। ওই অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে দার্জিলিং লোকসভা আসনটি হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। উদয়নের কথায়, 'কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। সেখানে এখানকার নাগরিকদের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের যে স্বীকৃতি পাওয়ার কথা, তা মিলছে না। তা বলে এখানে উন্নয়নের কাজ বন্ধ করে দেব না। কিন্তু উন্নয়নের পর স্বীকৃতি না মিললে কাজের ক্ষেত্রে ঢিলেমি চলে আসে।'

উদয়ন গুহর এমন মন্তব্যের তীব্র

> কোটি কোটি টাকা খরচ করে এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। শিলিগুড়ির নাগরিকদের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের যে স্বীকৃতি পাওয়ার কথা, তা মিলছে না। তা বলে উন্নয়নের কাজ বন্ধ হবে না। কিন্তু স্বীকৃতি না মিললে কাজের ক্ষেত্রে ঢিলেমি চলে আসে।
>
> **উদয়ন গুহ**

বিরোধিতা করেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের অনৈতিকতাকে না মানায় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখদের দুর্ভাগা বলে উল্লেখ করেছেন। একইভাবে শিলিগুড়ির মানুষ রাজ্য সরকারের অনৈতিকতাকে প্রত্যাখ্যান করায় উদয়ন গুহ কার্যত একই ভাষায় কথা বলছেন। এজন্য উন্নয়ন বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক।'

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ফলের নিরিখে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা এলাকায় শুরু থেকে তৃণমূল বিজেপির চেয়ে প্রচুর ভোটে পিছিয়ে ছিল। যদিও শেষ অবধি পুরনিগম ও মহকুমা এলাকায় জয়ী হলেও বাকি সর্বত্র তৃণমূলের পরাজয় হয়েছে। এদিন মন্ত্রী জানান, শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা এলাকা মিলিয়ে চলতি অগাস্ট মাসে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ৩৪ কোটি টাকা খরচ করবে। এর মধ্যে ১০ কোটি টাকা শুধুমাত্র শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকাতেই খরচ করা হবে। এজন্য মেয়রের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। উদয়নের কথায়, 'শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য চলতি অর্থবর্ষে প্রায় ৫০ কোটি টাকা খরচ করতে পারব বলে আশা করছি। কাজগুলি করার ক্ষেত্রে অরুণ ঘোষ, পাপিয়া ঘোষদের পরামর্শ নেওয়া হবে।' কলেজের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এদিন মন্ত্রী বিজেপির ধর্ম, ভেদাভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে ও রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে সরব হওয়ার জন্য শিক্ষক, পড়ুয়া ও অভিভাবকদের আহ্বান জানান।

রাতেও আবর্জনা সংগ্রহ করবে পুরসভা

ইসলামপুর, ৩১ জুলাই : শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার দিনের পাশাপাশি রাতেও আবর্জনা সংগ্রহ করবে ইসলামপুর পুরসভা। বুধবার থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিন বাস টার্মিনাস সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সারাদিন ধরে জমে থাকা দোকানের আবর্জনা সংগ্রহ করলেন পুরসভার কর্মীরা।

সকালে অনেক দোকান বন্ধ থাকে। ফলে তখন দোকানের আবর্জনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। দোকান খোলার পর সেই আবর্জনা যত্রতত্র ফেলে দেওয়া হয়। এর ফলে যেমন এলাকা দূষিত হয়, তেমনি দুর্গন্ধ ছড়ায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যেই এমন উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা।

ইসলামপুর পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথ বলেন, 'এদিন থেকে দিনের পাশাপাশি আমরা রাতেও আবর্জনা সংগ্রহ করব। সকালে দোকানপাট বন্ধ

ইসলামপুর

থাকলে সাফাইকর্মীরা আবর্জনা তুলতে পারেন না। তাই দোকানের আবর্জনা যাতে সারাদিন যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে, সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত সেইসমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করার কাজ শুরু করা হয়েছে।'

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর,
কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বাই
ফোন: 022-22820427; ফ্যাক্স: 022-22820411

ক্রীড়াবিদ নিয়োগ

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কে ক্রীড়াবিদ পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে:

পোস্টের নাম	শূন্য পদ
আধিকারিক (ক্রীড়াবিদ)	17
ক্লারিকাল স্টাফ (ক্রীড়াবিদ)	51

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, শিক্ষাগত ও ক্রীড়াগত যোগ্যতা ইত্যাদি), প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ সহ বিজ্ঞাপন নং. **CRPD/SPORTS/2024-25/07**-এর অধীনে অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার এবং অনলাইনে ফি প্রদানের লিঙ্ক ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://bank.sbi/web/careers/current-openings**-এ উপলব্ধ। প্রার্থীদের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন মনোযোগ সহকারে পড়তে বলা হচ্ছে এবং আবেদন করার ও ফি পাঠানোর আগে নিজেদের যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

- অনলাইন আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: **24.07.2024** থেকে **14.08.2024** পর্যন্ত।

যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক **"CONTACT US"**-এ লিখে জানান।

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: 24.07.2024
মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

ছাদে শুকোতে দেওয়া বোমা উদ্ধার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩১ জুলাই : বাড়ির ছাদে জামাকাপড় শুকোতে দেওয়ার কথা সবার জানা। কিন্তু সেই ছাদে শুকোচ্ছে তাজা বোমা। ইসলামপুর থানার আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুবস্তি নয়াহাটের বাসিন্দারা বুধবার এমনই ঘটনার সাক্ষী হলেন। মহম্মদ সেলিম নামে একজনের বাড়ির ছাদ থেকে চারটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেলিমকে। বাড়িতে বোমা মজুতের কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সুপার জবি থমাস একথা স্বীকার করেছেন। উল্লেখ্য, আগডিমটিখন্তি থেকে কয়েক মাস আগে এক কিশোরকে দেশি পাইপগান সহ গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এই অঞ্চলে দুষ্কৃতীদের কাছে প্রচুর গোলাবারুদ মজুত আছে বলে প্রচার। বিষয়টি রাজ্যের শাসকদলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লকের সভাপতি জাকির হুসেন বলেন, 'ধৃতের পরিবারের লোকজন আমার কাছে এসে দাবি করেছেন, তাঁদের বাড়ির পাশের এক পরিত্যক্ত ঘর থেকে পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করেছে। ঘটনা যাই হোক, সঠিক তদন্ত করে পুলিশ প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করবে এটাই আমরা চাই। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

পাটাগড়া ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন সেলিমের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। পুলিশের টিম বাড়ির ছাদে উঠে দেখে সারি দিয়ে বোমা রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বোমাগুলি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করতে তৎপর হয় পুলিশ। এক আধিকারিক জানান, তীব্র গরমে যেভাবে সতেজ রাখতে বোমা শুকোতে দেওয়া হয়েছিল তাতে যে কোনও সময় বিস্ফোরণ ঘটে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে ইসলামপুর থানার মাটিকুন্ডায় তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে ব্যাপক গোলগুলি চলেছিল। ঘটনায় এক সিভিক ভলান্টিয়ার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ওই ঘটনায় মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত। পঞ্চায়েত ভোটে মাটিকুন্ডা-১ ও ২ ও আগডিমটিখন্তিতে ভোটারদের ভয় দেখাতে নানা এলাকায় গোলাবারুদের ব্যবহার হয়েছিল বলে অভিযোগ। ২০২৩ সালের শেষ দিকে ইসলামপুর থানার গোবিন্দপুরে বোমা বাঁধতে গিয়ে এক ব্যক্তির হাত উড়ে যায়। এনিয়েও কম রাজনৈতিক জলঘোলা হয়নি। এদিনের ঘটনায় ফের শিরোনামে এল আগডিমটিখন্তি। বোমাগুলি সেলিম বানিয়েছিল নাকি অন্যত্র সরবরাহের জন্য কিনেছিল, কারা দিয়েছিল, কেন মজুত করা হয়েছিল এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। যদিও পুলিশ সুপারের দাবি, তদন্ত শুরু হয়েছে। সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইসলামপুরের আগডিমটিখন্তিতে বাড়ির ছাদে সেই বোমা। বুধবার।

ধৃত এক

- বাড়ির ছাদে জামাকাপড় নয়, তীব্র রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে তাজা বোমা
- কালুবস্তি নয়াহাটে এক বাড়িতে হানা দিয়ে সেগুলি উদ্ধার করল পুলিশ
- তীব্র রোদের তাপে এগুলি ফেটে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে পুলিশের দাবি
- বাড়ির মালিক মহম্মদ সেলিমকে গ্রেপ্তার

ফের সক্রিয় তেল চুরির সিন্ডিকেট

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : কয়েক দিন আগের কথা। নিউ জলপাইগুড়ির ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি) সংলগ্ন এলাকা দিয়ে স্কুটারে পেট্রোল ভর্তি বোতল ব্যাগে নিয়ে যাচ্ছিলেন এক তরুণ। ফুলেশ্বরী আন্ডারপাসের কাছে ব্যাগ থেকে কয়েকটি বোতল রাস্তায় পড়ে যায়। তখন তরুণকে লক্ষ করে একজনকে বলতে শোনা যায়, 'আবার চালু হল নাকি?' তাঁর জবাব, 'প্রায় এক মাসের বেশি ব্যবসায় খুব ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। সামান্য পানের দোকান থেকে আর কত আয় হয়?' খোঁজ নিতেই জানা গেল, শিলিগুড়ির একটি পানের দোকান থেকে রোজ ২০-২২ লিটার দেদার বোতলবন্দি পেট্রোল বিক্রি হয়। লিটারে ২০ টাকা লাভে বিক্রি হয়।

নিউ জলপাইগুড়িতে কান পাতলেই শোনা যায়, বহুদিন ধরে নিউ জলপাইগুড়িতে অবৈধ তেল চুরির ব্যবসা চলছে। আইওসির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংকারগুলি থেকে তেল চুরিতে সক্রিয় বেশ কিছু সিন্ডিকেট। এদের বখরা নিয়ে এলাকায় অশান্তি নতুন নয়। মাস দেড়েক আগে নিউ জলপাইগুড়িতে অবৈধ তেল সিন্ডিকেট ও জুয়ার বখরা নিয়ে খুন হয়েছিলেন কালীপদ রায় ওরফে গোলে। স্থানীয়দের অন্তত এমনই দাবি। তখনই এলাকা অশান্ত হওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় তেল সিন্ডিকেটের কারবার। কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ফের সক্রিয় হয়েছে সিন্ডিকেট। এনিয়ে পুলিশের কাছে কোনও তথ্য নেই বলে কার্যত স্বীকার করেছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন-১) দীপক সরকার। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এলাকা সূত্রে খবর, শেষ ১০-১৫ দিনে আইওসি সংলগ্ন এলাকায় পাঁচ থেকে ছ'টি সিন্ডিকেট চালু হয়েছে। খুন হওয়া গোলের সিন্ডিকেটটিও খুলতে শাগরেদরা তৎপর হয়েছে। আগামী ২-১ দিনের মধ্যেই সেই সিন্ডিকেট খুলে যাবে বলে চক্রে জড়িতদের দাবি। পাগলা, শ্যামল, নীরেন, বুড়া, গোদলা, মিন্টু, মিতেন, বিশ্বজিৎ সহ অনেকেই সিন্ডিকেটচক্রে যুক্ত। গোলে খুনে নাম জড়িয়েছিল আনন্দ, উৎসব, বিষ্ণু রায় নামে তিন ভাইয়ের। দীর্ঘদিন ফেরার থাকার পর জলপাইগুড়ি আদালতে আত্মসমর্পণ করে তারা। পরে অন্য আর এক অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালতের নির্দেশে বর্তমানে তারা সবাই জলপাইগুড়ির জেলে বন্দি।

বোল্ডার পাচারে ধৃত এক

নকশালবাড়ি, ৩১ জুলাই : ডাম্পারের নম্বর প্লেট নেই। তাতে করেই বোল্ডার পাচারের চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ি থানা সংলগ্ন পানিঘাটা মোড়ে আসতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল বোল্ডারবোঝাই ডাম্পার সহ চালক।

জানা যাচ্ছে, বৈধ নথিপত্র ছাড়াই বালাসন থেকে বোল্ডার তুলে ওই ডাম্পারে করে তা বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পানিঘাটা মোড়ে আসতেই ডাম্পার সহ চালককে আটক করে নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ডাম্পারে কোনও নম্বর প্লেট ছিল না বলে পুলিশের দাবি। ধৃত চালকের নাম মহম্মদ শরিফ, সে উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে বালাসন সংলগ্ন দুধিয়া এলাকা থেকে বড় বড় বোল্ডার তুলে পাচারের অভিযোগ উঠছে। বালাসনের এই বড় বড় পাথর দেখতে প্রচুর সংখ্যক পর্যটক এলাকায় ভিড় জমান। তবে এভাবে দিনের পর দিন পাচার হতে থাকলে সেই পাথর খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

সাহিত্য অকাদেমি

পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের যুব পুরস্কার ২০২৫-এর মনোনয়নের জন্য অকাদেমি স্বীকৃত ২৪টি ভারতীয় ভাষার লেখক ও প্রকাশকদের বই জমা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। লেখকদের বয়ঃসীমা (১ জানুয়ারি ২০২৫-এ) সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে ৫০,০০০ টাকাও। প্রতিটি বইয়ের সঙ্গে জন্মের প্রমাণপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেট-এর প্রত্যয়িত নকল জমা দেওয়া অত্যাবশ্যক। অন্যথায় কোনো বই মনোনয়নের জন্য দেওয়া অত্যাবশ্যক। অন্যথায় কোনো বই মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হবে না। বই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ২০২৪। পুরস্কার সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অকাদেমির ওয়েবসাইট www.sahitya-akademi.gov.in -এ দেওয়া যুব পুরস্কারের নিয়মাবলী।

স্বাক্ষর
(সচিব)
সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী

CBC-09104/12/002/2425

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা পলাশ ভুঁইয়া - কে 30.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84A 75885 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার এবং আমার পরিবারের জন্য খুবই আনন্দদায়ক মুহূর্ত ছিল, যখন আমরা জানতে পারলাম, আমি যে ডিয়ার লটারির টিকিটটি কিনেছি তাতে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এই রকম একটি সুযোগ প্রদান করার জন্য। আমি আন্তরিকভাবে ডিয়ার লটারিকে অভিনন্দন জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

বিধানসভায় শিলিগুড়ির জল নিয়ে সরব শংকর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : কেন শহরবাসীকে দূষিত জল পান করানো হল, বুধবার বিধানসভা অধিবেশনে প্রশ্ন তুলে দিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ।

পুরনিগমের সরবরাহ করা মহানন্দার দূষিত জল পান করতে নিষেধ করেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন শংকর। তাঁকে ফোনে ধরা হলে তিনি বলেন, 'বেশ কয়েকদিন ধরে শহরবাসীকে দূষিত জল সরবরাহের পর তা পানের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন মেয়র। তাহলে কি ফুলবাড়ির ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে প্রত্যেকদিন পানীয় জল পরীক্ষা করা হয় না? এই প্রশ্ন তুলে ধরে বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে জবাব চেয়েছি। তিনি তার সদুত্তর দিতে পারেননি।'

এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'যা বলার বিধানসভায় বলেছি।'

পুরনিগমের সরবরাহ করা পানীয় জল নিয়ে শহরবাসীর অভিজ্ঞতা ঠিক কেমন ছিল, তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। চলতি বছর মে মাসে মহানন্দার জল দূষিত বলে ঘোষণা করে তা পান না করার অনুরোধ জানান মেয়র। যা নিয়ে শহরের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।

দূষণের যে সময়কালের কথা মেয়র বলেছিলেন, সেসময় শহরের সর্বত্র পুরনিগমের তরফে জল সরবরাহ করা হয়। দূষণের কথা না জেনেই তা পান করেন শহরবাসী। এমনকি দূষণের প্রমাণ মেলার পরেও জল সরবরাহ করেছিল পুরনিগম। এই সমস্ত বিষয় এদিন বিধানসভায় তুলে ধরেছেন বলে দাবি শংকরের।

তিনি আরও বলেন, 'পুরনিগম যেমন দায়িত্ব এড়াতে পারে না, তেমনই ওই পরিস্থিতির জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ওপরেও দায় বর্তায়। কারণ

> বেশ কয়েকদিন ধরে শহরবাসীকে দূষিত জল সরবরাহের পর তা পানের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন মেয়র। তাহলে কি ফুলবাড়ির ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে প্রত্যেকদিন পানীয় জল পরীক্ষা করা হয় না? এই প্রশ্ন তুলে ধরে বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে জবাব চেয়েছি। তিনি তার সদুত্তর দিতে পারেননি।
>
> **শংকর ঘোষ,** *বিধায়ক*

ফুলবাড়ির ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ওই দপ্তরের অধীন।'

ওই পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে চিঠি দিয়েও উত্তর পাননি বলে অভিযোগ বিধায়কের। 'চিঠির জবাব না পাওয়ার জন্যই বিষয়টি মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিধানসভায় তুলেছি' বলে জানিয়েছেন শংকর।

ভাই খুনে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : ভাইকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল দাদার বিরুদ্ধে। কয়েকদিন ফেরার থাকার পর অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল দাদা মধুসূদন পাল। বুধবার এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন সেতুর নীচ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। গত শুক্রবার বিবাদের জেরে আরবিন্দপল্লির তালতলা এলাকার বাসিন্দা পিন্টু পালের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে পালিয়ে যায় তাঁর দাদা মধুসূদন। এরপর পরিবারের সদস্যরা পিন্টুকে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। শনিবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। পিন্টুর ওপর কেন হামলা চালিয়েছিল মধুসূদন, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

খোলা হল হোর্ডিং

চোপড়া, ৩১ জুলাই : চোপড়া থানা এলাকায় জাতীয় সড়কে থাকা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হোর্ডিং খুলে ফেলা হল। এমনকি ব্যক্তিগত হোর্ডিংগুলিও খুলে দিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। বুধবার বিডিও সমীর মণ্ডল এবং পুলিশের উপস্থিতিতে আর্থমুভার দিয়ে বেশ কয়েকটি হোর্ডিং খোলা হয়। পাশাপাশি এদিন প্রশাসনের উদ্যোগে মাইকিং করে জাতীয় সড়কের ধারে থাকা দোকানগুলি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। নির্দেশ না মানলে শীঘ্রই উচ্ছেদ অভিযানে নামবে প্রশাসন।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : ফাঁকা বাড়ির সুযোগ কাজে লাগিয়ে গয়না, নগদ, বাসনপত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে চম্পট দিল চোর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চয়নপাড়া এলাকায়। প্রতিদিনের মতো সেদিনও কাজে গিয়েছিলেন বাড়ির মালকিন। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ তিনি ফিরে এসে দেখেন, দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকতেই বুঝতে পারেন, চুরি হয়েছে। যদিও ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

প্রায় দেড় দিন পর উড়ল বিমান

বাগডোগরা, ৩১ জুলাই : মঙ্গলবার যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে স্পাইসজেটের দুটি উড়ান বাতিল করা হয়। বুধবার সেসব মেরামত করে বাগডোগরা থেকে দুপুর আড়াইটা নাগাদ দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিতে সক্ষম হয় বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের এক আধিকারিক জানান, দুটি উড়ান ত্রুটি সারিয়ে দিল্লির উদ্দেশে উড়ে গিয়েছে। স্পাইসজেট এদিন ত্রুটি সারিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেলেও এর পরিষেবা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছেই। প্রায় প্রতিদিন দেরিতে উড়ান যাতায়াত, বাতিল হওয়ার পাশাপাশি বিমান বিভ্রাটের ঘটনা। এসবের পর যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে স্পাইসজেটের কর্মীদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যাত্রীদের কাছ থেকে। মঙ্গলবার সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। তার রেশ ছিল বুধবার দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত।

চন্দ্রা শংকর নামে সিকিমের এক যাত্রী বুধবার বলেন, 'গতকাল সকাল থেকেই দিল্লি যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু সিকিউরিটি চেক করে ভিতরে বসিয়ে রাখা হয়। বলা হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছাড়বে। রাত ১০টায় বলা হয়, এখনও কিছু মেরামত হয়নি। তাই উড়ান বাতিল করা হচ্ছে। এখন আপনারা শিলিগুড়ি গিয়ে হোটেলে থাকুন। সকালে যেতে পারবেন। বুধবারও সকাল থেকে বসিয়ে রেখে দুপুর আড়াইটায় রওনা দিল। এভাবে যাত্রীদের হয়রান কেন করা হয়। টাকা দিয়ে টিকিট কেটে পরিষেবা কেন পাব না।'

সুমন আগরওয়াল নামে আরেক যাত্রী ক্ষোভ উগরে দেন। বলেন, 'এই সংস্থার উড়ানে আর কখনও টিকিট কাটব না।' কারণ জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'নিরাপত্তার কোনও বালাই নেই। তাছাড়া সিকিউরিটি চেক করে ভিতরে ঢোকার পরে বাইরে বের হতে দেওয়া হয় না। শিশু ছিল সঙ্গে। সারাদিন ভিতরে থাকতে হলে খাবার নিয়ে সমস্যা হয়। খাবারের অতিরিক্ত দাম। মনে হয়, জেলবন্দি হয়ে রয়েছি।'

বুধবার স্পাইসজেটের কোনও কর্মীই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাননি। তবে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এয়ারপোর্ট অথরিটির এক আধিকারিক জানান, স্পাইসজেট চলাচলের ওপরে বিধিনিষেধ জারি করা উচিত। কারণ এভাবে যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করে উড়ান চলাচল করা ঠিক নয়। বিমান সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে নেপালের মতো পরিণতি হতে পারে।

কাজের ফাঁকে মাঠের জমা জলে মাছ ধরার ব্যস্ততা। ইসলামপুরের বলঞ্চায় সুদীপ ভৌমিকের তোলা ছবি।

শোকজের চিঠি প্রত্যাহার

কর্মী অসন্তোষে পিছু হটল পুরনিগম

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : কর্মীদের অসন্তোষ চরমে। তাই শোকজের চিঠি দিয়েও কার্যত তা 'প্রত্যাহার' করে নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই শোকজ নোটিশ নিয়ে যেমন বিরোধীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, শাসকদলের কর্মী সংগঠনও বেজায় ক্ষুব্ধ ছিল পুর কর্তৃপক্ষের উপর। সেই কারণে ভবিষ্যতে সময়মতো অফিসে আসার নির্দেশ দিয়ে বুধবার ফের নোটিশ জারি করেছেন পুর কমিশনার শেরিং ওয়াই ভুটিয়া।

পুরনিগমে দেরিতে আসার কারণে ১৮৭ কর্মীকে শোকজ করেছিলেন কমিশনার। কিন্তু অধিকাংশ কর্মী শোকজের জবাব দিলেও তাঁরা কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এমনকি আইএনটিটিইউসি প্রভাবিত কর্মী সংগঠন শিলিগুড়ি পুর কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষের প্রতিক্রিয়া, '৩৭ বছর ধরে চাকরি করার প্রতিদান পেলাম শোকজের চিঠি পেয়ে।'

গত ১৮ জুলাই অফিসের ঢোকার নির্দিষ্ট সময়ে পুরনিগমে এসেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। অফিসে এসে তিনি পুরকর্মীদের উপস্থিতির হার দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, কর্মী না থাকলেও অনেক ঘরে ফ্যান, এসি চলতে থাকায় এবং লাইট জ্বলে থাকায় বিরক্ত হন মেয়র। সময় পেরিয়ে গেলেও কেন কর্মীরা অফিসে আসবেন না, উপস্থিত কর্মীদের কাছেই প্রশ্ন রাখেন। কোন বিভাগের কোন কর্মী নির্ধারিত সময়ের পরও অনুপস্থিত তার একটি তালিকাও তৈরি করে পরবর্তীতে দেওয়া হয় পুর কমিশনারের কাছে। সেইমতো কমিশনার ১৮৭ কর্মীকে দেরিতে আসার কারণ দর্শাতে বলেন। ইতিমধ্যেই সিংহভাগ কর্মী শোকজের উত্তর দিলেও কিছু কর্মীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। গত ২৯ জুলাই সিটু অনুমোদিত শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে মেয়রকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সেখানে মেয়রের কাছে আবেদন করা হয়, অবিলম্বে যেন শোকজের চিঠি প্রত্যাহার করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক অরুণাভ দত্তর বক্তব্য, 'এই ধরনের আঘাত কর্মচারীদের কাজের প্রতি ভালোবাসায় প্রভাব ফেলছে।'

> **কী ঘটনা**
>
> - দেরিতে আসায় ১৮৭ কর্মীকে শোকজ করেছিল পুরনিগম
> - শোকজ করা হয়েছিল তৃণমূল প্রভাবিত কর্মী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদককেও
> - এতজনকে শোকজ করায় কর্মীদের মধ্যে চূড়ান্ত অসন্তোষ তৈরি হয়
> - কর্মী অসন্তোষের জেরেই চিঠি প্রত্যাহার করে নিল পুরনিগম

পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত পুর কর্মচারী সংগঠনও। বিশ্বময় এদিন বলেছেন, 'আমি সকাল ৯টা থেকে ফিল্ডে ডিউটি করছিলাম। কিন্তু তবু আমাকে শোকজ করা হয়। অফিসে আসতে সাড়ে ১১টা হয়ে গিয়েছিল। তবে শোকজের উত্তরও দিয়েছি। খুব দুঃখের, আমাদের অনেকেরই অফিস থেকে বের হতে রাত ৭টা, সাড়ে ৭টা হয়ে যায়। তার জন্য কিন্তু কোনও ওভারটাইম পাই না।' বিশ্বময়ের কথায়, 'শোকজের চিঠিতে বলা হয়েছিল আমাদের বেতন কাটা হবে। সরকারি আইনে রয়েছে, তিনদিন দেরিতে এলে একদিনের ছুটি কাটা যেতে পারে। বেতন কাটা যায় না।'

আইএনটিইউসি অনুমোদিত শিলিগুড়ি পুর কর্মচারী কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দাস রায় শোকজ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।পুর কমিশনার শেরিং ওয়াই ভুটিয়া বলছেন, 'বেশিরভাগ কর্মীই শোকজের উত্তর দিয়েছেন। ওইদিন প্রায় সকলেই অফিসে এসেছিলেন। কাজও করেছিলেন। তবে আসতে দেরি হয়েছে। আমরা সবাইকে ফের একবার সতর্ক করেছি।'

নেপাল থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা

আইভরি কোস্টের নাগরিক গ্রেপ্তার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩১ জুলাই : রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে সীমান্তে ধরা পড়ল দিদিয়ের দ্রোগবার দেশ আইভরি কোস্টের নাগরিক ডি লেকপাহি সাইরা। মঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত লালিজোত এলাকায় মেচি নদী দিয়ে নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে সে। সীমান্ত পারাপারে তাকে সহযোগিতা করে নেপালের বাসিন্দা অরুণ লিম্বু। তাকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েকবছর আগে ফুটবল খেলতে নেপালে এসেছিল লেকপাহি। এরপর সেদেশের বিভিন্ন ক্লাবে খেপ খেলে টাকা রোজগার করত। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে এমনটাই জানিয়েছে সে।

তবে হঠাৎ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতে গেল কেন? এপ্রশ্নের জবাবে লেকপাহি ব্যাখ্যা দিয়েছে, ভারতের ভিসা পেতে অনেক সময় লাগে, সমস্যা হয়। তার উপর বিস্তর খরচ। শুধুমাত্র ফুটবল খেলার তাগিদেই নাকি সে একাজ করেছে। যদিও সীমান্ত পারাপারের পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তারা যখন রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পারাপারের চেষ্টা করছিল, তা ৪১ এসএসবি জওয়ানদের নজর এড়ায়নি। সঙ্গে সঙ্গে তাদের আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন জওয়ানরা। পরে ধৃতদের নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাচ্ছে, ওই রাতে নকশালবাড়িতে থেকে এদিন সকালে শিলিগুড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ধৃত ফুটবলার। অরুণ তাকে বাসে তুলে দিয়ে ফের ওই পথে নেপাল ফিরে যেত বলে খবর। সূত্র জানিয়েছে, ওই ফুটবলারের সঙ্গে ভারতের একটি ক্লাবের হয়ে খেপ খেলার জন্য প্রাথমিকভাবে কথাবার্তা চলছিল।

সীমান্তে ধৃত ফুটবলারকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বুধবার।

> **রুট একই**
>
> - অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে সীমান্তে আটক আইভরি কোস্টের নাগরিক
> - সীমান্ত পারাপারে তাকে সহযোগিতা করে নেপালের এক বাসিন্দা, সেও ধৃত
> - ধৃত আইভরি কোস্টের নাগরিক নেপালে কয়েক বছর ফুটবল খেলেছে
> - সীমান্ত পারাপারে বারবার লালিজোতের রুট ব্যবহারে উঠছে প্রশ্ন

অরুণ টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার করানোর কাজ করত বলে জানা গিয়েছে।

লেকপাহি ফ্রেঞ্চ বাদে অন্য কোনও ভাষায় কথা বলতে না পারায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে পুলিশকে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হচ্ছে। তবে পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দোভাষীর ব্যবস্থা করা হতে পারে।উল্লেখ্য, এবছর ১২ ফেব্রুয়ারি একই রকম ঘটনার কারণে শিরোনামে উঠে এসেছিল লালিজোতের এই রুট। সেবারও অবৈধভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে সাদিও মানের দেশ সেনেগালের নাগরিক আবদুল্লা আবুবাকর নামে এক ফুটবলারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে সীমান্ত পারাপারে সহযোগিতা করে বিহারের বাসিন্দা মুকেশ ঠাকুর। তাকেও আটক করে পুলিশ। ফের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সীমান্ত পারাপারে বারবার ওই একই রুট কেন ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে এখন বিভিন্ন প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

দলনেতার বিরুদ্ধে জেলা শাসককে নালিশ প্রধানের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হয়ে এবার পালটা অভিযোগে সরব হলেন বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদ। দলীয় নেতা প্রধান হেমব্রমের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি জেলা শাসক সহ প্রশাসনের নানা স্তরে চিঠি লিখে নালিশ জানিয়েছেন সমিজুদ্দিন।

প্রশাসনকে লেখা চিঠিতে তাঁর দাবি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে তিনি কোনওভাবেই জড়িত নন। জেলা শাসককে তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে পূর্ণ সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেন ওই নেতা। পাশাপাশি অভিযোগকারী দলীয় নেতা প্রধান হেমব্রমের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও চিঠিতে উল্লেখ করেন তিনি।

কয়েকদিন আগে বিন্নাগুড়ির প্রধান সমিজুদ্দিন, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিজয় দাস সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ তোলেন হেমব্রম। তাঁর অভিযোগ, সমিজুদ্দিন ও অন্যরা মিলে প্রায় ৭৫ কোটি টাকার জমি দুর্নীতি করেছে। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ সমিজুদ্দিনরা। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি, 'যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন আমি প্রধান ছিলাম না। এখন রাজনৈতিক কারণে আমার বদনাম করা হচ্ছে।' বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য বিজয় দাসের স্ত্রী বন্দনা গত বোর্ডে পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিজয়ের বক্তব্য, 'এলাকার সরকারি জমি কেনাবেচা রুখতে আমরাই বারবার রুখে দাঁড়িয়েছি। জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার স্ত্রী ২০২১-২০২২ সালে ব্লক, মহকুমা, জেলা প্রশাসন সহ পুলিশকেও একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।' বক্তব্যের সপক্ষে সেই সময়ের লেখা বেশ কিছু অভিযোগপত্রও তুলে ধরেন তাঁরা।

ঘটনায় 'সম্মানহানি হয়েছে' দাবি করে এ বিষয়ে ফের ব্লক সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর ও রাজগঞ্জের বিধায়ককে চিঠি লেখেন বিন্নাগুড়ির প্রধান। বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'জমি সংক্রান্ত বিষয়ে যার যা অভিযোগ প্রশাসনকে জানাক। প্রশাসন তদন্ত করবে।' প্রধান হেমব্রম অতীতে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটার প্রধান ছিলেন। বর্তমানে তিনি তৃণমূলের এসসি-এসটি-ওবিসি সেলের নেতা হিসেবে পরিচিত। হেমব্রমের অভিযোগ উড়িয়ে তাঁর সংগঠনের কিছু কর্তা জমি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত বলে তাঁর পালটা দাবি।

ফেরা।। সিঙ্গুরে ছবিটি তুলেছেন কলকাতার অরিন্দম ভট্টাচার্য।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রেস্তোরাঁয় আগুন

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : দার্জিলিংয়ের টিএন রোডের একটি রেস্তোরাঁয় আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার সকালে দার্জিলিং পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের টিএন রোডের ওই রেস্তোরাঁয় আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু রেস্তোরাঁর ভেতরের সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। কীভাবে আগুন লাগল, দমকল তা খতিয়ে দেখছে।

অভিযান

বাগডোগরা, ৩১ জুলাই : নদীঘাট বন্ধ। তবুও মহকুমাজুড়ে চলছে নদী লুট। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বুধবার মাটিগাড়া থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বালি-পাথরবোঝাই একটি ছোট ট্রাক ও একটি ডাম্পার আটক করে। দুটি গাড়ির চালককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

চোপড়া, ৩১ জুলাই : চোপড়া কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবিকে বুধবার ফের ইসলামপুর আদালতে তোলা হল। জেসিবিকে হেপাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফের একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

তরুণীর ঝুলন্ত দেহ

খড়িবাড়ি, ৩১ জুলাই : এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বুধবার। ঘটনায় শোকের ছায়া খড়িবাড়ির বাতাসির জীবনসিংজোত এলাকায়। মৃতের নাম সম্পা ব্যাপারী (২৯)। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্পা বেশ কয়েক বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। তাঁরা দুই বোন। মঙ্গলবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর দুজনে ঘুমিয়ে পড়েন। বুধবার সকালে উঠে তাঁর বোন সম্পাকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এরপর রান্নাঘরে সম্পার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সিসিটিভিতে নজরদারি

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরে বাড়ছে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য। সেইসঙ্গে বাড়ছে অপরাধমূলক কার্যকলাপ। এমন পরিস্থিতিতে অপরাধ রুখতে কেন্দ্রীয়ভাবে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে গোটা শহরে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুজোর আগেই তা চালু হবে বলে খবর। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর জানিয়েছেন, কোথাও কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কিংবা কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপ হলে, সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য, মদ্যপদের হুজ্জতি রুখতে ইতিমধ্যে অলিগলিতে পুলিশি টহল শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। কমিশনারের সংযোজন, 'আমরা পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষকে নিয়ে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে বৈঠক করব।'

রাতের শিলিগুড়িতে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বাড়ছে। কখনও ভাঙা হচ্ছে গাড়ি, আবার কখনও নাকের ডগা থেকে দুষ্কৃতীরা ছিনতাই করে পালিয়ে যাচ্ছে। সেবক রোডের অধিকাংশ সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো থাকায় সমস্যা খানিকটা বেড়েছে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে সমস্যা হচ্ছে। এদিন এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে বিষয়টা

শিলিগুড়ি

স্বীকার করে নেন পুলিশ কমিশনার। তিনি বলছিলেন, 'রাস্তা সম্প্রসারণের কাজের সময় কিছু জায়গায় তার ছিঁড়ে গিয়েছে।'

সম্প্রতি চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় গভীর রাতে কথা কাটাকাটির জেরে দুইপক্ষের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হন। পরবর্তীতে ভক্তিনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়েরও হয়। রবিবার রাতে রেষারেষি, পরবর্তীতে বচসার জেরে গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। তা নিয়ে শোরগোল পড়েছিল পোকাইজোতে। এই পরিস্থিতিতে রাতে টহলদারি বাড়ানোর দাবি উঠেছে। সেই কারণে অলিগলিতে নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করছে পুলিশ। আর এসবের সূত্রেই এসেছে সিসিটিভি প্রসঙ্গ। শহরের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু জায়গায় রয়েছে সিসিটিভি। কিন্তু সেগুলির বেশ কয়েকটি অকেজো থাকায় গত কয়েকদিনে বিভিন্ন ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশকে হোঁচট খেয়েছে। অপরাধ রুখতে ও দুষ্কৃতীদের দ্রুত চিহ্নিত করতে এবার কেন্দ্রীয়ভাবে সিসিটিভি ক্যামেরার মনিটরে নজর রাখা হবে। একটি জায়গা থেকেই শহরের সবক'টি সিসিটিভিতে নজরদারি চালানো হবে।

টোটোর অবৈধ শোরুমে অভিযান

ইসলামপুর, ৩১ জুলাই : ইসলামপুরে অবৈধভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে টোটোর শোরুম। মাঝেমধ্যেই এমন অভিযোগ শোনা যেত। এবার সেই সমস্ত শোরুমে অভিযান চালাল মহকুমা প্রশাসন। বুধবার ইসলামপুরে রাজ্য সড়কের দু'পাশে শহর এবং শহর সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকা টোটোর শোরুমগুলিতে অভিযান চালানো হল।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক শোরুমের মালিক ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে পারেননি। যার ফলে সেই সমস্ত শোরুম সিল করে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটিশের মাধ্যমে শোরুমের মালিকদের ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে বৈধ কাগজপত্র সহ মহকুমা প্রশাসনের দপ্তরে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ রয়েছে ওই নোটিশে। সময়ের মধ্যে নির্দেশ না মানলে প্রশাসনের তরফে আইনি পদক্ষেপ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন কলেজ মোড়, তিস্তা মোড়, আশ্রমপাড়া মোড়, কৃষক বাজার সংলগ্ন এলাকায় টোটোর শোরুমগুলিতে অভিযান চালানো হয়। ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আবদুল শাহিদ বলেন, 'মহকুমার পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা এদিন শোরুমগুলিতে অভিযান চালিয়েছেন। ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের বৈধ কাগজপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে।'

ধৃত আরও ২

চোপড়া, ৩১ জুলাই : সম্প্রতি চোপড়া থানার আমতলা গ্রামে আসামি ধরতে গিয়ে হামলার মুখে পড়ে পুলিশ। সেই ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে জাহিদা ও মসিবুল রহমানকে বুধবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এনিয়ে হামলার ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ছয়। তবে মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

মাফিয়াদের নজরে কৃষকসভার জমি

খড়িবাড়ি, ৩১ জুলাই : খড়িবাড়ি ব্লকের বাংলা-বিহার সীমানার চক্করমারিতে জমি-হাঙরদের নজরে এবার সিপিএমের কৃষক সংগঠনের কার্যালয় তৈরির জন্য সংরক্ষিত জমি! চক্করমারি-সিঙ্গিয়াজোত রাজ্য সড়কের পাশে বিবেকানন্দপল্লিতে সারা ভারত কৃষকসভার কার্যালয় তৈরির জন্য একটি সরকারি জমি গত ২৫ বছর ধরে সংরক্ষিত রয়েছে। জমিটি একসময় বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে বাঁশের বেড়া ভেঙে যাওয়ায় জমিটি অসংরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল। সংগঠনের দাবি, রাজ্যে পালাবদলের পর আর কার্যালয় তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে ওই এলাকায় জমির দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ওই জমির উপর জমি মাফিয়াদের নজর পড়ে বলে অভিযোগ।

সংগঠনের খড়িবাড়ি ব্লক সম্পাদক ধরণীমোহন দাস মঙ্গলবার রাতে খড়িবাড়ি থানায় সংগঠনের জমি দখলের অভিযোগ জানান। তিনি বলেন, 'বিবেকানন্দপল্লিতে সংগঠনের তিন কাঠা জমি বেশ কিছুদিন ধরে অসংরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। জমি মাফিয়াদের একটি চক্র গত ২৮ জুলাই সেই জমিতে দুই ট্রাক্টর বালি-পাথর ফেলে জমিটি দখলের পরিকল্পনা করে। বিষয়টি স্থানীয় নেতৃত্বের নজরে আসতেই সোমবার সেখানে দলীয় ঝান্ডা লাগানো হয়।' এরপরই জমি মাফিয়ারা নানাভাবে হুমকি দিতে থাকে বলে অভিযোগ। সিপিএমের খড়িবাড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক বাদল সরকারের অভিযোগ, জনৈক অনিল রায় সংগঠনের ব্লক কমিটির সদস্য জগদীশ সিকদারকে ঝান্ডা তুলে ফেলতে বলেন। কিন্তু না তোলায় জগদীশ সিকদারের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। তিনি জানান, পুলিশের কাছে এবিষয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এলাকার জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত অনিল রায়ের কথায়, 'কোনও জমি দখল করা হয়নি। কিংবা কাউকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়নি।' তাঁর দাবি, জমিটি কৈলাস রায় ও রামবিলাস রায়ের। তাঁরাই জমিতে বালি-পাথর ফেলতে বলেছিলেন। তাই সেখানে ট্র্যাক্টরে করে বালি-পাথর এনে ফেলা হয়েছে। অনিল বলেন, 'আমি বালি-পাথরের ব্যবসা করি। তাই, ওখানে অর্ডারের পর বালি ফেলেছি।' অনিলের পালটা দাবি, সিপিএম থেকেই নাকি তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনিও খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন বলে জানান। বুধবার এপ্রসঙ্গে খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, দুই পক্ষেরই অভিযোগ মিলেছে। পুলিশ তদন্ত করেছে।

রেঞ্জারদের ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বিশ্ব ফরেস্ট রেঞ্জার দিবসে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন রেঞ্জাররা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হলেও সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের কোনওরকম সম্মাননা দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। চোরাকারবারিদের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক সরঞ্জাম বা গাড়িও তাঁদের নেই। বুধবার ফরেস্ট রেঞ্জার ডে'র সভা থেকে এমনই একাধিক অভিযোগ উঠল। এই বিষয়ে ফরেস্ট রেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তরুণকুমার মিশ্রর বক্তব্য, 'সত্যি বলতে কী আমরা ভগবানের ভরসায় কাজ করি। বিদেশে যেভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় আমাদের রাজ্যে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। বহু সহকর্মীই কর্মরত অবস্থায় বন্যপ্রাণীর হানায় প্রাণ দিয়েছেন।' এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভির বক্তব্য, 'সংগঠন থেকে সমস্ত দাবি আমাদের জানানো হয়েছে। আমরা সেটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

ডোক নদীর গ্রাসে শ্মশান ও কবরস্থান

চোপড়া, ৩১ জুলাই : শ্মশান ও কবরস্থান নদীগর্ভে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন স্থানীয়রা। চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। বাসিন্দাদের বক্তব্য, নারায়ণপুর, আমবাড়ি এলাকায় বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। ডোক নদী থেকে অবৈধভাবে যথেচ্ছ হারে বালি তোলা হচ্ছে। যার জেরে পাড়ভাঙন শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এর জেরে শ্মশান ও কবরস্থান নদীগর্ভে চলে যেতে পারে। সেই কারণে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয়রা। বুধবার তাঁরা চোপড়ার বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপাকে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দিয়েছেন। বিএলএলআরও-র বক্তব্য, 'অভিযোগ পেয়েছি। এলাকায় গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

নারায়ণপুর, আমবাড়ি এলাকায় ডোক নদীর পাড়ে পাশাপাশি রয়েছে কবরস্থান ও শ্মশানঘাট। সেখান থেকে কাছেই অবৈধভাবে ঘাট বানিয়েছে বালি মাফিয়ারা। মেশিনের সাহায্যে প্রায় সারাবছর নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে বলে

অবৈধভাবে বালি তোলার জের

বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁরা বলছেন, লাগাতার বালি তোলার ফলে ডোকের পাড় ভাঙছে। চলতি বর্ষায় ইতিমধ্যে নদী গিলেছে জমির ফসল ও চা বাগান। এছাড়া কবরস্থান ও শ্মশানঘাটের একাংশও ডোকের গর্ভে বিলীন হয়েছে। যেভাবে নদী পাড় ভেঙে এগিয়ে আসছে, তাতে স্থানীয়দের আশঙ্কা, এখনই প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা না হলে পুরোটাই নদীগর্ভে বিলীন হতে পারে। এলাকার চারটি গ্রামের মানুষ শেষকৃত্যের জন্য ওই কবরস্থান ও শ্মশানঘাট ব্যবহার করেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা পাবন রায় বলেন, 'শ্মশানঘাটের একাংশ ইতিমধ্যে নদীগর্ভে। ওই এলাকা থেকে অবাধে বালি তোলা নিয়ে এর আগে বহুবার আপত্তি জানিয়েছি। কিন্তু লাভ হয়নি।' একই বক্তব্য অপর বাসিন্দা আবদুল করিমের। স্থানীয়রা এদিন লিখিতভাবে ব্লক প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানিয়েছেন। পাশাপাশি মহকুমা প্রশাসনের নজরেও আনা হয়েছে। বিডিও সমীর মণ্ডল বলছেন, 'স্থানীয়রা চিঠি দিয়েছেন। বিষয়টি পুলিশ ও বিএলএলআরও-কে জানিয়েছি।'

নারায়ণপুরে নদীভাঙনের জেরে শ্মশান ও কবরস্থানের অস্তিত্ব সংকটে।

পিএইচডির ছাড়পত্র

হাইকোর্টের নির্দেশে পিএইচডি করার ছাড়পত্র পেলেন এক প্রাথমিক শিক্ষক। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে তালিকাভুক্তিকরণে নথি জমা দিতে পারবেন ওই শিক্ষক।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বুধবার পিকনিক গার্ডেনে একটি ফ্ল্যাটে এক তরুণীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এক তরুণের সঙ্গে তিনি লিভ-ইন করতেন। ওই তরুণই থানায় খবর দেন। তদন্ত করছে পুলিশ।

মামলা

জামাইকে জাত তুলে গালি দেওয়ায় শ্বশুরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে চার্জশিট দেয় পুলিশ। জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। হাইকোর্টের দ্বারস্থ শ্বশুর। আর্জি খারিজ হাইকোর্টের।

অধরা প্রেমিক

রিজেন্ট পার্কে মুখবন্ধ বস্তায় উদ্ধার হওয়া নাবালিকার মৃতদেহের পরিচয় জানল পুলিশ। ঘটনায় প্রেমিকের হাত রয়েছে কিনা, তদন্ত চলছে। অধরা প্রেমিক।

তৃণমূলের প্রস্তাবে আলোচনায় বিজেপি-ও

ন্যায় সংহিতার প্রতিবাদ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ জুলাই : কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল ২০২৩ সহ তিনটি বিলের প্রতিবাদে বুধবার বিধানসভায় প্রস্তাব আনল তৃণমূল। এই তিনটি বিল ভারতীয় সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে বলে অভিযোগ তুলেছে শাসকদল। এই নিয়ে এদিন বিধানসভায় প্রায় দেড়ঘণ্টা আলোচনা চলে। শাসকদলের পক্ষে থেকে প্রস্তাব আনেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ ও বিধায়ক অশোককুমার দেব। বিজেপির পক্ষ থেকে এই আইনকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ, অম্বিকা পাল ও অরূপ দাস। এই নিয়ে বিধানসভায় এদিন তীব্র বাগবিতণ্ডা হয়। রাজ্যের শাসকদলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিল ২০২৩ ও ভারতীয় সাক্ষ্য বিল ২০২৩ কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে পাশ করিয়েছে। আইপিসি ১৮৬০, সিআরপিসি ১৯৭৩ ও ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৮৭২-কে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

> এই তিনটি আইন ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী। আমরা এই বিষয়ের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এই আইনের বিপক্ষে।
>
> **মলয় ঘটক** *আইনমন্ত্রী*

ইতিমধ্যেই এই বিল নিয়ে একটি রিভিউ কমিটি তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে পাঁচজনের কমিটিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার রয়েছেন। ওই কমিটি দ্রুত বৈঠক করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাবে। কমিটিকে বৈঠকে বসতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিল নিয়ে মমতা তাঁর ক্ষোভের কথা আগেই জানিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই বিষয়ে আলোচনায় মমতা নিজেও তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন। গত শুক্রবারই এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন এই বিষয়ে আলোচনা হয়নি। কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর কারণে মঙ্গলবার বিধানসভায় শোকপ্রস্তাব পাশ করে সভা মুলতুবি হয়ে যায়। এদিন বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।

প্রতিবাদ প্রস্তাব পেশ করে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'এই তিনটি আইন ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী। আমরা এই বিষয়ের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এই আইনের বিপক্ষে।'

রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'সংবিধানকে লঙ্ঘন করে এই আইন পাশ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার তার রিভিউ রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে পাঠাবে।' বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'ভারতের আইন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছে। ব্রিটিশ আমলের আইনের মধ্যে অনেক ফাঁকফোকর ছিল। তা নতুন আইনে নেই। তাই এই আইনকে সমর্থন করা উচিত।'

উচ্ছেদ।। *১৯৯৩ সালে বেলগাছিয়াতে মেট্রো রেল শুরুর আগে ওখানেই বসতি ছিল ওঁদের। এরপর মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের রাজবাড়ি মেট্রো কোয়ার্টারে বসতি দেয়। সেইসঙ্গে পুনর্বাসনের আশ্বাসও দেয়, যা অনেকেই পাননি। সম্প্রতি রেল ওঁদের উঠে যাওয়ার নোটিশ দিলেও কেউ যাননি। শেষমেশ বুধবার প্রায় জোর করেই তুলে দেওয়া হল ওঁদের। ছবি ও তথ্য : আবির চৌধুরী এবং পিটিআই*

আদিবাসী দিবসে মমতা যাচ্ছেন জঙ্গলমহলে

কলকাতা, ৩১ জুলাই : বিশ্ব আদিবাসী দিবস জঙ্গলমহলে কাটাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৯ অগাস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। ৮ অগাস্ট ঝাড়গ্রামে পৌঁছোবেন মমতা। ৯ অগাস্ট তিনি সেখানে প্রশাসনিক বৈঠক করতে পারেন। ১০ অগাস্ট তাঁর কলকাতায় ফিরে আসার কথা। এবার জঙ্গলমহলে লোকসভা ভোটে ভালো ফল করেছে তৃণমূল।

বিজেপির হাত থেকে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর লোকসভা আসন দখল করেছে ঘাসফুল শিবির। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই তিনটি কেন্দ্রই বিজেপির দখলে ছিল। লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর মমতা জানিয়েছিলেন, খুব শীঘ্রই তিনি জঙ্গলমহল সফরে যাবেন। ফলপ্রকাশের পর এই প্রথম জেলা সফরে বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমেই তাঁর গন্তব্য জঙ্গলমহল। এবারের সফরে জঙ্গলমহলের জন্য একাধিক প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলে তৃণমূলের ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর আসন বিজেপির কাছে হারাতে হয়েছিল তৃণমূলকে। তাই এবার জঙ্গলমহলের দখল নিতে মরিয়া ছিল তৃণমূল। জঙ্গলমহলের জন্য একাধিক প্রকল্প গত পাঁচ বছরে করেছে শাসকদল। গত বিধানসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর লোকসভার ৭টি বিধানসভার মধ্যে ৬টি দখলে এসেছিল তৃণমূলের। ঝাড়গ্রামেও ভালো ফল করেছিল তৃণমূল।

এবার লোকসভা নির্বাচনে তাই ভালো ফল করার ব্যাপারে আগেভাগেই আশাবাদী ছিল শাসকদল। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই জঙ্গলমহলের জন্য বেশকিছু প্রকল্পের কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করতে পারেন। সেইমতো এবারের জঙ্গলমহল সফরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

কেন্দ্রের বরাদ্দ কত, শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি

কলকাতা, ৩১ জুলাই : একশো দিনের কাজের প্রকল্প ও আবাস যোজনায় এই রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা দিয়েছে, তা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানাল তৃণমূল। মঙ্গলবার এই নিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সংসদে ঝড় তোলা হয়েছিল। বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারের একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ও রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। এদিন চন্দ্রিমা ও কুণাল বলেন, '২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির অপমানজনক পরাজয়ের পর কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা ও আবাস যোজনার অধীনে বাংলার প্রাপ্য কেন্দ্রীয় তহবিল আটকে রেখেছে।' কুণাল বলেন, 'বিজেপির ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি সত্ত্বেও সেখানে টাকা বন্ধ করা হয়নি। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি জাল জবকার্ড উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু ওই দুটি রাজ্য বরাদ্দ পেলেও বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপারে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যেভাবে কথার মারপ্যাঁচে মূল বিষয় থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করেছেন, তা উচিত নয়। সৎ সাহস থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে।'

চন্দ্রিমা বলেন, 'এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছে বাংলার প্রাপ্য রয়েছে ১ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা। অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্টই প্রমাণ করছে, আমরা একশো দিনের কাজ নিয়ে যা বলেছিলাম, তা সঠিক। কেন্দ্র বাংলাকে বঞ্চনা করেছে। অন্য রাজ্য তাদের প্রাপ্য অংশ পেয়ে গিয়েছে।'

অনুদানে ফের আবেদন কোর্টে

কলকাতা, ৩১ জুলাই : কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। চলতি বছরে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ক্লাবগুলিকে অনুদান হিসাবে ৮৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে আগেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। বুধবার নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে আবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো হয়েছে।

ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্য কাউকে অনুদান দিতে পারে কিনা তা নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলাতেই নতুন করে আবেদন করা হয়েছে। পুজোর অনুদান যে দেওয়া হচ্ছে তা কোন খাতে খরচ হচ্ছে তা নিয়ে তদন্তের আবেদন করা হয়েছিল। কোনও নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানোর আর্জি জানানো হয়। আদালত তার প্রেক্ষিতে নির্দেশ দেয়, অনুদানের টাকার উৎস ও কোন খাতে খরচ হচ্ছে তা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলকে জানাতে হবে রাজ্যকে। তার রিপোর্ট হলফনামা আকারে আদালতে জমা দিতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও রিপোর্ট রাজ্য জমা দেয়নি বলে খবর। এই টাকার হিসেব নিয়েই নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

বিষ্ণুপ্রসাদকে বক্তা করতে নারাজ পদ্ম

কলকাতা, ৩১ জুলাই : বিধানসভায় রাজ্যভাগের বিরোধিতা করে প্রস্তাবের ওপর বিতর্কে কার্সিয়াংয়ের দলীয় বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মাকে বক্তা করতে চাইছে না বিজেপি। বিধায়কই এই অভিযোগ এনেছেন। আগামী ৫ অগাস্ট শাসকদলের আনা এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে বিধানসভায়। পরিষদীয় দলের এই মনোভাবে ক্ষুব্ধ বিষ্ণুপ্রসাদের হুঁশিয়ারি, এভাবে তাঁর কণ্ঠরোধ করা যাবে না। 'বিদ্রোহী' বিষ্ণুর কার্যত জেহাদ ঘোষণায় প্রমাদ গুনছে বিজেপি।

বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্যভাগের অভিযোগ তুলে বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। যদিও ইতিমধ্যেই রাজ্যভাগ বা কেন্দ্রশাসিত এলাকার দাবি বিজেপির দলগত দাবি নয় বলে অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবুও চলতি অধিবেশনের শেষ দিনে এই প্রস্তাব ঘিরে তৃণমূল-বিজেপির তর্জায় সরগরম হতে চলেছে বিধানসভা। এরই মধ্যে বিজেপি পরিষদীয় দলের কাছে বক্তা হিসেবে ওই বিতর্কে অংশ নিতে চেয়ে আর্জি জানিয়েছেন কার্সিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক। কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদের দাবি, তাঁকে বক্তার তালিকায় রাখা যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিষদীয় দলের এই সিদ্ধান্তে যারপরনাই চটেছেন তিনি। তাঁর পালটা হুঁশিয়ারি, দলের তরফে তাঁকে একান্তই বলতে না দেওয়া হলেও, বিতর্কে অংশ নেওয়া থেকে তাঁকে আটকানো যাবে না। তবে সেই কৌশল এখনই প্রকাশ্যে আনতে চান না তিনি।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মন্ত্রকের সঙ্গে জোড়া নিয়ে সুকান্তর প্রস্তাবে রাজ্যভাগ বিতর্ক মাথাচাড়া দেয়। সুকান্তর সেই মন্তব্যকে 'ইউটোপিয়ান' (অবাস্তব) বলে মন্তব্য করে ২৬-এর বিধানসভায় হারের ভয় থেকে এসব কথা বলছেন বলে কটাক্ষ করেছিলেন কার্সিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক। 'বিদ্রোহী বিষ্ণু'র সেই মন্তব্য হইচই ফেলে দিয়েছিল বিজেপির অন্দরে। বিধায়কের দাবি, এরপরেও তাঁকে নরমে-গরমে সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী প্রস্তাবের ওপর বিতর্কে বক্তা হিসেবে বলার সুযোগ না দিয়ে অপরাধ দমনে কেন্দ্রীয় তিন আইনের বিরোধিতায় আনা প্রস্তাবের ওপর বিতর্কে তাঁকে বলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দলের সেই প্রস্তাবে রাজি হননি তিনি। পরিষদীয় দলকে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ৫ অগাস্ট বঙ্গভঙ্গবিরোধী প্রস্তাবে তাঁকে বলতে দিতে হবে। না হলে তিনি নিজেই রাস্তা খুঁজে নেবেন।

একদা পৃথক রাজ্য ও গোর্খাল্যান্ডের সমর্থক থাকলেও বিষ্ণু এখন আর তা সমর্থন করেন না। তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের দাবি, পৃথক রাজ্যের দাবি ও গোর্খাল্যান্ডের মতো ইস্যু কেন্দ্র বা রাজ্য কোনওদিনই মেনে নেবে না। পাহাড়ের নতুন প্রজন্মও এই ইস্যু নিয়ে রাজনীতি চায় না। সম্প্রতি লোকসভা ভোটে প্রার্থী হয়ে এটা তাঁর মনে হয়েছে। রাজ্যভাগ ইস্যুতে বিষ্ণুর মনোভাব বদলের খবরও বিজেপির জানা। এহেন বিষ্ণুকে তাই দলের বক্তার তালিকায় রাখার ঝুঁকি নিতে চায় না বিজেপি।

রাজ্যভাগবিরোধী প্রস্তাব বিতর্কে অংশ নেওয়ার কথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। জবাবি ভাষণ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। রাজনৈতিক মহলের মতে, এমনিতেই রাজ্যভাগ ইস্যুতে বেকায়দায় বিজেপি। তার ওপর বিজেপি বিধায়ক হিসেবে বিষ্ণু 'বেফাঁস' কথা বললে তা লুফে নিয়ে রাজনৈতিকভাবে ফায়দা তুলতে চাইবে তৃণমূল।

রেখার পিটিশনে নোটিশ কোর্টের

কলকাতা, ৩১ জুলাই : '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে কারচুপির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে 'নির্বাচনি পিটিশন' করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। তাঁর দায়ের করা পিটিশনের প্রেক্ষিতে মামলার সব পক্ষকে নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। এই নির্দেশের ফলে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ওই কেন্দ্রের ইভিএম, ব্যালট, সিসিটিভি ভিডিও, ডিভিআর, নির্বাচনি সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি।

সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে ৩ লক্ষের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের হাজি নুরুল ইসলাম। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই কেন্দ্রে ভোট বাতিলের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রেখা। তাঁর অভিযোগ, হাজি নুরুলের মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত ত্রুটি রয়েছে। পঞ্চদশ লোকসভার সদস্য নুরুল অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ৭ মে তাঁর মনোনয়ন দাখিল করেছেন। পঞ্চদশ লোকসভা শেষ হয়েছে ২০১৪ সালে ১৮ মে। অর্থাৎ তাঁর দশবছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি মনোনয়ন পেশ করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী 'নো ডিউজ' সার্টিফিকেট জমা দেননি। তাঁর বিরুদ্ধে কারচুপি করে জয়ী হওয়ার অভিযোগ করেছেন রেখা। এদিন বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে রেখার আবেদন শোনা হয়। তারপর নোটিশ জারির নির্দেশ দেন বিচারপতি রাও। এই মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথি সংরক্ষণ করারও নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার পরবর্তী শুনানি ৪ সেপ্টেম্বর।

ববিকে বয়কটে বিজেপি বিধায়করা

কলকাতা, ৩১ জুলাই : ফের বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে বয়কট করলেন বিজেপি বিধায়করা। বুধবার বিধানসভায় প্রথমার্ধে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিলিগুড়ি এলাকায় জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এই প্রশ্নের জবাব দিতে ওঠেন ফিরহাদ। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার অভিযোগ তুলে ওই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। এই নিয়ে বিধানসভায় ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায়। বিজেপি বিধায়কদের আচরণের প্রতিবাদ জানান তৃণমূলের চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মলয় ঘটক সহ অন্যান্য বিধায়ক। পালটা স্লোগান তোলেন বিজেপি বিধায়করা। এরপর বিজেপি বিধায়করা সভা থেকে ওয়াকআউট করেন। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য তাঁরা আবার সভায় ফিরে আসেন।

ফিরহাদ সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছেন বলে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও ফিরহাদের দাবি, ওই ভিডিও ফেক। তবে বিজেপি বিধায়কদের দাবি, ফিরহাদ এই মন্তব্য করেছেন। শংকর ঘোষ বলেন, 'ফিরহাদ হাকিম যে মন্তব্য করেছেন, তা বাংলার সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এই কারণেই আমরা ফিরহাদকে বয়কট করেছি।'

সুস্থতার লক্ষ্যে।। *বেহালার ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য ডিসান হাসপাতাল বুধবার একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছিল। ডিসান ইনস্টিটিউট অফ উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সি ১২০ জন পড়ুয়া এবং ৩০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছিলেন। ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষকরা যাতে প্রাপ্য চিকিৎসা ও যত্ন পান তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন ডিসান হসপিটালস গ্রুপের ডিরেক্টর শাওলি দত্ত।*

শৌচাগারহীন অঙ্গনওয়াড়ি, ক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত

কলকাতা, ৩১ জুলাই : রাজ্যের ২২১৯৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কোনও শৌচাগারই নেই। রাজ্য সরকারের সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। এছাড়াও ১৫৭৩৩টি কেন্দ্রে শৌচাগার থাকলেও কোনও নিকাশি ব্যবস্থা নেই। ২২৫৯১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচালয় থাকলেও তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর।

গত ২৫ জুলাই বিভিন্ন জেলার জেলাশাসককে নিয়ে বৈঠকে বসেন পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তারা। সেখানেই এই ঘাটতি মেটাতে শৌচাগার নির্মাণ, সংস্কার ও নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে মোট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংখ্যা ১০৭২১১টি। এর মধ্যে অর্ধেকের কাছাকাছি কেন্দ্রে শৌচাগার নেই বা তা ব্যবহারের অযোগ্য। রাজ্য সরকারের তরফে যেখানে বাড়ি বাড়ি শৌচাগার তৈরির জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচাগার না থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

যদিও নবান্নের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শৌচাগার তৈরির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী ১৩ অগাস্ট এই নিয়ে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে। চলতি মাসের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে।

নিজেকে সুরক্ষার চেষ্টায় নিরাপত্তারক্ষী। বুধবার কলকাতায়। - পিটিআই

ধর্নার অনুমতি চেয়ে মামলা

কলকাতা, ৩১ জুলাই : পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উসকানিমূলক মন্তব্যের প্রতিবাদে অবস্থানের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানানো হল। ৫ অগাস্ট রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ওই ধর্নার পরিকল্পনা করে একটি সংগঠন। তার প্রেক্ষিতে পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু সেই অনুমতি পুলিশের তরফে দেওয়া হয়নি। তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ওই সংগঠন। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ মামলার অনুমতি দিয়েছেন।

কেন্দ্রশাসিত এলাকার দাবিতে মিছিল

কলকাতা, ৩১ জুলাই : রাজ্য ভাগ বা কেন্দ্রশাসিত এলাকা গড়ার দাবি নিয়ে বিতর্ক চলছেই। তার মধ্যেই বুধবার মুর্শিদাবাদের লালবাগে মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো জেলাকে নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত এলাকা গড়ার দাবিতে মিছিল করল মুর্শিদাবাদ জেলা বিজেপি। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ। রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ঠিক কী হয়েছে তা জানি না। এই বিষয়ে দলের সাংগঠনিক দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। রাজ্য ভাগ বা রাজ্যের কিছু অঞ্চলকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত এলাকা গঠনের দাবি বিজেপি সমর্থন করে না বলে সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারীরা জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে সেই ঘোষিত অবস্থানের বিরোধিতা করছে দলেরই একাংশ।

শূন্যপদে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে অনিশ্চয়তা

কলকাতা, ৩১ জুলাই : রাজ্যের দুই জেলা আদালতে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসের হিসেব অনুযায়ী ২৫টি জুডিসিয়ারি জেলায় মোট শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ২১১৬। তার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শূন্যপদ ২৬৭ ও ২৫৭। এই দুই জেলায় ২০২৩ সালে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপরই আদালত কর্মীদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন' কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে।

বুধবার এই মামলাতেই বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এভাবে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হলে এরপরে জেলা বিচারকও কি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হবে?' দুটি জেলার নিয়োগ নিয়ে মামলা হলেও বিচারপতি যেভাবে এই ধরনের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে সব জেলা আদালতের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশের প্রভাব পড়বে বলে আইনজীবীরা মনে করছেন। উত্তরবঙ্গের জেলা আদালতগুলিতেও প্রভাব পড়বে। কারণ, সেখানকার জেলা আদালতগুলিতে বহু শূন্যপদ রয়েছে। সেক্ষেত্রে সেখানেও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা যাবে না।

মামলাকারী সংগঠনের তরফে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, সরকারের এমন কিছু দপ্তর বা বিভাগ রয়েছে যেখানে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা যায় না। এমন বিভাগ রয়েছে যেখানে পদোন্নতি হয়। তাও করছে না রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য,

দুই জেলা আদালতে স্থগিতাদেশ

শেট্টি কমিশন ও ২০১৫ সালের জুডিসিয়াল নিয়োগ আইন অনুযায়ী জেলা আদালতগুলিতে কোন পদে কীসের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে, বিভিন্ন বিভাগের শূন্যপদ নিয়োগ নিম্নপদে কর্মরত কর্মচারীদের পদোন্নতির মারফত হয়ে থাকে, তা স্পষ্ট জানানো হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফলে নিয়ম ভাঙা হচ্ছে। এই কর্মীদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। এই নিয়োগ বেআইনি ও ঝুঁকিপূর্ণ। ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যের জেলা আদালতগুলিতে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ হয়নি। ২৫ শতাংশের বেশি শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। দশ বছরেও স্থায়ী কর্মী নিয়োগে অনিচ্ছুক রাজ্য।

রাজ্যের আইনজীবী পালটা জানান, আদালতগুলির স্বাভাবিক কাজ যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যাঁদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হচ্ছে তাঁদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। হিসেব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত কালিম্পংয়ে শূন্যপদ ৫২, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৪টি, উত্তর দিনাজপুরে ৭২টি, মালদায় ৭৯টি, দার্জিলিংয়ে ৬৬টি, কোচবিহারে ৭৯টি, আলিপুরদুয়ারে ৬১টি। স্টেনো, পেশকার, বেলিফ, পিওন, কর্মবন্ধু সহ আদালতের সমস্ত অস্থায়ী পদে নিয়োগে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কেন জেলা আদালতগুলিতে বিভিন্ন পদে-অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি সেপ্টেম্বর মাসে।

বৃহস্পতিবার, ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ১ অগাস্ট ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৭৫ সংখ্যা

সমানে সমানে টক্কর

অষ্টাদশ লোকসভা গঠিত হওয়ার পর বিরোধী দলনেতা হিসেবে বেশ কয়েকবার বক্তৃতা করেছেন রাহুল গান্ধি। সর্বশেষ নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ওয়েনাড়ে ভূমিধসে বহু মানুষের প্রাণহানি প্রসঙ্গে বলেছেন। এছাড়া তিনি যতগুলি ভাষণ দিয়েছেন, তার সবক'টিতে নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি, আরএসএস, আম্বানি, আদানি এবং হিন্দুত্বের রাজনীতির প্রবল সমালোচনা করেছেন। নানা তথ্য, পরিসংখ্যান দিয়ে, কখনো-কখনো পৌরাণিক কাহিনীর তুলনা টেনে আক্রমণ শানিয়েছেন।

রাহুলের আক্রমণের জবাব দিতে খোদ প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে হয়েছে। এরকম নজির গত ১০ বছরে এই প্রথম। রাহুল ইতিমধ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁর বক্তৃতার সময় প্রধানমন্ত্রী সভাকক্ষে হাজির থাকবেন না। লোকসভার নেতাকে বিরোধী দলনেতার এমন চ্যালেঞ্জ সচরাচর দেখা যায় না। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকেও রাহুলের এই আক্রমণের সময় অসহায় দেখিয়েছে। অধ্যক্ষ নিয়মকানুনের পাঠ দিচ্ছেন নিয়মিত, সতর্কও করছেন। কিন্তু রাহুল গান্ধিকে উপেক্ষা করতে পারছেন না।

শাসক শিবিরও পারছে না। তাই অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা স্মিত হেসে বিরোধী দলনেতার বক্তব্য শুনতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু বিরোধী দলনেতার ভাষণে যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। শাসক শিবিরের তরফে পালটা আক্রমণ চরমে উঠেছে। মঙ্গলবার লোকসভায় বিরোধী দলনেতার নাম না করে তাঁর জাত তুলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। তাতে বিজেপির যত না সুবিধা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি সুযোগ পেয়েছে বিরোধী শিবির। রাহুলকে আক্রমণের প্রতিবাদে গোটা বিরোধী শিবির এককাট্টা হয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

রাহুল জানিয়েছেন, তিনি দলিতদের নিয়ে কথা বলছেন বলে গালি খাচ্ছেন। 'ইন্ডিয়া' জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেন, জাত নিয়ে প্রশ্ন উঠবে কেন। বিজেপি অবশ্য তাতে কান দিচ্ছে না। উলটে অনুরাগের বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে বিতর্ক বাড়িয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। এই পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, বিরোধী শিবির এবার মোদি সরকারের মাথাব্যথার অন্যতম বড় কারণ। গত ১০ বছর সংসদে মোদির যে একাধিপত্য ছিল, কায়েম রাখা কঠিন আছে।

জনগণেশের আশীর্বাদে বিরোধীদের শক্তি অনেক বেড়েছে। তাতে সরকারের যে কোনও কথায় বিরোধীরা ১০টি কথা বলছে। প্রতিটি আক্রমণের জবাবে রসদ মজুত থাকছে 'ইন্ডিয়া' জোটের। এতদিন বিরোধীদের কার্যত পাত্তাই দিত না বিজেপি। সেই পাত্তা এখন আদায় করে নিচ্ছে বিরোধী শিবির। ফলে বিরোধীদের মোকাবিলার কৌশল নিয়ে ভাবতে হচ্ছে বিজেপিকে। নতুন বিরোধী দলনেতাকে সামলানোর ছক ঠিক করতেও বেশি সময় ব্যয় করতে হচ্ছে।

মোদি সম্পর্কে একটি মন্তব্যের জেরে সাংসদ পদ খোয়াতে হয়েছিল যাঁকে, সেই রাহুল এখন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা। পদমর্যাদায় তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল্য। এ যেন মধুর প্রতিশোধ। গণতন্ত্রের ম্যাজিক এটাই। রাহুলের চক্রব্যূহের আক্রমণের জবাব খুঁজতে বিজেপিকে এখন বফর্স, কমনওয়েলথ, টুজি'র মতো পুরোনো কেলেঙ্কারির কাসুন্দি ঘাঁটতে হচ্ছে। কিন্তু বলতে পারছে না, প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারির দায় কাদের। একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনায় কাদের গাফিলতি চিহ্নিত করতে বড়ই অনীহা।

বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল যেমন আগ্রাসী চেহারায় নেমেছেন, জোট হিসেবে 'ইন্ডিয়া' তেমনই সংসদের ভিতরে-বাইরে জোর লড়াইয়ে নেমেছে। বিরোধী দলনেতা জানিয়ে দিয়েছেন, মোদি-শা-ভাগবত-দোভাল-আম্বানি-আদানিকে সামনে রেখে তৈরি পদ্মব্যূহ ভাঙতে শিবের বরযাত্রীরা তৈরি হচ্ছে। শিবের সেই বরযাত্রীর একটি রূপ 'ইন্ডিয়া' জোট। পৌরাণিক কাহিনীকে অস্ত্র করে হিন্দুত্বের রাজনীতিকে ধাক্কা দিতে বিরোধী দলনেতার কৌশলের সামনে বিজেপি তো কিছুটা বেসামালই এখন।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

উচ্চশিক্ষা দিন-দিন আরও সংকটে

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ কবে? নড়ছে না ফাইল, উচ্চশিক্ষায় এখনও স্থবিরতা।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

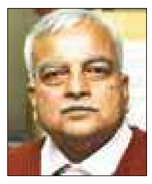

সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত উপদেষ্টা নিয়োগের আগে তবু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফাইল চালাচালি করছিল। নিয়োগ আটকে থাকলেও, দৈনন্দিন কাজ চালাতে সমস্যা হচ্ছিল না। কিন্তু জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে সব মুখ থুবড়ে পড়েছে। শিক্ষক, কর্মচারীদের বেতন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষা সহায়ক নানা ফাইল আটকে পড়েছে। সবাই নাকি 'সুদিন'-ফেরার অপেক্ষায়।

বেশ কিছু অস্থায়ী উপাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরার ব্যাপারে যেমন 'অনীহা' লক্ষ করা যাচ্ছে, তেমনই 'জরুরি' ফাইল খুলেই দেখছেন না অনেক উপাচার্যই। একটা 'সই'-এর জন্য আটকে আছে পদোন্নতি, চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি, নির্মাণের মতো পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ। ওইসব উপাচার্যের কেউ কেউ শিক্ষকদের জানিয়ে দিয়েছেন, 'আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপনারাই দেখুন। নতুন উপাচার্য আসবেন, তিনি সব সমস্যার সমাধান করবেন।'

আবার অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পাঠাচ্ছেন না অস্থায়ী উপাচার্যের কাছে। 'তিন মাসের মধ্যে নতুন উপাচার্য যোগ দেবেন, তাঁর কাছেই ফাইল পাঠাব। সমস্যার স্থায়ী সমাধান দরকার, 'মন্তব্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রশাসনিক কর্তার। আর যেখানে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো প্রশাসন (উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ামক, বিত্ত আধিকারিক) অস্থায়ী, এমনকি একজনও স্থায়ী শিক্ষক নেই, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা অসহায়।

রাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সর্বোচ্চ কর্তা সখেদে বলেছেন, 'উচ্চশিক্ষায় এমন দুর্দশা আগে কখনও দেখিনি।' নিজের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি সাজিয়ে তিনি বলেন, 'আমি নিয়মিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। ওঁরা অনেকে আবার আমার সরাসরি ছাত্র। সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কেউ বেশি, কেউ কম।' কবে স্থায়ী উপাচার্য যোগ দেবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। স্থায়ী উপাচার্য বাছাইয়ের জন্য সুপ্রিম কোর্ট কিছু নাম প্রকাশ করেছিল। ওই তালিকার বেশ কয়েকজন জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা উপাচার্য পদে আবেদন করতে চলেছেন। ওই আবেদনকারীদের নাম সার্চ কমিটির সম্ভাব্য সদস্যের তালিকা থেকে বাদ দিতে বলেছে সর্বোচ্চ আদালত।

৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাইয়ের জন্য সার্চ কমিটিতে আরও নাম যদি ঢোকাতে হয় তবে, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের কাজ পুজোর আগে হবে কি না তা নিয়ে ফের সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তবে একটাই আশার কথা, উচ্চশিক্ষা দপ্তর ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অর্থাৎ অস্থায়ী উপাচার্যদের দিন শেষ হতে বসেছে। ওইসব অস্থায়ী উপাচার্যের বেশ কয়েকজনকে স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টিকে যেভাবে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ঝুলিয়ে রেখেছিল তার সমালোচনা করলেও রাজ্যের শিক্ষাবিদদের একাংশ মনে করেন, সুপ্রিম কোর্ট চাইলে এখনও বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব। সঠিক ও স্পষ্ট পদক্ষেপ করলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগ তিন মাস নয়, এক মাসের মধ্যেই হতে পারে।

দেশের আর কোনও রাজ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে এমন হয় না। কারণ তারা ইউজিসির নিয়ম মেনে চলে বলে মনে করছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। ওই অধ্যাপকের মনে হয়েছে, ইউজিসি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারসাম্য নষ্ট হলেই অনেক সমস্যা চলে আসে। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার সবারই উচিত এই ভারসাম্যকে সম্মান দেওয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় আর ইউজিসি'র মধ্যে কোন ভারসাম্য নষ্টের ফলে পশ্চিমবঙ্গে এই সংকট তা একবার দেখা যাক। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সমস্ত রাজ্য পোষিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি চূড়ান্ত করে আসছে ইউজিসি। তাদের নির্দেশিকা অনুসারেই সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া আজও রয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে দশ বছর অধ্যাপক পদে কর্মরত কোনও ব্যক্তি অথবা প্রখ্যাত কোনও গবেষণা বা প্রশাসনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দশ বছর অধ্যাপক পদের সমতুল্য কোনও পদে কর্মরত ব্যক্তিই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হতে পারেন।

উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হল সার্চ কমিটি। ২০১৮ সালের সার্চ কমিটি গঠন সংক্রান্ত ইউজিসি'র নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটিতে একজন রাজ্যপাল তথা আচার্যের প্রতিনিধি, একজন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, একজন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অথবা কোর্ট অথবা কাউন্সিলের প্রতিনিধি এবং একজন অন্য রাজ্যের প্রতিনিধি থাকবেন। এই নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা প্রশাসকদের নিয়ে সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে। সার্চ কমিটি ইউজিসি নির্দেশিত নিয়মাবলি অনুসারে তিন থেকে পাঁচজন যোগ্য ব্যক্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং সেই তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য রাজভবনে পাঠানো হবে।

রাজ্যপাল সার্চ কমিটি প্রেরিত তালিকা থেকে একজন প্রার্থীকেই নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের সুপারিশ করবেন এবং তিনি তাঁর সুপারিশ রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে দেবেন। এরপর শিক্ষা দপ্তর রাজ্যপাল মনোনীত ব্যক্তিকেই নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে চার বছরের জন্য নিয়োগ করবেন।

৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাইয়ের জন্য সার্চ কমিটিতে আরও নাম যদি ঢোকাতে হয় তবে, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের কাজ পুজোর আগে হবে কি না তা নিয়ে ফের সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তবে একটাই আশার কথা, উচ্চশিক্ষা দপ্তর ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অর্থাৎ অস্থায়ী উপাচার্যদের দিন শেষ হতে বসেছে।

গত ১০-১২ বছরে এক দশকে এ রাজ্যে সরকারি (সরকার ঘোষিত) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩ থেকে বেড়ে ৩৮ হয়েছে। শতাংশের হিসাবে যা ১৩৮ শতাংশ। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের ন্যূনতম পরিকাঠামো কিন্তু তৈরি হয়নি। ছাত্র ভর্তি হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। একের পর বিভাগ তৈরি হয়েছে। ল্যাবরেটরি হয়নি। তার থেকে বড় কথা ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্যের বদলে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের প্রবণতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজ্যের এক প্রাক্তন উপাচার্য (স্থায়ী) আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'ইউজিসি'র নিয়ম উপেক্ষা করে ন্যূনতম যোগ্যতা ছাড়াই উপাচার্য পদে নিয়োগের ঘটনা এখন আকছার ঘটছে। আর এখানেই ইউজিসিকে উপেক্ষা করার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল তাতে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালগুলির সঙ্গে ইউজিসি'র ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। যেটা চূড়ান্ত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় ২০২২ সালের ১৩ জুন। বিধানসভায় 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি লজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২২' পাশ হয়ে যায়। এবং সংখ্যাধিক্যের ভোটে বিলটি বিধানসভায় পাশ হয়। এই বিলটিতে রাজ্য পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ থেকে রাজ্যপালকে সরিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য পদে স্থলাভিষিক্ত করে। কিন্তু সেই বিল আর আইনে পরিণত হয়নি।

তবুও ইউজিসিকে উপেক্ষা করেই রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাজ্য সরকার সার্চ কমিটি গঠন না করেই কোনও কোনও উপাচার্যকে তিন মাস অথবা ছয় মাস এবং কয়েকজন উপাচার্যকে চার বছরের জন্য পুনর্নিয়োগ করে। রাজ্য সরকার কর্তৃক উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের পুনর্নিয়োগ অবৈধ ঘোষিত হয় এবং তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এতেও রাজ্য সরকার কিন্তু থেমে থাকেনি। তারা সার্চ কমিটি গঠনের নতুন নিয়ম সংক্রান্ত বিল বিধানসভায় পাশ করিয়ে নেয়, তাতে দেখা যায় পাঁচ সদস্যের তিনজন থাকছেন রাজ্য সরকারের মনোনীত আর বাকি দুজন রাজ্যপালের মনোনীত।

আর সেই বিলে সম্মতি দেননি আচার্য। ফলে আবার মামলা। তা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। ইউজিসি'র দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আর স্থায়ী উপাচার্য নিয়ে টানাপোড়েনে বেশির ভাগ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আগেই। গত বছরেও সরকার ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভর্তির হার ছিল খুব কম। এবার এখনও বেশিরভাগ সরকারপোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কাজ শুরু হয়নি।

উপাচার্য নেই, শিক্ষক নেই। এবার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের (সাত-আটটি বাদ দিয়ে) মুকুটে জুড়তে পারে নতুন পালক- যথেষ্ট ছাত্রছাত্রীও নেই।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৪৬

আজকের দিনে ১৮৪৬ সালে প্রয়াত হন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

১৯৩২

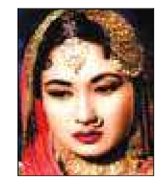

১৯৩২ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী মীনা কুমারী।

আলোচিত

রাহুল, আপনার জাত-পাতের কোনও ঠিক নেই। আপনার নানু ছিলেন মুসলিম, বাবা পার্সি, মা খ্রিস্টান। আপনাকে দেখে মনে হবে, পাস্তা কো কারি পততে কা তরকা লাগাকর খিচড়ি বানানে কি কোশিশ কি হো।

- কঙ্গনা রানাওয়াত

ভাইরাল/১

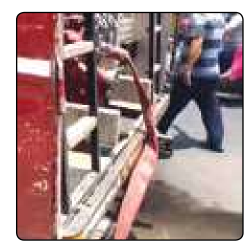

ফায়ার ব্রিগেড বাড়ির জলের ট্যাংক ভরছে--ভাবা যায়! দেরাদুনের ঘটনা। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি থেকে আইপিএস অর্চনা ত্যাগীর আবাসনের জলের ট্যাংক ভরা হচ্ছে। ফায়ার ব্রিগেডের এই 'ব্যবহার'-এর ভিডিও ভাইরাল হলে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশের এডিজি।

ভাইরাল/২

দিল্লির মেট্রোয় আবার 'বিনোদন'। চলন্ত ট্রেনে দুই যাত্রীর মারামারির ভিডিও ভাইরাল। পরস্পরের সঙ্গে বচসার মধ্যেই হঠাৎ একজন নিজের চপ্পল খুলে আরেকজনকে মারতে থাকে। তার প্রত্যুত্তর দেয় অন্য যাত্রী। এক যাত্রীর হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়।

জনমন জনমত

দেবেশ রায়ের সেই টোল এবং

৩১ জুলাই উত্তরবঙ্গ সংবাদের দুইয়ের পাতায় প্রকাশিত 'ভগ্নদশায় দেবেশের শৈশবের সেই টোল' শীর্ষক লেখা প্রসঙ্গে কিছু সংযোজন।

আমাদের ছোটবেলায় যোগমায়া কালীবাড়ির পুরোনো মন্দিরের লাগোয়া একটি বাড়ি ছিল। যতদূর মনে আছে সামনের দিকে একতলা ও পেছন দিকে দোতলায় অতিথিশালার মতো কিছু একটা ছিল। এই বাড়ির মালিক ছিলেন শহরের খ্যাতনামা উকিল নলিনীরঞ্জন ঘোষ। তাঁর বাড়ি ছিল বাবুপাড়ায়। দোতলা, করলা নদীমুখী সুন্দর বাড়ির সামনে চোখজুড়ানো ফুলের বাগান ছিল। এই বাড়িতেই একসময় এসেছিলেন মা আনন্দময়ী। আমি ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে এসে এই বাড়িতে আনন্দময়ীকে দেখেছিলাম। এই পরিবারের কারও নামে, কালীবাড়ির পাশের বাড়িতে প্রফুল্ল পাঠাগার নামে একটি লাইব্রেরি ছিল একতলার সামনের দিকে। পেছনদিকে একটা বড় এবং একটা ছোট ঘরে ছিল টোল। এই টোলেই দেবেশ রায় পড়েছেন। আমি এই পাঠাগারের দায়িত্বে ছিলাম অনেক দিন। তখন স্কুলের উপর ক্লাসে পড়ি।

সেই পাঠাগারে তখন কোনও পাঠক ছিল না। তবু রোজ বিকেলে তালা খুলতাম। টোলেই বিশ্বনাথদা থাকতেন, জ্ঞানদা পণ্ডিত মশায়ের বড় ছেলে। নলিনীরঞ্জন ঘোষের পরিবার এই বাড়ি বোধহয় যোগমায়া কালীবাড়িকে দান করেছেন। জ্ঞানদা পণ্ডিত মশায় পাঠাগারের চাবি চেয়ে পাঠান। আমি ওঁকে চাবি দিয়ে আসি। এখানে শুরু থেকেই টোল ছিল। পরে এ বাড়ি থেকে টোল ক্লাব রোডে উঠে যায়।

ল্যাডলি রায়, বাগুইহাটি, কলকাতা।

আনন্দের মাঝে বিষাদের সুর

কেন্দ্রীয় বাজেটে রাজ্যের বঞ্চনায় মর্মাহত রাজ্যবাসী। কর্মসংস্থানের দিশা দেখাতে ব্যর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার, দিশাহীন শিক্ষিত যুবসমাজ। উচ্চশিক্ষায় অনীহার বহিঃপ্রকাশ ছাত্রছাত্রীদের মুখে। লেখাপড়া করে কী হবে? সর্বদাই প্রশ্নের মুখে অভিভাবক। তারই মাঝে আনন্দের সুর দুর্গাপুজো কমিটিগুলির। এবছর অনুদান বেড়ে হল ৮৫ হাজার টাকা। আগামী বছর মিলবে এক লক্ষ টাকা, সেটাও আগাম ঘোষণা হয়ে গেল। স্বভাবতই পুজো কমিটিগুলির আনন্দ হওয়ার কথা। কিন্তু তার মধ্যে অগোচরে বিষাদের সুর ধ্বনিত হচ্ছে উচ্ছেদ হওয়া হাজার হাজার হকার পরিবারের অন্দরে।

রাজধানীর অধিকাংশ হকার ভিনরাজ্যের হলেও জেলা-শহরগুলির হকার কিন্তু স্থানীয় দরিদ্র পরিবারের মানুষ। কর্মহীন হকার পরিবারে আসন্ন দুর্গাপুজো কতটা আনন্দে কাটবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

দীর্ঘদিন যাবৎ যাঁরা ওই ছোট্ট দোকানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, যাঁদের কাছে ওই দোকান রুটিরুজির একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা প্রশাসনের তরফে নেওয়া হলে মন্দ কী? দুর্গাপুজোর আগে তাঁদের পরিবারের মুখে এক চিলতে হাসি ফুটুক, পুজোতে সকলের মনে বেজে উঠুক আনন্দের সুর।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

চাকরির বিকল্প পথ খুঁজছে যুবসমাজ

সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমেই যেন হয়ে উঠছে শপিং মল। তা ব্যবহার করে আয়ের রাস্তা পাচ্ছে অনেকে।

শাঁওলি দে

চাকরি নেই। চলতি বাজারে এই বাক্যটি খুব চলছে। চাকরির বাজারে হাহাকার, যারা জানে তারাও বলছে, যারা জানে না তাদেরও গলায় একই সুর।

তা একটু আকাল পড়েছে বটে! ঠিক কোন কারণে, কীসের জন্য সরকারি বা বেসরকারি চাকরি এতটা দুর্মূল্য, তা নিয়ে এই নিবন্ধ নয়। আজ বরং একটু অন্যরকম আশার কথা বলা যাক।

আজকের যুবসমাজ অনেক বেশি আত্মসচেতন, আগের দশকগুলোর মতো তারা ততটা পরিবার নির্ভরশীল নয়, হয়তো আত্মমর্যাদাবোধও তাদের অনেকটাই বেশি। তার ওপর আছে দ্রুত এগিয়ে চলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। স্কুলের লম্বা গণ্ডি পেরিয়ে তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি, বিএড বা আরও অন্য কোর্সের পেছনে আদি অনন্তকাল ধরে পড়ে থেকে সময় ব্যয় করার ধৈর্য, সাহস কোনওটাই আর নেই। যদিও সবক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম থাকেই।

চাকরির বিকল্প রাস্তা এখন অনেক। ঘরে বসে আয় করার কত কত উপায়! সেই সঙ্গে যোগ্য সংগত দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা এই সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য প্রায়শই গেল গেল রব তোলেন, আর সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দিন গোনেন, তাঁদেরও জানা উচিত সবই শুধু খারাপ নয়, ভালোও আছে অনেক কিছু।

ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টা থেকে আয়ের রাস্তা তৈরি হওয়ার পর আজকের যুবসমাজের কাছে খুলে গিয়েছে এক নতুন জগৎ। তারা রিলস বানায়, খুঁজে খুঁজে ভালো ভালো কনটেন্ট বের করে, সে রান্নাই হোক কিংবা ঘুরতে যাওয়া, আঁকা বা গান, নাচের ভিডিও পোস্ট করে। আর কে না জানে এভাবে

পোস্ট করতে করতেই হয়তো সে একদিন পেয়ে যায় 'ভাইরাল' জাতীয় শব্দের খোঁজ। এসব থেকে পাওয়া টাকার পরিমাণও খুব একটা কম নয়!

সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠছে একটা আস্ত শপিং মল। কেউ শাড়ি, গয়নার ব্যবসা করছে, কেউ বা কোনও পেজ চালাচ্ছে, কেউ রিসেলিং-এর ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে।

কেউ ছবি আঁকছে, আঁকার ভিডিওটা সুন্দর একটি গান চালিয়ে টুক করে পোস্ট করে দিল তাঁর নিজস্ব হ্যান্ডেলে, ব্যাস, লাইক, কমেন্ট আর শেয়ারের বন্যা! এর পাশাপাশি ফুড ব্লগিং তো আছেই!

নানা গ্রুপ সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে, তারাও মাঝে মাঝেই নানা ইভেন্টের আয়োজন করছে, অনলাইন প্রতিযোগিতা বা লাইভ অনুষ্ঠান। মুহূর্তে অসংখ্য শেয়ার, ভিউস, আরও কত কী!

নাচ, গান এখন আর পাড়ার প্রতিযোগিতার ছোট্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। প্রত্যন্ত গ্রামের কোনও মেয়ে যার সেভাবে মঞ্চও দেখা হয়নি, তার নাচের ভিডিও মানুষের হাতের মুঠোয়।

তবে সবটাই কি এতটাই সুন্দর, আকর্ষক? মোটেই নয়। কনটেন্টের নামে অশ্লীল ভিডিও বানিয়ে ভিউজ বাড়ানোর চেষ্টায় মরিয়া অনেকেই। অসংখ্য ভুলভাল খারাপ ভিডিও আপনি না চাইলেও আপনার নিউজফিড ভরে উঠছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের ব্যবহার করা হচ্ছে নানারকম মজাদার কনটেন্ট বানানোর জন্য, জোর করে ওদের মুখে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'বড়দের' কথা।

তবে সব আলোর সঙ্গেই অন্ধকার থাকে, সব ভালোর গায়েই আঠার মতো লেপ্টে থাকে কিছুটা মন্দও। আমরা যেমন খারাপ রাস্তাকে এড়িয়ে মসৃণ রাস্তার খোঁজ করি, ঠিক তেমনই একদিন এইসব মন্দ পেরিয়ে একদিন সত্যিকারের আলোর দেখা পাবই। যুবসমাজ আজ যে বিকল্প পথ বেছে নিয়েছে তা যেন তেমনই মসৃণ হয়, যাতে গন্তব্যে পৌঁছানোর পর তাঁদের গায়ে কোনও ময়লা না লেগে যায়, আমি তো এমন দিনের একটা স্বপ্ন দেখি। আপনারাও কি তাই?

(লেখক জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯০১

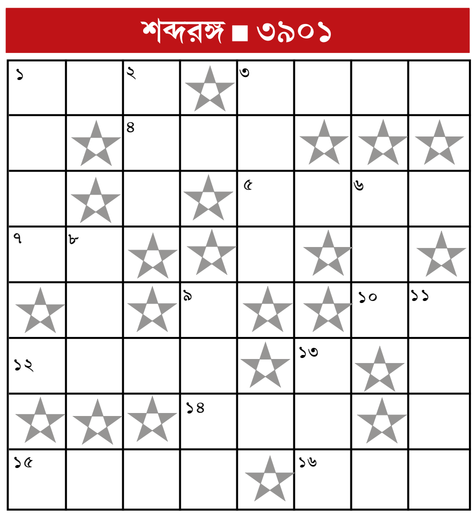

পাশাপাশি : ১। বিত্তবান দেখানোর চেষ্টা ৩। আবুল ফতে জালালউদ্দিন মহম্মদ নামে এক মোগল সম্রাট ৪। কল্যাণ, মঙ্গল বা শুভ ৫। কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ৭। কেরোসিনের বাতি ১০। সামুদ্রিক প্রাণী ১২। অপ্রতুল বা টানাটানি ১৪। কুন্তীর পুত্ররা ১৫। সম্পর্ক ছেদ ১৬। হাঁটুর ওপরের অংশ।

উপর-নীচ : ১। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ধবধবে ফর্সা ২। নিশ্চিহ্ন, সাবাড় বা নিকেশ করা ৩। এই জিভ আকারে খুব ছোট ৬। ইংরেজিতে প্রেয়ার বাংলায় প্রার্থনা ৮। মিরজাফরের বড় ছেলে ৯। জলচর পাখি ১১। এক ধরনের মিষ্টি ১৩। দস্তুর, কসরত বা শৈলী।

সমাধান ■ ৩৯০০

পাশাপাশি : ২। মতবাদ ৫। দম্পতি ৬। দশমীদশা ৮। তিরি ৯। সাক্ষী ১১। কলকবজা ১৩। তাঞ্জাম ১৪। বাসাবাড়ি।

উপর-নীচ : ১। মদমত্ত ২। মতি ৩। বার্ণিশ ৪। দুর্দশা ৬। দরি ৭। মীনাক্ষী ৮। তিলেক ৯। সাজা ১০। মতামত ১১। করীন্দ্র ১২। বচসা ১৩। তাড়ি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কাদা-ধস বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত ওয়েনাড। প্রাণের খোঁজে অবিরাম তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা উদ্ধারকারীরা। দুই সেনার কাঁধে কিশোরী (বাঁদিকে)। ডানদিকে চুরালমালায় গ্রামবাসীদের উদ্ধারের চেষ্টায়।

কেরল সরকারের 'আগাম' সতর্কতা নিয়ে প্রশ্ন শা'র

৩ বার বার্তা পাঠিয়েছিল কেন্দ্র ■ পালটা যুক্তি বিজয়নের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : ওয়েনাডে কাদা ধসে দেড়শোর বেশি প্রাণহানির জন্য কার্যত কেরল সরকারকেই দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এদিন রাজ্যসভায় কেন্দ্রের বিপর্যয় সতর্কতা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন একাধিক বিরোধী সাংসদ। জবাবে বলতে উঠে কেরলে ক্ষমতাসীন পিনারাই বিজয়ন সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন অমিত শা। তিনি জানান, ওয়েনাডে কাদা ধস নামার এক সপ্তাহ আগেই কেরলকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছিল কেন্দ্রের তরফে। কিন্তু সেইসব সতর্কবার্তাকে আমল দেয়নি রাজ্য সরকার। পরিস্থিতি ঘোরাল হচ্ছে বুঝে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) একাধিক দলকেও কেরলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের আগমনের কথা জেনেও রাজ্য প্রশাসন সক্রিয় হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন অবশ্য কেন্দ্রের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এটা দোষারোপের সময় নয়। তবে ওয়েনাডের জন্য আবহাওয়া দপ্তরের তরফে কোনও লাল সতর্কতা জারি করা হয়নি। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। অথচ বাস্তবে জেলায় বৃষ্টি হয়েছে ৫০০ মিলিমিটারের বেশি।' ওয়েনাডে ধস নামতে পারে বলে জানিয়ে কেন্দ্রের তরফে কেরল সরকারকে কোনও সতর্কবার্তা পাঠানো হয়নি বলেও এদিন দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যবেক্ষকদের মতে, রাজ্যের দিকে আঙুল তুললেও কেন্দ্রীয় সরকারও যে ওয়েনাডে বিপর্যয়ের দায় এড়াতে পারে না পরোক্ষে সেই বার্তাই দিয়েছেন বিজয়ন। তবে সওয়াল-জবাবের মধ্যে দু'পক্ষই জানিয়েছে, পারস্পরিক সমন্বয় রেখেই ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালাবে কেন্দ্র-রাজ্য।

অমিত শা বলেন, '২৩ জুলাই দুর্ঘটনার এক সপ্তাহ আগে কেরল সরকারকে সতর্ক করেছিল কেন্দ্র। তার পর ২৪ জুলাই এবং ২৫ জুলাই ফের তাদের সতর্ক করা হয়। ২৬ জুলাই আরও একবার প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং ভূমিধসের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। এমনকী এনডিআরএফের ৯টি দলকেও কেরলে পাঠানো হয়েছিল। তাদের দেখেও যদি রাজ্য সরকার সতর্ক হত তাহলে হয়তো এতবড় বিপর্যয় হয়তো এড়ানো যেত।'

বিরোধীদের উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, '২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগাম সতর্কবার্তার ব্যবস্থা করতে ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে কেন্দ্র। প্রাপ্ত তথ্য রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে। সেই মতো কেরল সরকারকেও সতর্কও করা হয়েছিল। তারা গ্রামবাসীদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায়নি। যদি তাঁদের আগে থেকে সরানো হত, তাহলে এতগুলি মানুষের জীবনহানি হত না।' একই সঙ্গে কেরল সরকারের পাশে থাকার এবং সব ধরণের সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এদিন কেন্দ্রের বিপর্যয় সতর্কতা পরিকাঠামোর কার্যকারিতা বোঝাতে ওড়িশা ও গুজরাটের কথা উল্লেখ করেন শা। জানান, কয়েকবছর আগে কেন্দ্রের বার্তাকে গুরুত্ব দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা করতে সফল হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন ওড়িশা সরকার। রাজ্যে মাত্র একটি প্রাণহানি ঘটেছিল। গুজরাটে কারও মৃত্যু হয়নি। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি কেরল সরকারের অস্বস্তি বাড়াল বলে মনে করা হচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য গত কয়েকবছরে ৬ হাজার কোটি টাকার বেশি বারদ্দের বিষয়টিও এদিন উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জানান, এই খাদে বরাদ্দের বড় অংশ ইতিমধ্যে রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে।

বুধ ও বৃহস্পতিবার ওয়েনাডে মৃতদের স্মরণে শোক দিবস পালনের কথা ঘোষণা করেছে কেরল সরকার। ওয়েনাডে মৃতদের অনেকেই কর্ণাটকের বাসিন্দা। তাঁদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা জানিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

বাংলার রাজ্যপাল ওয়েনাডে

তিরুবনন্তপুরম ও কলকাতা, ৩১ জুলাই : আবহাওয়া খারাপ থাকায় বুধবার ওয়েনাড সফর বাতিল করেছেন সেখানকার 'প্রাক্তন' সাংসদ রাহুল গান্ধি। একই কারণে ধস বিধ্যস্ত এলাকায় যেতে পারেননি কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। তবে এদিনই ওয়েনাডে পৌঁছে গিয়েছেন আরেক জন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

কলকাতার রাজভবন সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতের বিমানে বোস কালিকট রওনা হয়ে যান। এদিন সকালে পৌঁছে গিয়েছেন ওয়েনাডে। কেন্দ্র-রাজ্যের উদ্ধারকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ত্রাণ

ও উদ্ধারকাজ তদারক করবেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের ওয়েনাড যাত্রা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে রাজি হননি তৃণমূল বা বাম নেতারা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক বিরোধী নেতার প্রশ্ন, কেরলে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের উপস্থিতি সত্ত্বেও বাংলার রাজ্যপাল হিসাবে বোস কীভাবে উদ্ধারকাজ তদারক করবেন? এদিন পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফেও তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে কেরলে পাঠানোর কথা জানানো হয়নি। তাহলে কার নির্দেশে ওয়েনাডে অবস্থান করছেন বাংলার রাজ্যপাল?

সিভি আনন্দ বোস নিজেও কেরলের বাসিন্দা। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ কেরলের কোট্টায়মে।

নমোর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ আনল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : জাত মন্তব্য নিয়ে সরগরম রাজনীতি। মঙ্গলবার রাহুল গান্ধির নাম না করে বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর লোকসভায় বলেছিলেন, যাঁর জাতের ঠিক নেই তিনি আবার গণনা নিয়ে মন্তব্য করছেন। তাঁর ওই মন্তব্যের বিরুদ্ধে তখনই একযোগে সুর চড়িয়েছিলেন রাহুল এবং অখিলেশ যাদব। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর দলের সাংসদের ওই মন্তব্যটিকে সামাজিকমাধ্যমে শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, 'আমার তরুণ এবং উদ্যমী সহকর্মী অনুরাগ ঠাকুরের এই বক্তব্য অবশ্য শোনা উচিত। তথ্য ও ব্যঙ্গের দুর্দান্ত মিশ্রন এটি। ইন্ডিয়া জোটের নোংরা রাজনীতির মুখোশ খুলে গিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রীর এই পোস্টের পর তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ এনেছে কংগ্রেস। দলের সাংসদ চরণজিৎ সিং চান্নি লোকসভার মহাসচিবের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অনুরাগ ঠাকুরের যে সমস্ত কথা লোকসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলি শেয়ার করার অভিযোগ উঠেছে মোদির বিরুদ্ধে। চান্নি বলেন, 'অনুরাগ ঠাকুর লোকসভায় একাধিক আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। তাঁর একাধিক মন্তব্য পরে বাদ দিয়ে দেন স্পিকার। কিন্তু হামিরপুরের বিজেপি সাংসদের পুরো মন্তব্যটিকেই সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। যে মন্তব্য একবার স্পিকার বাদ দেন সেটা প্রশংসা করে শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমি ওঁর কাজে অবাক হয়ে গিয়েছি। তাই আমি স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ দিয়েছি।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'সংসদে কারও জাত নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় না। ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার জন্যই এটা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীরও এমন অশালীন মন্তব্যকে সমর্থন করা ঠিক নয়। উনি যা করেছেন তার নিন্দা করছি।'

'ভুল থেকে শিক্ষা নিন মোদি'

পরিস্থিতি অনুকূলে, সাংসদদের সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরই বোঝা গিয়েছিল হাওয়া কোনদিকে বইছে। তাই এই বহু কষ্টার্জিত অনুকূল পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই হাতছাড়া না হয় সেকথা কংগ্রেস সাংসদদের ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে তাঁর সাফ বার্তা, তিনি যেন লোকসভা ভোটের ফল থেকে শিক্ষা নেন। বুধবার পুরোনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে বসেছিল কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠক। সেখানে সোনিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোনিয়ার বক্তব্যে পরিষ্কার, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, প্রশ্নপত্র ফাঁস, অগ্নিবীরের মতো ইস্যুগুলিকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে জনমানসে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তাকে ইভিএম বন্দি করতে চায় কংগ্রেস। আর সেই কাজটি আসন্ন মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড সহ চার রাজ্যের বিধানসভা ভোট থেকেই শুরু করতে চায় কংগ্রেস। সোনিয়া বলেন, 'পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে রয়েছে। কিন্তু লোকসভা ভোটের সময় যে ভালো ধারণা তৈরি হয়েছিল তা বজায় রাখা জরুরি।' কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের প্রতি সোনিয়ার সাফ কথা, 'আমরা যেন আত্মতুষ্টিতে না ভুগি কিংবা আত্মবিশ্বাসী না হয়ে পড়ি। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, লোকসভা ভোটের ধারা বজায় রেখে আমরা যদি ভালো ফল করি, তাহলে জাতীয় রাজনীতিতে পরিবর্তন হবেই।'

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, লোকসভা ভোটে যে ব্যর্থতার মুখোমুখি সরকার হয়েছে তা থেকে কোনও শিক্ষাই তারা নিচ্ছে না। বরং সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ভেদাভেদ এবং শত্রুতা ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেই চলেছে তারা। সোনিয়া বলেছেন, কৃষক এবং তরুণদের দাবিগুলি লাগাতার উপেক্ষা করা হচ্ছে। কোটি কোটি পরিবার ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে তাদের শীর্ষ নেতৃত্ব উদাসীন। মানুষ কেন মোদি সরকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিল না সেটা বোঝার চেষ্টা করতেও বলেছেন সোনিয়া। মণিপুরে শান্তি ফেরেনি। অথচ সরকারের হুঁশ ফিরছে না। সরকারি কর্মচারীদের আরএসএসের সদস্য হওয়ার সুযোগ নতুন করে দেওয়ার জন্যও সরব হয়েছেন সোনিয়া। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস, কাঁওয়ার যাত্রা নিয়েও এদিন সরব হয়েছেন তিনি।

সংসদে বুলেট ট্রেনের বন্দনায় বৈষ্ণো

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষেই দেশে বুলেট ট্রেন চলবে বলে ৬ বছর আগে জানিয়েছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। ৭৫তম বর্ষপূর্তির পর দু'বছর কেটে গেলেও এখনও দেশের মাটিতে চাকা গড়ায়নি বুলেট ট্রেনের। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি রেল দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সম্প্রতি একের পর এক রেল দুর্ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে নাগরিকদের।

অথচ সংসদে বুধবার রেল দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ এড়িয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে বরং কথা বলতে দেখা গেল বুলেট ট্রেন নিয়ে। দেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বুলেট ট্রেন চালানোর জন্য দ্রুতগতিতে কাজ চলছে বলে তিনি জানান। শীঘ্রই ভারতে ওই ট্রেন চলবে, আশা রেলমন্ত্রীর। তিনি বলেন, ভারতেই বুলেট ট্রেন তৈরির কাজ চলছে একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে।

বুধবার লোকসভার অধিবেশনে যোগ দিয়ে বুলেট ট্রেন প্রসঙ্গে বৈষ্ণো বলেন, জাপানের সহায়তায় এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ভারতে এসেছে। ৩২০ কিলোমিটার যাত্রাপথের কাজ প্রায় শেষ। এখন শুধু চাকা গড়ানোর অপেক্ষা। বৈষ্ণোর কথায়, 'বুলেট ট্রেন একটি অত্যন্ত জটিল এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প। যাত্রীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে জাপানি রেলওয়ের সাহায্যে এই প্রকল্পের নকশা তৈরি করা হয়েছে। ভারতের পরিবেশ এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প রূপায়িত হবে। সমস্ত কাঠামো, রেললাইন, বিদ্যুতের সিগন্যালিং এবং টেলি যোগাযোগের কাজ সম্পন্ন হলে বুলেট ট্রেন চালু করার দিনক্ষণ স্থির করা যাবে।'

দেশে প্রথম বুলেট ট্রেনটি চলবে মুম্বই থেকে আহমেদাবাদ পর্যন্ত। এই ৫০৮ কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে এই মুহূর্তে ৩২০ কিলোমিটারে কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ইউপিএসসি'র নয়া চেয়ারপার্সন

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) নতুন চেরাপার্সন হলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যসচিব প্রীতি সুদান। অবসরপ্রাপ্ত এই আইএএস ১ অগাস্ট থেকে দায়িত্ব নেবেন। মেয়াদ ২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত। অন্ধ্রপ্রদেশ ক্যাডারের প্রীতি ১৯৮৩ সালের আইএএস ব্যাচ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাতেও কাজ করেছেন তিনি। ৩৭ বছর বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার পর ২০২০ সালে অবসর নেন।

জিএসটি : নির্মলাকে চিঠি গড়করির

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : পণ্য-পরিষেবা কর (জিএসটি) কাঠামো নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ নতুন নয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপর করের হার কমানোর দাবি প্রায়ই শোনা যায়। এবার জিএসটি কমানোর দাবি উঠল কেন্দ্রীয় সরকারের অন্দরেই। দাবি তুললেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতীশ গড়করি নিজে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে চিঠি লিখে, জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামের ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের 'অনুরোধ' জানিয়েছেন তিনি।

একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অর্থমন্ত্রীকে চিঠি লিখে কর কমানোর আবেদন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বর্তমানে জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামের সঙ্গে দেয় জিএসটি'র পরিমাণ ১৮ শতাংশ।

গড়করি জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের এলআইসি কর্মী সংগঠন বিমার প্রিমিয়ামের ওপর জিএসটি প্রত্যাহারের বিষয়ে সক্রিয় হতে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিল।

বিমার কিস্তিতে বাতিলের দাবি

তাদের দাবি মেনে অর্থমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। সীতারামনের উদ্দেশে গড়করি লিখেছেন, 'আমি আপনাকে বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ করছি। এরফলে শুধু যে প্রবীণ নাগরিকরাই উপকৃত হবেন তা নয়, অসংখ্য বিমাকারীর সুবিধা হবে।'

দিল্লি পুরনিগমের কাজ হাস্যকর, মন্তব্য কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : রাজধানীর কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জল ঢুকে তিন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় বুধবার দিল্লি পুরনিগম (এমসিডি)-কে তুলোধোনা করল দিল্লি হাইকোর্ট। শহরের নিকাশির অব্যবস্থা নিয়ে আদালত বলেছে, পুরনিগম হাসি-মশকরার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজেন্দ্রনগরের দুর্ঘটনায় জবাবদিহি করতে বৃহস্পতিবার পুরনিগমের কমিশনারকে সমন পাঠিয়েছে উচ্চ আদালত।

দিল্লি হাইকোর্টের কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতি মনমোহনের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এদিন নির্দেশ দিয়েছে, শুক্রবারের মধ্যে রাজেন্দ্রনগরের যাবতীয় জবরদখল, বিশেষত নর্দমা আটকে জবরদখল সরাতে হবে। বর্তমান মামলার তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দেওয়া হতে পারে বলেও এদিন ইঙ্গিত দেয় আদালত।

পুরনিগমকে ভর্ৎসনা করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এটা আপনাদের কী ধরনের পরিকল্পনা? যেদিন খরার অভিযোগ করা হচ্ছে, তার পরের দিন বন্যায় ডুবে যাচ্ছে শহর? কে অনুমোদন দেয় বাড়ি তৈরির এহেন পরিকল্পনায়? তাঁকে কি বরখাস্ত করা হয়েছে? তাঁকে নিশ্চয়ই ডবল প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে। দিল্লি পুরনিগমের কর্মকাণ্ড পুরোপুরি হাস্যকর।'

তিন পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি দাবি করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বুধবারের শুনানিতে দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকারকেও একহাত নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি মনমোহন। তাঁর মন্তব্য, 'বসতি উন্নয়নে পুরোপুরি খয়রাতি সংস্কৃতি চলছে। যেখানে খয়রাতি থাকবে, সেখানে দুর্ঘটনাও ঘটবে।' তাঁর প্রশ্ন, 'আপনারা খয়রাতি করছেন, কিন্তু কর আদায় করছেন না। কেন?' শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

জালিয়াতি বহিষ্কৃত পূজা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : বিতর্কিত আইএএস শিক্ষানবীশ পূজা খেদকারের নিয়োগ বাতিল করল ইউপিএসসি। ভবিষ্যতে ইউপিএসসি'র আর কোনও পরীক্ষায় বসতে পারবেন না পূজা। বুধবার বিবৃতি দিয়ে এই বার্তা জানিয়েছে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)।

জালিয়াতির অভিযোগে পূজা খেদকার আগেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁকে শোকজ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, পরীক্ষায় সংরক্ষণের সুবিধা পেতে

ভুয়ো শংসাপত্র পেশ করেছিলেন পূজা। একাধিকবার পরীক্ষায় বসেন। কেন তিনি এটা করেছেন সেই ব্যাপারে কারণ দেখাতে ইউপিএসসি ২৫ জুলাই পর্যন্ত তাঁকে সময় দেয়। পূজা ৪ অগাস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়ার অনুরোধ জানান। ইউপিএসসি তা নাকচ করে ৩০ জুলাই পর্যন্ত সময় বাড়ায়। বলা হয়, এরপর আর কোনও অনুরোধ শোনা হবে না। কমিশন জানিয়েছে, সময় বাড়ানো সত্ত্বেও পূজা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁর ব্যাখ্যা জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, পূজার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত নিযুক্ত ১৫ হাজারেরও বেশি আমলার যাবতীয় নথি খতিয়ে দেখছে ইউপিএসসি।

২৫০ কিমি পথ চিনে প্রভুর কাছে 'মহারাজ'

বেঙ্গালুরু, ৩১ জুলাই : 'মহারাজ' ফিরল। প্রভুর সঙ্গে তীর্থযাত্রায় গিয়ে দলছুট হয়ে যায় পোষ্য কুকুর। নাম মহারাজ। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে রাস্তা চিনে ২৫০ কিলোমিটার ছুটে বাড়িতে ফিরেছে সে। প্রভুকে দেখেই ল্যাজ নাড়াতে শুরু করে। তাকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বল প্রভু কমলেশ্বর কুম্ভর। উত্তর কর্ণাটকের বেলাগাভি জেলার নিপানি তালুকের ইয়ামাগর্নি গ্রামের ঘটনা।

কালো রঙের নেড়ি কুকুরটিকে শুধু তার প্রভু নয়, ভালোবাসে গ্রামের মানুষও। তারাই আদর করে তার নাম দিয়েছে মহারাজ। সে ফিরে আসায় দারুণ খুশি গ্রামের মানুষ। গলায় মালা পরিয়ে তাকে বরণ করেন তাঁরা। মহারাজের সম্মানে ভোজের আয়োজন হয়।

আষাঢ় একাদশীতে ধর্মীয় পদযাত্রায় পন্ধরপুরে গিয়েছিলেন কমলেশ্বর কুম্ভর। প্রভুর সঙ্গে যায় তাঁর পোষ্য সারমেয় মহারাজ। জুনের শেষ সপ্তাহের ঘটনা। ভজন গাইতে গাইতে এগোচ্ছিলেন তাঁরা।

কমলেশ্বর কুম্ভর জানিয়েছেন, মহারাজ ভজন শুনতে ভালোবাসে। সে তাঁদের অনুসরণ করছিল। বিঠোবা মন্দির দর্শনের পর কুম্ভ হঠাৎ লক্ষ করলেন মহারাজ নেই। খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তন্ন তন্ন করে খোঁজা চলে। স্থানীয়রা বলেন, অন্য কোনও দলের সঙ্গে হয়তো মহারাজ চলে গিয়েছে। তারপরেও প্রভু থেকে যান মহারজের জন্য। ১৪ জুলাই বাড়িতে ফেরেন হতাশ হয়ে।

বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে অবাক কমলেশ্বর। দেখেন বাড়ির সামনে ল্যাজ নাড়াচ্ছে মহারাজ।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হামাস প্রধান

দায়ী ইজরায়েল, দাবি হামাস-ইরানের

ইসমাইল হানিয়াহ

- ■ ১৯৬৩ : গাজার শরণার্থী শিবিরে জন্ম
- ■ ১৯৮০'র দশক : হামাসে যোগদান
- ■ ১৯৮৯ : ইজরায়েলের হাতে বন্দি
- ■ ১৯৯২ : লেবানন সীমান্তে নো ম্যান্সল্যান্ডে একবছর কাটাতে বাধ্য হন
- ■ ১৯৯৩ : গাজায় ফিরে আসেন
- ■ ১৯৯৭ : হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনের অফিস প্রধান
- ■ ১৯০৬ : প্যালেস্তাইন কর্তৃপক্ষের প্রধানমন্ত্রী
- ■ ১৯১৭ : হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান

তেহরান, ৩১ জুলাই : ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে নিহত হলেন প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাসের শীর্ষনেতা ইসমাইল আবদেল সালেম হানিয়াহ। হামাসের দাবি, ইজরায়েলি বিমানবাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হানিয়াহের মৃত্যু হয়েছে। হামাসের সুরে সুর মিলিয়ে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারের দিকে আঙুল তুলেছে ইরানও। সেদেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খোমেইনি ইজরায়েলকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'জঙ্গি ইহুদি রাষ্ট্র আমাদের অতিথিকে আমাদেরই সীমানায় খুন করেছে। ওদের কঠিন শাস্তির জন্য তৈরি থাকতে হবে।' ইয়রায়েল অবশ্য বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি।

তেহরানে হামলার কয়েকঘণ্টা আগে ইজরায়েলি সেনা লেবাননের রাজধানী বেইরুটে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল। সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র দাবি করেছিলেন, তাদের আক্রমণে বেইরুটে হিজবুল্লার একজন প্রথমসারির কমান্ডার প্রাণ হারিয়েছেন।

হানিয়াহের মৃত্যুর জেরে মধ্যপ্রাচ্যে যেকোনও মুহূর্তে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। হামাসের পাশাপাশি ইরানের নতুন সরকারের ওপর ইজরায়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জন্য চাপ বাড়বে। ইরান ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে শুধু হামাস নয়, হুতি এবং হিজবুল্লা জঙ্গিরাও মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি ও মার্কিন অবস্থানগুলিকে নিশানা করবে। এমনকি ন্যাটোর সদস্য দেশ তুরস্কও ইজরায়েলবিরোধী জোটে শামিল হতে পারে। রাশিয়া ও চিন স্বাভাবিকভাবেই এই জোটের দিকে ঝুঁকবে। বুধবার রুশ বিদেশমন্ত্রক হানিয়াহের খুনকে 'অগ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড' বলে উল্লেখ করেছে।

এদিকে ইজরায়েল আক্রান্ত হলে আমেরিকার পক্ষে হাত গুটিয়ে বসে থাকা কঠিন। সেক্ষেত্রে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক দেশ আরব ভূখণ্ডে সেনা সমাবেশ করবে। ফলে ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ বড় যুদ্ধে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। দিনকয়েক আগে ইয়েমেনের হিজবুল্লা জঙ্গিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইজরায়েলে ১৪টি শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। তারপরেই হিজবুল্লা, হামাস ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে পালটা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তেহরানে হামাস নেতার হত্যাকাণ্ড ইজরায়েলের পূর্বঘোষিত প্রতিশোধ পূরণ কি না তা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

হামাসের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মঙ্গলবার ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরে তেহরানে নিজের বাসভবনে ফিরে এসেছিলেন হানিয়াহ। তাঁর সঙ্গে হামাস এবং হিজবুল্লার বেশ কয়েকজন সদস্য ছিলেন। ইহুদি সেনার বিমান হামলায় তাদেরও মৃত্যু হয়েছে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'ইসমাইল হানিয়াহ শহিদ হয়েছেন। তাঁর রক্ত বৃথা যাবে না। প্যালেস্তিনীয়রা জানেন, তাঁদের কঠোর ত্যাগস্বীকার করতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব।'

পরিস্থিতি যে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে তা আঁচ করেছে আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন পিঁয়েরে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বাস করেন যে ইজরায়েল ও হিজবুল্লার মধ্যে যুদ্ধ এড়ানো যেতে পারে। এটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাক আমরা সেটা চাইছি না। সর্বত্র যুদ্ধ দেখতে চায় না আমেরিকা।'

বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ধ্বংসের কারণ ও ফলাফল

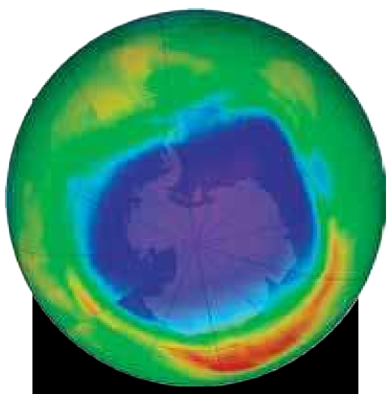

বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসীয় স্তর হল ওজোন স্তর। বায়ুমণ্ডলে খুব অল্প পরিমাণে ওজোন গ্যাসের অস্তিত্ব আছে। এই গ্যাসের মোট পরিমাণ বায়ুমণ্ডলের মাত্র 0.00006%। ওজোন এক প্রকার হালকা নীল বর্ণের আঁশটে গন্ধযুক্ত গ্যাস। 1785 সালে বিজ্ঞানী ভান মারুম প্রথম এই গ্যাসের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। 1840 সালে বিজ্ঞানী স্কোনবি (Christian Friedrich Schonbein) এই নতুন ধরনের গ্যাসটির উপস্থিতি প্রমাণ করেন। গ্রিক শব্দ “Ozein” থেকে ওজোন (Ozone) শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হল গন্ধ (Smell)। এরপর 1913 সালে বিজ্ঞানী হেনরী বুশন ও বিজ্ঞানী চার্লস ফেব্রি ওজোন গ্যাসের স্তর আবিষ্কার করেন।

ডঃ সঞ্জিত কুমার শীল শর্মা
সহকারী অধ্যাপক
মাথাভাঙ্গা কলেজ, কোচবিহার

ওজোন গ্যাসের স্তর :-

ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে প্রায় 15-50 কিমি উচ্চতায় ওজোন গ্যাসের একটি স্তর লক্ষ করা যায়। এই অংশটি ওজোনোস্ফিয়ার নামে পরিচিত। ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ওজোন স্তরের ঘনত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব 250 ডবসন, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব 350 ডবসন। কিন্তু মেরু অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব 450 ডবসন। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের স্তরের গড় গভীরতা 3 মিলিমিটার।

ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব ডবসন এককে প্রকাশ করা হয়। স্পেকটোমিটার যন্ত্রে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয়। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী গর্ডন ডবসন।

ওজোন স্তরের সৃষ্টি :-

বায়ুমণ্ডলের প্রায় 15-50 কিমি উচ্চতা অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি হয়, দুটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রথমে বায়ুমণ্ডলে আগত সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে অক্সিজেন অণু (O_2) ভেঙে গিয়ে অক্সিজেন পরমাণু (O+O) গঠন করে। একে আলোক বিয়োজন বলা হয়। তারপর উক্ত অক্সিজেন (O) পরমাণু আবার অক্সিজেন অণুর (O_2) সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংযোজন ঘটে। ($O + O_2 = O_3$) এর ফলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে ওজোন (O_3) গঠন করে। একে তাপ সংযোজন প্রক্রিয়া বলা হয়।

ওজোন গ্যাসের স্তরের গুরুত্ব :-

বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের স্তর থাকায় পৃথিবীর জীব সকল সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে রেহাই পায়। সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মির 99% ওজোন গ্যাসের স্তর দ্বারা শোষিত হয়। এই অতিবেগুনী রশ্মি মানুষের চোখ ও চামড়ার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। উদ্ভিদ ও বাস্তুতন্ত্রের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে। ওজোন গ্যাসের স্তর ছাতার মতো পৃথিবীর জীবজগৎকে অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাব থেকে রক্ষা করে বলে ওজোন স্তরকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলে।

ওজোন স্তর ধ্বংসের কারণ :-

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবীয় কারণে ওজোন স্তর আজ ধংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কারণগুলি হল -

A) প্রাকৃতিক কারণ :- প্রতি 10-12 বছর পর সূর্যরশ্মির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন বেশি পরিমাণে নাইট্রাস অক্সাইডে পরিণত হয়। এই নাইট্রাস অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবার অনেক সময় কুমেরু অঞ্চল থেকে ওজোন গ্যাস 60^{o} -70^{o} অক্ষরেখা বরাবর জমা হয়। এর ফলেও কুমেরু অঞ্চলে ওজোন স্তর পাতলা হয়ে ওজোন গহ্বরের সৃষ্টি হয়।

B) মানবীয় কারণ :- প্রাকৃতিকভাবে ওজোন ধ্বংস হলেও প্রকৃতিই আবার তার ভারসাম্য ঠিক করে দেয়। কিন্তু ওজোন স্তর ধ্বংসের জন্য মানুষের ক্রিয়াকলাপই প্রধানত দায়ী।

1) CFC গ্যাসের নির্গমন :- ক্লোরিন, ফ্লুওরিন ও কার্বনের মিশ্রিত যৌগ হল CFC বা ক্লোরোফ্লুরোকার্বন। ফ্রিজ, রঙের স্প্রে, হিমঘর, এয়ার কন্ডিশনার, বডি স্প্রে, হেয়ার স্প্রে প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় CFC। যেগুলি উর্ধ্বাকাশে উঠে ওজোন স্তর ধ্বংস করে।

2) হ্যালোন গ্যাস :- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে হ্যালোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। সূর্যের স্টি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে হ্যালোন অণু ব্রোমিন পরমাণুতে পরিণত হয় যা ওজোন অণুকে ধ্বংস করে।

3) সালফেট যৌগ :- বিভিন্ন কলকারখানার চিমনি থেকে নির্গত সালফার ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও সূর্যরশ্মির প্রভাবে সালফেট যৌগ তৈরি করে যা ওজোন অণুকে ভেঙে দেয়।

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

4) মিথাইল ব্রোমাইড :- মিথাইল ব্রোমাইড কীটনাশক তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা ওজোন স্তরের ক্ষতিসাধন করে।

5) কৃষিতে সারের ব্যবহার :- কৃষিতে অত্যধিক রাসায়নিক সার বিশেষ করে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করার ফলে নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন করে যা ওজোন স্তরের বিনাশ ঘটায়।

6) মিথেন গ্যাস :- উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ পচনের ফলে যে মিথেন গ্যাস তৈরি হয় তা বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজোন গ্যাস ধ্বংস করে দেয়।

7) সুপারসনিক জেট বিমান :- স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে চলাচলকারী দ্রুতগামী জেট বিমানগুলি নাইট্রোজেন অক্সাইড ত্যাগ করে ওজোন গ্যাসের বিনাশ ঘটায়।

ওজোন গহ্বর বা ওজোন ছিদ্র :-

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের প্রায় 15-50 কিমি উচ্চতায় ওজোন গ্যাসের স্তর অবস্থান করছে। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে বিশেষ করে ওজোন গ্যাস ধ্বংসকারী উপাদানগুলি নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত ওজোন গ্যাসের স্তরটির ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বিজ্ঞানী ফারমেন ওজোন স্তরের এই অবনমনকে ওজোন গহ্বর বা ওজোন ছিদ্র নামে অভিহিত করেছেন। আন্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড অঞ্চলে ওজোন স্তরের এই গহ্বর বা ছিদ্র লক্ষ করা যায়। 2000 সালে আন্টার্কটিকা অঞ্চলে ওজোন গহ্বরের আয়তন ছিল প্রায় 2.95 কোটি বর্গ কিমি।

ওজোন গহ্বর বা ছিদ্রের ফলাফল বা প্রভাব :-

ওজোন স্তর হ্রাসের ফলে বা ছিদ্রের ফলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এর ফলে পৃথিবীর পরিবেশ ও জীবজগতের উপর নানা বিরূপ প্রভাব পড়ে। যেমন -

1) জীববৈচিত্র্য হ্রাস :- ওজোন ধ্বংসজনিত কারণে অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে বহু ধরনের জীবের বিনাশ হয়। অনেক স্থলজ ও জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ ও ব্যাকটিরিয়ার বিনাশ ঘটবে। এর ফলে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাবে।

2) মানুষের ক্ষতি :- অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে মানুষের চর্মরোগ, ত্বক ক্যানসার, চোখে ছানি পড়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

3) উদ্ভিদের উপর প্রভাব :- অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে উদ্ভিদের ক্লোরোফিল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বীজের অঙ্কুরোদগম বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

4) প্রাণীদের উপর প্রভাব :- সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে বিভিন্ন প্রাণীর ক্যানসার বৃদ্ধি পায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, বংশবিস্তার ব্যাহত হয়।

5) বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত :- অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে পৃথিবীর স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয়।

6) প্রবাল ধ্বংস :- অতিবেগুনী রশ্মির আগমনের ফলে সমুদ্রজলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সামুদ্রিক প্রবালের মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে।

7) বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট :- ওজোন একটি গ্রিন হাউস গ্যাস। পৃথিবীকে উষ্ণ রাখতে এটি সাহায্য করে। ওজোন গ্যাস ধ্বংসের ফলে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

8) পৃথিবীপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি :- অতিবেগুনী রশ্মি ভূপৃষ্ঠে আগমনের ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। যার প্রভাবে পৃথিবীর জলবায়ু, শস্য উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

9) অ্যাসিড বৃষ্টি :- বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ার ফলে অ্যাসিড বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

ওজোনোস্ফিয়ার বা ওজোন স্তর সংরক্ষণের উপায় :-

ওজোন স্তর রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন -

1) CFC গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার কমানো।

2) বার্নিস, রং, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন ও ব্যবহার কমানো।

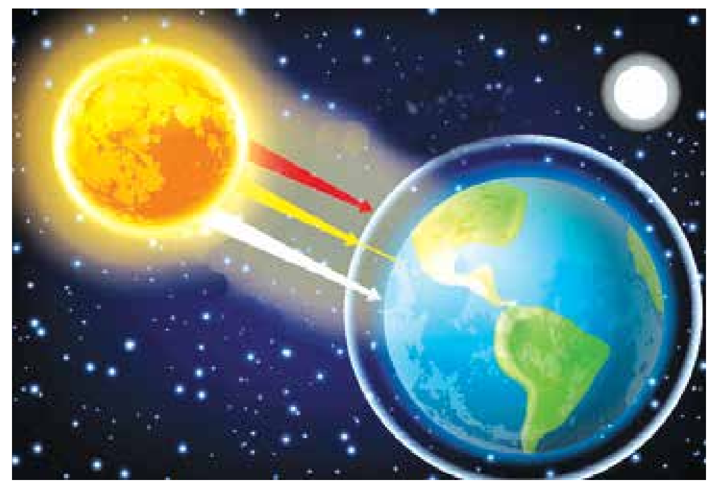

3) মনট্রিল প্রোটোকল (1987), লন্ডন কনফারেন্স (1989), এজেন্ডা - 21 (1992) মেনে চলা।

4) সুপারসনিক বিমান ও রকেটের ব্যবহার কমানো।

5) রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা।

6) পচনশীল বস্তু, জৈব আবর্জনা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ।

7) ওজোন গ্যাসের স্তর ও ওজোন গহ্বর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

বিভিন্ন অধ্যায়ে নম্বর বিভাজন ও প্রস্তুতি

উচ্চমাধ্যমিক সিমেস্টার সিস্টেম ২০২৪-কে কেন্দ্র করে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠক্রম থেকে পরীক্ষা পদ্ধতি, সবকিছুর ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন এনেছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২০২৪-’২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে চালু হচ্ছে সিমেস্টার প্রক্রিয়া, এই সম্পর্কে তোমরা সকলেই অবগত। আজ সেই সিমেস্টার পদ্ধতি, নম্বর বিভাজন সহ একাদশ শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের নতুন সিলেবাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

পরীক্ষিৎ ঘোষ, *শিক্ষক*
মিলনপল্লি উচ্চবিদ্যালয়,
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

দীর্ঘ দশ বছর পর নতুন করে উচ্চমাধ্যমিকের তথা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাস পরিবর্তন করা হল। এর আগে উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস পরিবর্তিত হয়েছিল ২০১৩ সালে। এই নতুন সিলেবাসে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে (WBHS Semester System 2024)। জাতীয় শিক্ষানীতির কথা মাথায় রেখেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠক্রমকে চারটে সিমেস্টারে ভাগ করার কথা ঘোষণা করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২০২৪ সালে যে সকল ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে তারাই প্রথম এই সিমেস্টার পদ্ধতিতে একাদশ শ্রেণির ও পরবর্তীতে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দেবে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে মোট চারটি সিমেস্টার হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ একাদশ শ্রেণির দুটি সিমেস্টারের পরীক্ষা নেবে ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ দ্বাদশ শ্রেণির দুটি সিমেস্টারের পরীক্ষা নেবে। তবে উচ্চমাধ্যমিকের মূল্যায়ন শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণির দুটি সিমেস্টারের নম্বরের ভিত্তিতেই হবে। একাদশ শ্রেণির সিমেস্টারের নম্বর এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না। একাদশ শ্রেণির সিমেস্টারকে প্রথম ও দ্বিতীয় সিমেস্টার বলা হবে এবং দ্বাদশ শ্রেণির সিমেস্টারকে তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টার বলা হবে। ছাত্রছাত্রীরা একাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলেই তাদেরকে তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের জন্য অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে।

WBHS Semester System 2024-এর নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, একাদশ শ্রেণির প্রথম ও দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সিমেস্টার হবে অক্টোবর মাসে এবং একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় ও দ্বাদশ শ্রেণির চতুর্থ সিমেস্টার হবে এপ্রিল মাসে। সংসদ কর্তৃক সেই পরীক্ষাসূচিও ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

একাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রথম সিমেস্টারে কেবলমাত্র MCQ প্রশ্ন থাকবে এবং দ্বিতীয় সিমেস্টারে SAQ সহ অন্যান্য বড় প্রশ্ন থাকবে। অনুরূপভাবে দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রেও তৃতীয় সিমেস্টারে কেবলমাত্র MCQ প্রশ্ন থাকবে এবং চতুর্থ সিমেস্টারে SAQ সহ অন্যান্য বড় প্রশ্ন থাকবে।

প্র্যাকটিকাল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ও তৃতীয় সিমেস্টারে ৩৫ নম্বরের MCQ প্রশ্ন থাকবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারে SAQ সহ অন্যান্য বড় প্রশ্ন মিলিয়ে ৩৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। ৩০ নম্বরের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা আগের মতোই আয়োজিত হবে।

নন প্র্যাকটিকাল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ও তৃতীয় সিমেস্টারে ৪০ নম্বরের MCQ প্রশ্ন থাকবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারে SAQ সহ অন্যান্য বড় প্রশ্ন মিলিয়ে ৪০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। এক্ষেত্রেও আগের মতোই ২০ নম্বরের প্রোজেক্ট ওয়ার্ক থাকবে।

প্রথম, দ্বিতীয় সিমেস্টারের সময়সীমা হবে দেড় ঘণ্টার এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের সময়সীমা হবে দু’ঘণ্টার।

প্রতিটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়া বা পাশ করার জন্য মূল নম্বরের ৩০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে এবং প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পাশ নম্বর পেতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করতে গেলে লিখিত পরীক্ষার

একাদশ শ্রেণি ইংরেজি

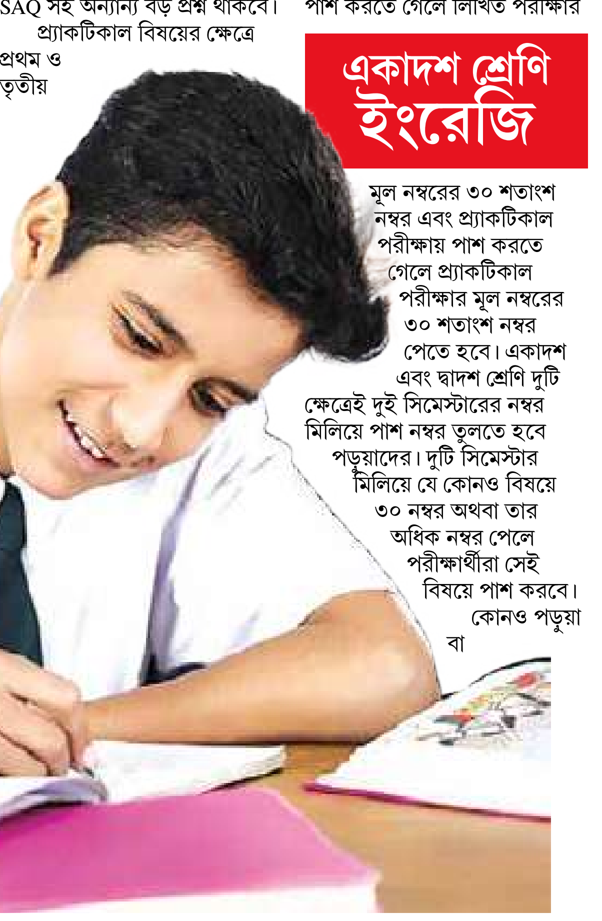

মূল নম্বরের ৩০ শতাংশ নম্বর এবং প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় পাশ করতে গেলে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার মূল নম্বরের ৩০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণি দুটি ক্ষেত্রেই দুই সিমেস্টারের নম্বর মিলিয়ে পাশ নম্বর তুলতে হবে পড়ুয়াদের। দুটি সিমেস্টার মিলিয়ে যে কোনও বিষয়ে ৩০ নম্বর অথবা তার অধিক নম্বর পেলে পরীক্ষার্থীরা সেই বিষয়ে পাশ করবে। কোনও পড়ুয়া বা পরীক্ষার্থী যদি প্রথম সিমেস্টারের শূন্য পায় বা ফেল করে তাহলে পরের সিমেস্টারে তার পাশের সুযোগ থাকছে অর্থাৎ পরের

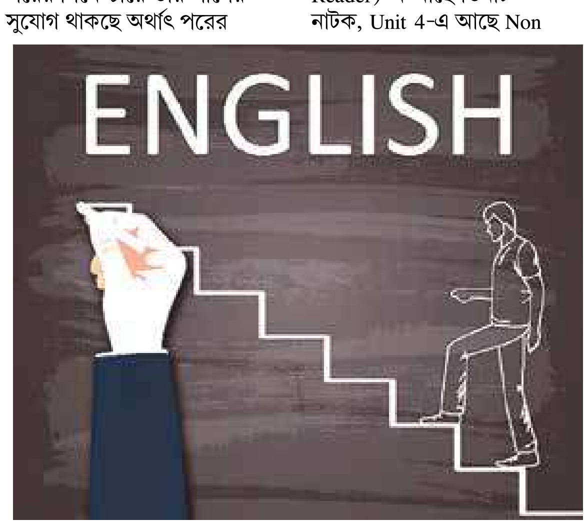

সিমেস্টারে তাকে অধিক নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। একাদশ ও দ্বাদশ দুই শ্রেণির জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ স্পষ্টভাবেই জানিয়েছে যে, কোনও পড়ুয়া লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও প্রোজেক্ট বা প্র্যাকটিকালে যদি ফেল করে তাহলে সেই পড়ুয়াকে অনুত্তীর্ণ বা ফেল হিসাবেই গণ্য করা হবে।

একাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পড়ুয়ারা নিজের স্কুলেই দিতে পারবে। দ্বাদশ শ্রেণিতে দুটি সিমেস্টারের ক্ষেত্রেই বাইরের স্কুলে পরীক্ষা হবে। দুটি সিমেস্টারের পরীক্ষাই একটি নির্দিষ্ট স্কুলে হবে।

এবার আলোচনা করা যাক একাদশ শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের সিলেবাস নিয়ে। প্রথম সিমেস্টারে ইংরেজি বিষয়ের পাঠক্রমকে পাঁচটি ইউনিট এ ভাগ করা হয়েছে। Unit 1(Prose)-এ আছে তিনটি গল্প, Unit 2 (Verse)-এ আছে তিনটি কবিতা, Unit 3 (Rapid Reader)-এ আছে তিনটি নাটক, Unit 4 (Textual Grammar)-এ আছে ব্যাকরণ এবং Unit 5 (Reading Comprehension)-এ আছে Unseen Passage. এই

পাঁচটি ইউনিটের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউনিট থেকে ৩০ (১০+১০+১০) নম্বর এবং চতুর্থ ও পঞ্চম ইউনিট থেকে থাকছে ১০ (৫+৫) নম্বর। এই প্রথম সিমেস্টারে মোট ৪০ নম্বরের পরীক্ষা শুধুমাত্র MCQ (Multiple Choice Questions)-এর ওপর ভিত্তি করেই হবে। এক্ষেত্রে ৪০টি MCQ থাকবে আর সময় থাকবে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

দ্বিতীয় সিমেস্টারের ক্ষেত্রেও ইংরেজি বিষয়ের পাঠক্রমকে পাঁচটি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। Unit 1(Prose)-এ আছে চারটি গল্প, Unit 2 (Verse)-এ আছে দুটি কবিতা, Unit 3 (Rapid Reader)-এ আছে তিনটি নাটক, Unit 4-এ আছে Non Textual Grammar এবং Unit 5-এ আছে Writing Skill. এই পাঁচটি ইউনিটের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিট থেকে ২০ নম্বর (১০+১০), তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট থেকে ১০ (৫+৫) এবং পঞ্চম ইউনিট থেকে থাকছে ১০ নম্বর। এই দ্বিতীয় সিমেস্টারের মোট ৪০ নম্বরের পরীক্ষা কিন্তু SAQ (Short Answer Type Questions) সহ বড় প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে হবে আর সময় থাকবে ২ ঘণ্টা।

পরিশেষে, ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলব ২০২৪-’২৫ সেশনে, কাউন্সিল পোর্টালে নিজেদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কি না সে বিষয়ে প্রথমেই নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। তারপর নতুন সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি করে নিয়ে প্রথম সিমেস্টারের জন্য প্রস্তুত হতে। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে প্রথম সিমেস্টার সুতরাং খুব বেশি সময় কিন্তু তোমাদের হাতে নেই। যেহেতু প্রথম সিমেস্টার পুরোপুরি MCQ ভিত্তিক এবং গ্রামারের প্রশ্নও শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিট থেকেই থাকবে তাই টেক্সট বইয়ের প্রতিটি লাইন খুব ভালো করে খুঁটিয়ে পড়তেই হবে। এছাড়াও Reading Comprehension-এর জন্যে বিভিন্ন Unseen Passage-গুলো প্র্যাকটিস করে যেতে হবে। মনে রেখো, ‘The more you practice the better you'll be...’।

অভিব্যক্তির খুঁটিনাটি

দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কিছু দিন পরেই শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন যেখানে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ‘অভিব্যক্তি’ রয়েছে। পাশাপাশি টেস্ট এবং মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও এই অধ্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে এই অধ্যায়ের কিছুটা আলোচনা হয়েছে। বাকি অংশের আলোচনা করতেই এই প্রতিবেদন।

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

● লুপ্তপ্রায় অঙ্গ কাকে বলে?

উ : জীবদেহের যে সমস্ত অঙ্গের কার্যকারিতা না থাকায় বর্তমানে আকারে ক্ষুদ্র বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষের দেহে বা সমকালীন অন্যান্য জীবে ওই সমস্ত অঙ্গ কার্যকরী ছিল বা আছে, তাদের নিষ্ক্রিয় বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বলে।

উদাহরণ - অ্যাপেন্ডিক্স ও কক্সিস।

● Connecting link কী?

উ : যে সমস্ত জীবের দেহে দুটি ভিন্ন জীবগোষ্ঠীর (দুটি পর্ব বা শ্রেণি) বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবং যাদের পর্যবেক্ষণ করে জীব বিবর্তনের ধারায় একটি জীবগোষ্ঠী থেকে অন্য জীবগোষ্ঠীর উৎপত্তির ধারণা পাওয়া যায় তাদের সংযোগরক্ষাকারী জীব বা Connecting link বলে।

● মিউটেশন কাকে বলে?

উ : ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত বা গঠনগত বা জিনের রাসায়নিক গঠনে যে আকস্মিক, স্থায়ী এবং বংশপরম্পরায় সঞ্চরণযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, তাকে মিউটেশন বলে।

● বায়োজেনেটিক সূত্রটি লেখো।

‘Ontogeny repeats phylogeny ‘বিজ্ঞানী হেকেলের মতে প্রতিটি জীব তার ভ্রূণের ক্রমপরিণতির সময় অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও পূর্বপুরুষের আকৃতি ও গঠন পুনরাবৃত্তি করে।

● জিন পুল কী?

উ : কোনও প্রকার প্রজাতির ভিতর যত জিন থাকে তাকে বলে ওই প্রজাতির জিন পুল।

● ভেনাস হৃৎপিণ্ড কাকে বলে?

উ: মাছের হৃৎপিণ্ড দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। একটি অলিন্দ ও একটি নিলয়। এই দুটি প্রকোষ্ঠ দিয়ে

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান

সর্বদাই কার্বন-ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত বা শিরা রক্ত সংবাহিত হয় বলে মাছদের হৃৎপিণ্ডকে ভেনাস হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

● সরীসৃপের যুগ কাকে বলা হয়?

উ: মেসোজোইক যুগকে সরীসৃপের যুগ বলা হয়।

● বিজ্ঞানের যে শাখায় মানব বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় তার নাম কী?

উঃ Anthropology

● কোন সরীসৃপের হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠযুক্ত?

উ: কুমির।

● পৃথিবীতে কীভাবে মুক্ত অক্সিজেনের উদ্ভব ঘটেছিল?

উঃ পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রথম জীবকোষের নাম হল প্রোটোসেল। প্রোটোসেল থেকে প্রথমে আর্কিব্যাকটিরিয়া ও পরে ব্যাকটিরিয়ার উদ্ভব ঘটে। কিছু কেমো অটোট্রফিক ব্যাকটিরিয়ার দেহে সমুদ্রের জলের ম্যাগনেসিয়ামের সাহায্যে প্রথমে ব্যাকটিরিও ক্লোরোফিল ও পরে ক্লোরোফিল তৈরি হয়। এরপর সৃষ্ট হয় নীলাভ-সবুজ শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটিরিয়া। নীলাভ-সবুজ শৈবালের সালোকসংশ্লেষের ক্রিয়ায় পৃথিবীতে প্রথম অক্সিজেনের সৃষ্টি হয়।

● উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে খাদ্যের অভাব ও হাতিদের চলার পথে রেললাইনের উপস্থিতি তাদের কী কী ধরনের জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ করেছে তা উল্লেখ করো।

উঃ ক্রমাগত অরণ্য ধ্বংস ও অরণ্যের মধ্য দিয়ে রেললাইনের বিস্তারের ফলে জঙ্গলের প্রাণীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের হাতিদের এই কারণে প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। অরণ্য ধ্বংসের কারণে খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে তার ফলে হাতিরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে (অন্তঃপ্রজাতি) লিপ্ত হচ্ছে এবং অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীদের সঙ্গেও (আন্তঃপ্রজাতি) সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে। খাদ্যের খোঁজে আশপাশে গ্রামে প্রবেশ করে মানুষের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে। আবার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রেললাইনের বিস্তারের কারণে অনেক হাতির অকালমৃত্যু ঘটছে অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গেও লড়াই করতে হচ্ছে। বাসস্থানের সংকোচও তাদের জীবন সংগ্রামের অন্যতম কারণ।

ছোট তারা

শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া অর্কদীপ মণ্ডল আঁকায় পারদর্শী। ইতিমধ্যেই সে বিভিন্ন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

ইসলামপুরেও ফুটপাথ নিয়ে কড়া প্রশাসন

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৩১ জুলাই : বুধবার ইসলামপুর শহরজুড়ে ফুটপাথ জবরদখলমুক্ত করতে অভিযান চালাল মহকুমা প্রশাসন। এদিন সকালে ইসমাইল চক থেকে তিনপুল মোড় হয়ে আশ্রমপাড়া মোড় পর্যন্ত ফুটপাথ দখলমুক্ত করেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মূলত বিভিন্ন দোকানদার তাঁদের দোকানের জিনিসপত্র ফুটপাথের উপর রেখে ব্যবসা করছিলেন। এর ফলে ওই এলাকায় দিনভর যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের এই সমস্যা সমাধানে এবং ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ওইসব জিনিসপত্র সরিয়ে দেওয়া হয়।

সরকারি জমি এবং ফুটপাথ দখলমুক্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকা আসার বেশ কিছুদিন আগেও ওই এলাকায় এমনই অভিযান চালানো হয়েছিল। তবে পুনরায় ওই এলাকায় একই চিত্র দেখা গিয়েছে। এদিন সেই চিত্র পালটাতেই ফের অভিযান চালানো হয়। কিন্তু বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, ভবিষ্যতে প্রশাসনের এই অভিযান শিথিল হয়ে পড়লে পুনরায় একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না তো?

ওই এলাকায় ফুটপাথ দখলমুক্ত করার পর এদিন দুপুরে আর্থমুভার নিয়ে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সহ নিউটাউন রোড এলাকায় সরকারি জমিতে থাকা অবৈধ জবরদখল উচ্ছেদ করতে অভিযান চালায় প্রশাসন। জানা গিয়েছে, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পেছনে থাকা একটি টিনের ঘর, নিউটাউন রোডে কোর্ট ময়দান, পার্ক মোড়, বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় থাকা অস্থায়ী দোকানপাট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। বেশ কয়েকটি দোকানের বাড়তি অংশ আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। শহরজুড়ে প্রশাসনের এই অভিযানে কার্যত নড়েচড়ে বসেন সরকারি জায়গা দখল করে থাকা দোকানদাররা।

মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কমলকান্তি তলাপাত্র বলেন, 'এদিন ইসমাইল চক থেকে আশ্রমপাড়া মোড় পর্যন্ত ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকানের জিনিসপত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিউটাউন রোডে সরকারি জমি দখল করে থাকা দোকানদারদের বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে দোকান সরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দোকানের বাড়তি অংশ এদিনই ভেঙে ফেলা হয়েছে।'

প্রশাসনের নির্দেশ

- অভিযান হয় ইসমাইল চক থেকে তিনপুল মোড় হয়ে আশ্রমপাড়া মোড় পর্যন্ত
- যে দোকানের পণ্য ফুটপাথে রেখে ব্যবসা চলছিল তা সরিয়ে দেওয়া হয়
- আর্থমুভার নিয়ে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সহ নিউটাউন রোডে জবরদখল উচ্ছেদ চলে
- কোর্ট ময়দান, পার্ক মোড়ে থাকা অস্থায়ী দোকানপাট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়

জন্মদিন পালন

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বুধবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি মুন্সী প্রেমচাঁদের ১৪৪তম জন্মদিনটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শনগরে সংগঠনের সদস্যরা দিনটি পালন করেন।

মঙ্গলবার নিবেদিতা রোডে বাধা পাওয়ার পর বুধবার হিলকার্ট রোডে তেড়েফুঁড়ে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযানে পুরকর্মীরা। –সংবাদচিত্র

অভিযান নিয়ে বিতর্কের ঝড় তৃণমূলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : প্রশাসনিক কাজে বারবার দলের নেতাদের একাংশের হস্তক্ষেপ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠকে প্রশ্ন উঠল। বিশেষ করে মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের ভূমিকা নিয়ে এদিনের বৈঠকে প্রায় সকলেই সরব হয়েছেন। দিলীপকে নিয়ে নিজের ক্ষোভ চেপে রাখেননি মেয়র গৌতম দেবও।

বৈঠকে উপস্থিত নেতাদের কেউ কেউ বলছেন, 'কিছুদিন ধরেই দিলীপের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্কুল শিক্ষকের পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া, প্রধাননগর থানায় গিয়ে পুলিশকে হুমকি, নিয়ন্ত্রিত বাজারে ঝামেলায় বারবার দিলীপের নাম জড়িয়েছে। প্রতিটি ঘটনাতেই জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ দিলীপকে শোকজ করেছিলেন। কিন্তু তিনি জেলা সভানেত্রীকে কোনও জবাবদিহি করবেন না বলে প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় দলেরই শহরের নেতাদের কেউ কেউ দিলীপকে মদত দিয়েছেন। এখন সেটাই বুমেরাং হচ্ছে। যা পুর প্রশাসনকে হজম করতে হচ্ছে। প্রথমেই দিলীপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে আজ এত বাড়াবাড়ি করতে পারতেন না।'

পুরনিগমের উচ্ছেদ অভিযানে বাধা দিয়েছেন দিলীপ। একজন মেয়র পারিষদের পদে থেকে দিলীপের এত সাহস কোথা থেকে আসছে এদিনের বৈঠকে অধিকাংশ কাউন্সিলার সেই প্রশ্ন তুলেছেন। পাপিয়া সবার সামনেই দিলীপকে নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, 'দিলীপ তো বলেছেন যে ওঁকে শিলিগুড়ির কেউ নিয়োগ করেননি। ওঁর সরাসরি কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ। তাহলে হয়তো উনি কলকাতা থেকেই অনুমতি নিয়ে এসব করছেন।'

সূত্রের খবর, পুরনিগমের উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে দলকে আগাম অবগত করা হচ্ছে না বলে জেলা নেতৃত্ব বৈঠকে জানিয়েছে। খোদ জেলা সভানেত্রী বলেছেন, 'উচ্ছেদ অভিযানের পর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ আমাদের কাছে আসছেন, অথচ উচ্ছেদ নিয়ে তো আমরা কিছুই জানি না। তাহলে কীভাবে জবাব দেব?' তাই এখন থেকে পুরনিগম কোনও অভিযান বা এই ধরনের কর্মসূচি নিলে দলের জেলা নেতৃত্বকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে। জেলা সভানেত্রী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ না করে পুনর্বাসন অথবা কিছুটা ভাঙা হলেও বাকি কিছুটা জায়গা নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া যায় সেটা দেখার জন্য বলেছেন।

দলীয় সূত্রের খবর, বৈঠকে মেয়র বলেছেন, 'পুরনিগম উচ্ছেদ অভিযানে গেলে যে কেউ দলীয় এবং আইএনটিটিইউসি'র ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।' দলের এই নিয়ে কোনও নির্দেশ আছে কি না তা গৌতম জানতে চান। সঙ্গে সঙ্গে পাপিয়া বলেছেন, দল এই বিষয়ে কিছুই জানে না। আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি নির্জল দেও কিছু জানেন না বলে বৈঠকে জানিয়েছেন।

বৈঠকে দিলীপকে নিয়ে সরব নেতারা

শিলিগুড়ি শহর এবং গ্রামের বেশ কিছু নেতা-নেত্রী এদিনের বৈঠকে অভিযোগ করেন, প্রশাসনিক পদে থাকা নেতা-নেত্রীরা দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছেন না। দলীয় সংগঠনে এর প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে শিলিগুড়ির কাউন্সিলারদের সিংহভাগই দলের জেলা নেতৃত্ব দূরে থাকেন। ওয়ার্ড অফিসেও নিয়মিত যান না বা ওয়ার্ডের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। এই অভিযোগ উঠলেও কেউই বৈঠকে বিরোধিতা করেননি।

পাপিয়া বলছেন, '১৪ অগাস্ট মধ্যরাতে স্বাধীনতা দিবস পালন হবে। সেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়েই বৈঠক ছিল। সেখানে সাংগঠনিক কিছু আলোচনা হয়েছে। এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়।'

এদিনের বৈঠকে দলের জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার উপস্থিত ছিলেন না।

নষ্ট করা হল খাবার, ফেলা হল দুধ

উচ্ছেদে দ্বিচারিতা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : শাসকদলের নেতা এবং সাধারণ মানুষের জন্য যেন পৃথক নিয়ম শিলিগুড়ি পুরনিগমের। তাই মঙ্গলবার চম্পাসারি মোড়ে অবৈধ নির্মাণ সরাতে গিয়ে মেয়র পারিষদের বাধায় পুরকর্মীরা ফিরে এলেও, বুধবার সকালে বিনা নোটিশেই হিলকার্ট রোডে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল একের পর এক দোকান। নষ্ট করে দেওয়া হল দোকানের খাবার, ফেলে দেওয়া হল চায়ের দোকানের দুধ। ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র পুরকর্মীদের পা ধরতে বাকি রেখেছিলেন। বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই হাতজোড় করে সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু কারও কোনও কথা না শুনেই এদিন হিলকার্ট রোডজুড়ে বুলডোজার চালিয়েছে পুরনিগম।

যে প্রতিবাদ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আরও কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে পুরনিগম। গোটা ঘটনায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। পাশাপাশি শহরজুড়েও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শোনা গিয়েছে। লোকসভায় শিলিগুড়িতে শাসকদলের হারের জেরেই এই প্রতিহিংসা বলে প্রকাশ্যে মন্তব্য করছেন ব্যবসায়ীরা।

চম্পাসারি মোড়ের ওই বাজার ভাঙা হবে কি না জানতে মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'দেখতেই পারবেন কী হয়। আগের দিন যেটা বলেছি সেটাই হবে। রাজ্যের যা নির্দেশিকা রয়েছে, সেই অনুযায়ীই কাজ হবে।'

এদিন সকালে শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি মোড় থেকে হিলকার্ট রোড ধরে রাস্তার দুই পাশে নিকাশিনালা দখল করে রাখা সমস্ত দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। অভিযোগ, অনেক দোকান বন্ধ থাকা অবস্থাতেই ভেঙে দেন পুরকর্মীরা। এর জেরে প্রচুর দোকানের সামগ্রী নষ্ট হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী শিবানী দে'র স্বামীর স্ট্রোক হওয়ার পর কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। ছোট দোকান করেই সংসার চালান। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলছিলেন, 'সিপিএমের আমলে ভাঙাভাঙি হত। তাই দিদিকে ভরসা করে ভোট দিয়েছিলাম। এবারও সপরিবারে ভোট দিয়েছি। না জিতলে এখন আমরা কী করতে পারি! ভরসা করে ভোট দিয়ে এই পরিণতি হবে ভাবিনি।' অপর ব্যবসায়ী সন্ধ্যা সরকারের বক্তব্য, 'তিনদিন ধরে অসুস্থ বলে দোকান করতে আসতে পারছিলাম না। আজ পাশের দোকানের দাদা খবর দেয় যে, ভাঙা হচ্ছে। এসে কোনও সামগ্রী বাঁচাতে পারিনি। একটু সময় তো অন্তত দেওয়া উচিত ছিল।'

মঙ্গলবার নিবেদিতা রোডে রাস্তা এবং নিকাশিনালা দখল করে থাকা বাজার ওঠাতে খোদ মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের বাধায় ফিরতে হয় পুরকর্মীদের। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে দলের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন দিলীপ। পাশাপাশি পুরকর্মীদের চ্যালেঞ্জও করেছিলেন তিনি। সেই জায়গায় বুধবার ব্যবসায়ীদের ন্যূনতম সময় না দেওয়ায় বিতর্ক বেড়েছে।

সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলছেন, 'একটা নির্দিষ্ট নীতি হওয়া উচিত। শাসকদলের কাউন্সিলার বলল, আর পুরকর্মীরা ঘুরে চলে এল, এটা কাম্য নয়। তৃণমূল বললেই সব মাফ, আর সাধারণ মানুষগুলোর জন্য কেউ নেই এটা তো হতে পারে না। আমরা ওদের পাশে আছি।'

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের কথায়, 'বিষয়টি নিয়ে বিধায়কের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা আন্দোলনে নামব।'

মাল্লাগুড়িতে পুরনিগমের উচ্ছেদ অভিযান। বুধবার। –সংবাদচিত্র

ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন

- বুধবার সকালে মাল্লাগুড়ি মোড় থেকে হিলকার্ট রোড ধরে দু'পাশের দোকান ভাঙা হয়
- অনেক দোকান বন্ধ থাকলেও পুরকর্মীরা ভেঙে দেওয়ায় বহু জিনিস নষ্ট হয়
- মঙ্গলবার নিবেদিতা রোডে অবৈধ দখল সরাতে গিয়ে পিছু হটতে হয় পুরনিগমকে
- প্রশ্ন উঠেছে, বুধবার কেন বেপরোয়া মনোভাব নেওয়া হল
- পথের ধারে ব্যবসায়ীরা এদিনের অভিযানকে প্রতিহিংসা বলে মনে করছেন

> সিপিএমের আমলে ভাঙাভাঙি হত। তাই দিদিকে ভরসা করে ভোট দিয়েছিলাম। এবারও সপরিবারে ভোট দিয়েছি। না জিতলে এখন আমরা কী করতে পারি! ভরসা করে ভোট দিয়ে এই পরিণতি হবে ভাবিনি।
>
> **শিবানী দে** *ব্যবসায়ী*

মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ

অধ্যক্ষের অবসর বেলায় শিলান্যাস

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : শূন্য থেকে কলেজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিলতিল করে গড়েছেন গোটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে। অবসর নেওয়ার দিনও শিলিগুড়ি মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের জন্য নিজের কাজের ছাপ রেখে গেলেন অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপকুমার দাস। বুধবার ছিল সাহিত্যেক মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্মদিন। পাশাপাশি কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের অবসরগ্রহণের দিন। দুটি বিষয়টি নজরে রেখে এদিন কলেজের দ্বিতীয় ভবন তৈরির শিলান্যাস করা হল। কলেজের দ্বিতীয় ভবন তৈরির জন্য দীর্ঘদিন ধরে তিনি চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। অবসরের দিন তাঁর হাত দিয়েই সেই ভবন তৈরির শিলান্যাস হল। এ সময় পাশে ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব প্রমুখ।

মেয়রের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে কলেজের পরিচালন সমিতি ভবন তৈরির কাজটি দেখভালের দায়িত্ব দেয় দিলীপবাবুকেই। অবসরের পরও কলেজের জন্য কাজ করার কথা এদিন তিনি জানান। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সাহায্যে মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। এজন্য চার কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে।

উদয়ন গুহ বলেন, 'ভবনের জি প্লাস ফোরের প্ল্যান থাকলেও প্রথমে জি প্লাস টু ভবন গড়ে তোলা হবে। নতুন ভবনে কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ চালু হবে। পাশাপাশি পুরোনো ভবন থেকে প্রশাসনিক ভবনটি নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করারও পরিকল্পনা রয়েছে।'

এদিন কলেজ প্রাঙ্গণে মুন্সী প্রেমচাঁদের মূর্তিতে মালা দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী, মেয়র গৌতম দেব সহ বিশিষ্টরা। পরে অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার দাস বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সাহায্য ছাড়া নতুন ভবন তৈরির স্বপ্ন সার্থক হত না। দীর্ঘদিন ধরে কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার ইচ্ছে ছিল। এজন্য মেয়রের সঙ্গে বহুবার কথা বলেছি। মেয়রের দেখানো পথেই কলেজের উন্নয়ন হয়েছে। তিনি আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্য মেয়রকে ধন্যবাদ জানাই।'

কলেজের বর্তমান ভবনের ঠিক উলটো দিকে তৈরি হবে নতুন ভবন। কিন্তু কলেজের নিজস্ব জমির অনেকটা বর্তমানে জবরদখল হয়ে রয়েছে। এবিষয়ে গৌতম দেব বলেন, 'দখল হওয়া জমি অবিলম্বে খালি করে দেওয়া হবে। বাম আমলে দূরদর্শিতার অভাব থেকে কর্তৃপক্ষকে জমি দেওয়া হয়েছিল। প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্যেও সেখান থেকে ধীরে ধীরে আমরা কলেজের উন্নয়নে কাজ করে চলেছি।'

কলেজের নয়া ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠান। বুধবার। –সংবাদচিত্র

বৃদ্ধার চেন ছিনতাই

ইসলামপুর, ৩১ জুলাই : বুধবার দিনদুপুরে ইসলামপুর শহরে এক বৃদ্ধার গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে পালাল দুষ্কৃতীরা। এদিন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপল্লির ষাটোর্ধ্ব মৃদুলা চক্রবর্তী রোজের মতো নাতিকে স্কুলবাস থেকে বাড়ি নিয়ে আসার সময় পিছন থেকে বাইকে দুই তরুণ এসে তাঁর গলার চেনটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় তিনি পিঠে আঘাত পান। ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা। পাশের বাড়ির এক বাসিন্দা বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর ছেলেকে খবর দেন। ওই বৃদ্ধার ছেলে পুলক চক্রবর্তী এ ব্যাপারে ইসলামপুর থানাকে জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুষ্কৃতীদের পালানোর রাস্তায় থাকা সিসিটিভির ফুটেজ দেখে শনাক্তকরণে উদ্যোগী হয়। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা হচ্ছে।

মৃদুলা চক্রবর্তী বলেন, 'দিনদুপুরে এমন ঘটনা খুবই উদ্বেগের। বাইকে চেপে দুজন পিছন থেকে এসে গলার সোনার চেন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। বহু বছর আছে বাড়ির সামনে থেকে আমার স্বামীরও টাকা ছিনতাই হয়েছিল। শহরবাসীর স্বার্থে পুলিশকে দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে খুঁজে বের করা জরুরি।' এ ব্যাপারে পুলক চক্রবর্তী বলেন, 'স্থানীয় অল্পবয়সি তরুণরা নেশাসক্ত হয়ে এসব ঘটাচ্ছে। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওরা ঘটনার পর দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। একজনের মাথায় হেলমেট থাকলেও অন্যজনের মুখ খোলা ছিল। আমাদের বাড়ির পরিচারিকার ছেলে নেশাসক্ত হয়ে মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রাণ হারিয়েছে। সেও নেশা করার জন্য বাড়িতে অত্যাচার করত। হয়তো নেশা করার টাকা জোগাড় করতে এদিন ওই দুষ্কৃতীরা মায়ের সঙ্গে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত ২৭ জুন সন্ধ্যায় এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে পালাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল এক দুষ্কৃতী। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

আশ্রমপাড়ায় সারদামণি স্কুলের নালায় জমা জলে পতঙ্গবাহিত রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা। বুধবার। ছবি : তপন দাস

পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : এবারে প্রথম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলির ভূগোলের ছাত্রদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার ব্যবস্থা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও ফলিত ভূগোল বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এই আয়োজন করা হয়েছে। ৩০ জুলাই থেকে বিদ্যাসাগর মঞ্চে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। দৈনিক প্রায় ৭০০ পড়ুয়া এখানে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এজন্য নানা কলেজ থেকে প্রায় ৩৫-৪০ জন অধ্যাপক এসেছেন।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বুধবার প্রধাননগর থানার ব্যবস্থাপনায় থানা চত্বরেই অনুষ্ঠিত হল একটি রক্তদান শিবির। সেখানে রক্ত দিলেন থানার আইসি বাসুদেব সরকার সহ বহু পুলিশকর্মী। সাধারণ মানুষও রক্ত দিতে এগিয়ে আসেন। এদিন মোট ৭৪ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। ওই রক্ত একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। এদিন শিবিরের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।

টোটোয় বিপজ্জনকভাবে পণ্য পরিবহণ চলছেই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩১ জুলাই : টোটোতে বিপজ্জনকভাবে পণ্য পরিবহণের বিরুদ্ধে ঢাকঢোল পিটিয়ে হুংকার ছেড়েছিল ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ ও পুরসভা। কিন্তু পুরসভা ও পুলিশের সামনে দিয়ে শহরে টোটোতে পণ্য পরিবহণ চলছে। ডিএসপি (ট্রাফিক) উদয় তামাং যদিও চলতি সপ্তাহেই টোটোতে বিপজ্জনকভাবে পণ্য পরিবহণের বিরুদ্ধে অভিযানে নামার কথা ঘোষণা করেছেন। পুরপ্রধান কানাইয়ালাল আগরওয়াল 'খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব' বলে ট্রাফিক পুলিশের কোর্টেই বল ঠেলে দিয়েছেন।

বাড়ি নির্মাণের লোহার রড, বাঁশ, কাঠের সামগ্রী, ছাউনির টিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য টোটোয় আনা-নেওয়া চলছে। চলতি মাসেই ক্ষুদিরামপল্লিতে শীতলপুর রোডে পণ্যবোঝাই একটি টোটো উলটে দুর্ঘটনা ঘটে। টোটোচালক জখম হন। পাশ দিয়ে যাওয়া পথচলতি মানুষ অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। ওই এলাকার বাসিন্দা গৃহবধূ নমিতা আঢ্য বলছেন, 'গোটা শহরেই এই বিপজ্জনক ব্যবস্থা চলছে। ওভারলোডিংয়ের কারণে টোটোর উলটে যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। আশাকরি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।'

এর আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে পুলিশকর্তারা নড়েচড়ে বসেছিলেন। কিছু টোটো আটক করা হয়েছিল। এমনকি পুলিশের ফেসবুক পেজে পোস্ট করে এই ধরনের অবৈধ কাজ করলে টোটোচালকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দেওয়া হয়। পুরসভার পক্ষ থেকেও দফায় দফায় হুংকার ছাড়ার নজির রয়েছে। বাসিন্দারাই বলছেন, 'কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উলটে পুলিশের সামনে দিয়ে বিপজ্জনকভাবে চলছে পণ্যবাহী টোটো।'

টোটোচালকদের একাংশেরও তাঁদের মতো করে এই বিষয়ে যুক্তি আছে। তাঁরা বলছেন, 'যাত্রীর তুলনায় টোটোর সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। ফলে পণ্য পরিবহণ করে অতিরিক্ত ভাড়া উপার্জন করার পাশাপাশি আমাদের সংসার চলে। তাছাড়া সংসার চালানো দায় হয়ে উঠবে।'

ব্যবসায়ীদের অনেকেই বলছেন, 'আগের মতো পায়ে টানা ভ্যানরিকশা নেই বললেই চলে। ফলে গ্রাহকদের কাছে যেমন পণ্য পরিবহণে টোটো ছাড়া গতি নেই। আমরাও কার্যত সেই প্যাঁচেই পড়েছি।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী বলেন, 'টোটোতে পণ্য পরিবহণ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়বেন।' স্বভাবতই বিপজ্জনক এই ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমাধান কী, এই নিয়ে চর্চা চলছে। কানাইয়া বলেন, ট্রাফিক পুলিশের এই বিষয়ে কড়া নজরদারি চালানো উচিত। সঙ্গে কঠোর পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। পুরসভা ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে আছে।' ট্রাফিক ডিএসপি বলেন, 'শহরে অবৈধ এবং বিপজ্জনকভাবে টোটোতে পণ্য পরিবহণ চলছে। এই বিষয়ে বিভিন্ন স্তর থেকে অভিযোগ পেয়েছি। চলতি সপ্তাহেই বিশেষ অভিযানে নামব। অভিযান নিয়মিত চলবে।'

এদিকে, এবারও কর্তৃপক্ষের হুংকার মুখে মুখেই থেকে যাবে নাকি সত্যিই পদক্ষেপ হবে তা নিয়ে শহরের বাসিন্দাদের সংশয়ের শেষ নেই।

ইসলামপুরে এভাবেই টোটোতে নির্মাণসামগ্রী বহন করা চলছে।

বিধি বনাম সংসার

- এ মাসেই ক্ষুদিরামপল্লিতে শীতলপুর রোডে পণ্যবোঝাই টোটো উলটে দুর্ঘটনা ঘটে
- তারপরও বাড়ি নির্মাণের লোহার রড, ছাউনির টিন টোটোয় আনা-নেওয়া চলছে
- টোটোচালকরা বলছেন, পণ্য পরিবহণ করে অতিরিক্ত উপার্জন ছাড়া সংসার চলবে না

কেন্দ্রের সাহায্য চাইলেন রাজু

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : পর্যটনের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয় যেখান থেকে, সেই অঞ্চলের জন্য রাজ্য সরকার কোনও কিছু করছে না, সংসদে এমন অভিযোগ তুললেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সেইসঙ্গে তিস্তাপাড়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যও চাইলেন তিনি। বুধবার সংসদে দাঁড়িয়ে তিস্তাপাড়ে থাকা রংপো, মেল্লি, তিস্তাবাজার, ২৯ মাইল সহ বেশ কয়েকটি এলাকা এবং সেখানকার বাসিন্দাদের অবস্থা তুলে ধরেন বিস্ট। এখানকার বাসিন্দাদের যাতে প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ড থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয় এবং তাঁদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়, সেই আর্জিও রাখেন সংসদে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ১০ নম্বর, ১১০ নম্বর (সাবেক ৫৫ নম্বর) এবং ৭১৭-এ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার কথা।

মুখ্যমন্ত্রীকে পদ্ম বিধায়কের চিঠি

বাগডোগরা, ৩১ জুলাই : শিলিগুড়ি মহকুমা সহ লাগোয়া এলাকায় বর্ষায় ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ও জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিসের মতো পতঙ্গবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

এর প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। শিলিগুড়ি মহকুমায় এখনও পর্যন্ত শতাধিক মানুষ ডেঙ্গি সংক্রামিত হয়েছেন। পাথরঘাটা, মাটিগাড়া, আঠারোখাই সহ শুধুমাত্র মাটিগাড়া ব্লকেই ৫০ জনেরও বেশি ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। সম্প্রতি একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তিনি এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্তকরণ ও নজরদারি বাড়ানো এবং পরিস্থিতির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার দাবি জানান।

দাদার হাতে ভাই খুন

কিশনগঞ্জ, ৩১ জুলাই : দিঘলব্যাংক থানা এলাকার ধনটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহামারি গ্রামের দেবীবস্তিতে পারিবারিক বিবাদে দাদার হাতে খুন হল ভাই। বুধবার সকালে এই ঘটনার পর প্রতিবেশীরা অভিযুক্ত দাদাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ জানায়, ঘটনায় মৃতের নাম আনন্দীপ্রসাদ সিংহ (৪৫)। আর ধৃতের নাম নন্দীলাল সিংহ। স্থানীয়রা জানান, এদিন সকালে গোরু বাঁধা নিয়ে দুই ভাইয়ের বিবাদ বাধে। তা থেকেই শুরু হয় বচসা। আচমকা নন্দীলাল দা দিয়ে ভাইয়ের গলায় কোপ বসিয়ে দেয়।

শহরে মিছিল

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বুধবার জমি ক্ষতিগ্রস্তদের একাধিক সংগঠন থেকে শিলিগুড়িতে মিছিল করা হল। উদ্যোক্তা পোড়াঝাড় কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটি ও তিস্তা মহানন্দা ক্ষতিগ্রস্ত যৌথ কমিটি। মহানন্দা ব্রিজের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড় হয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সামনে গিয়ে মিছিল শেষ হয়।

ত্রাণশিবিরে

প্রথম পাতার পর

আগামী ৪৮ ঘণ্টাও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকায় পাহাড় থেকে ফের কাদা-ধস নামার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রাহুল ও প্রিয়াংকা গান্ধির বুধবার ওয়েনাডে যাওয়ার কথা থাকলেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেই কর্মসূচি বাতিল হয়। একই কারণে ওয়েনাডে যেতে পারেননি কেরলের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। তবে বুধবার সকালেই ওয়েনাডে পৌঁছান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কলকাতায় রাজভবন সূত্রে খবর, কেন্দ্র-রাজ্যের উদ্ধারকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে তদারকি করবেন তিনি।

শ্রীদেবী-কন্যার

প্রথম পাতার পর

আমেরিকা সহ বেশ কয়েকটি জায়গার গল্প বলা হয়েছে ছবিটিতে। এতগুলো প্রেক্ষাপটে ছবির গল্প বলাটা চাট্টিখানি কাজ নয়। কিন্তু হ্যাঁ, খুব সুন্দরভাবেই সমস্তটা সামলে ওঠা গিয়েছে।'

এই মুহূর্তে পরবর্তী ছবি 'সানা'র কাজ নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ত সুধাংশু। রাধিকা মদন, পূজা ভাট অভিনীত ছবিটিও তাঁর কাছে 'ড্রিম প্রোজেক্ট'। হাতে রয়েছে অ্যামাজন প্রাইমের একটি ওয়েব সিরিজের কাজও। সবমিলিয়ে দম ফেলার ফুরসত নেই দাদার, বলছেন সুধাংশুর ভাই ঋষি সারিয়া।

সুধাংশু শেষবার শিলিগুড়িতে এসেছিলেন গত এপ্রিলে ভাইপোর জন্মদিনে। এখন তাঁর মন পড়ে শিলিগুড়িতেই। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারলেই যেন শান্তি, মুঠোফোনের ওপারের দীর্ঘশ্বাসটাই যেন তা বলে দিচ্ছিল বারবার।

জেলে বসেই পুরো বেতন পেয়েছেন সিদ্ধার্থশংকর

অভিযুক্তকে নিয়ে শোরগোল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : তিনি সরকারি কর্মী। গবেষকের মৃত্যুর মতো গুরুতর ফৌজদারি মামলার প্রধান অভিযুক্ত। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলও খেটেছেন। তবুও তাঁকে বরখাস্ত করা হয়নি। উলটে জেলে বসেই প্রতি মাসে দিব্যি মোটা টাকা বেতন পেয়ে গিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিদ্ধার্থশংকর লাহা। জেলে বসে এভাবে বেতন পাওয়ার ঘটনায় তাজ্জব শিক্ষা মহল। তবে একাধিকবার ফোন করা হলেও সিদ্ধার্থশংকরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

কীভাবে পেলেন বেতন? এত সবের পরেও কেন পদক্ষেপ হল না? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্তের কথা, 'এই ধরনের ঘটনায় কী পদক্ষেপ করতে হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে স্পষ্ট করে বলা নেই। তাই কী করণীয় জানতে শিক্ষা দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিলাম আমরা। সেখান থেকে কোনও জবাব আসেনি। ফলে পদক্ষেপ করা যায়নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই ওই শিক্ষক বেতন পেয়ে গিয়েছেন।'

দেবাশিস বলছেন ঠিকই, তবে উত্তরবঙ্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন উপাচার্যের কথায়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আইনে এক্ষেত্রে পদক্ষেপের কথা স্পষ্ট করে বলা আছে। কোনও বিষয়ে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কার্যকর না হয় সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আইন অনুসারেই পদক্ষেপ করতে হবে। সদিচ্ছা থাকলে সহজেই পদক্ষেপ করতে পারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষা দপ্তর।'

আইনজীবীরা বলছেন, কোনও সরকারি কর্মী ৪৮ ঘণ্টা পুলিশ হেপাজত বা জেলে থাকলেই তাঁকে বরখাস্ত করার নিয়ম রয়েছে। তারপরও কীভাবে জেলে বসেই বেতন পেলেন ওই শিক্ষক, তা নিয়ে উঠেছে বিস্তর প্রশ্ন। এতসবের পরেও শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মৃত গবেষকের পরিবারের সদস্যরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে পরিবার সহ ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মৃত গবেষকের ভাই হরেকৃষ্ণ দত্ত।

হরেকৃষ্ণর বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা পরিকল্পনা করেই কোনও পদক্ষেপ করেনি। আমরা শেষ দেখতে চাই। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের গেটে বাবা, মা-কে নিয়ে ধর্নায় বসব। প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে যাব।'

পুলিশ সূত্রের খবর, দু'দিন আগেই জামিন পেয়েছেন সিদ্ধার্থশংকর। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার তোড়জোড়ও শুরু করেছেন। বুধবার ক্যাম্পাসে এসে দুই আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সখ্য থাকলেও রাজনৈতিক মহলেও সেভাবে প্রভাব চোখে পড়েনি কারওই। তা সত্ত্বেও কেন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হল না, সেটা ভাবাচ্ছে অনেককেই। যদিও মৃত গবেষকের পরিবার এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতাদের দাবি, সিদ্ধার্থশংকর তৃণমূলের একাধিক প্রভাবশালী নেতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আধিকারিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

এই ইস্যুতে এর আগেও লাগাতার আন্দোলন করেছে এবিভিপি। এদিন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শুভব্রত অধিকারী বলেন, 'এবার আরও বড় আন্দোলন হবে।'

মাটিগাড়ার শিবমন্দিরের রামকৃষ্ণ সরণির ভাড়াবাড়ি থেকে ১৬ মে ওই গবেষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সিদ্ধার্থশংকরের বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গবেষকের ভাই। তাতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ তোলা হয়। ২৯ মে অসমের গোয়ালপাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। এতকিছুর পরেও মে এবং জুন, দুই মাসের পুরো বেতনই পেয়েছেন সিদ্ধার্থশংকর।

গয়নার শোরুম লুটে গ্রেপ্তার চার

কিশনগঞ্জ, ৩১ জুলাই : বিহারের পূর্ণিয়া শহরের লাইন বাজারে প্রসিদ্ধ শোরুম থেকে হিরা ও সোনার গয়না লুটে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার উপেন্দ্রনাথ বর্মা এখবর জানান। তিনি বলেন, 'ধৃতরা হল অভিমন্যু সিং, রাহুল শ্রীবাস্তব, আনন্দ ঝা ও বমবম যাদব। তাদের হেপাজত থেকে দুটি মুঙ্গেরি পিস্তল, তিনটি কার্তুজ, চারটি বাইক সহ বেশ কিছু লুটের সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। মোট ছ'জন শোরুমে হানা দিয়েছিল। ঘটনার পর সবাই নেপাল ও পশ্চিমবঙ্গে পালিয়েছিল। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।' উল্লেখ্য, শোরুম কর্তৃপক্ষ মোট তিন কোটি ৭০ লাখ টাকার হিরা ও সোনার গয়না লুট হয়েছে বলে পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে দাবি করেছে।

পুলিশ সুপারের দাবি, ঘটনার মাস্টারমাইন্ড নালন্দার সুবোধ সিং, বৈশালীর প্রিন্স ও পূর্ণিয়ার সারসির অনিকেত সিং ওরফে বিট্টু। তিনজনই একসময় বেউর জেলে ছিল। সেখানেই এই লুঠের ছক তৈরি করে বাইরে থেকে দুষ্কৃতীদের ভাড়া করা হয়। তারা আরারিয়ার গোপাল ঝা'র বাড়িতে ভাড়া থাকত। ঘটনার প্রায় এক মাস আগে থেকে তারা আরারিয়া থেকে পূর্ণিয়ায় গিয়ে রেইকি করত। তারপরই ২৬ জুলাই অপারেশনে নামে। উপেন্দ্রনাথ বর্মার কথায়, 'জেলবন্দি সুবোধ দেশের সবচেয়ে বড় সোনা লুটেরা। সে নানা রাজ্যে কোটি কোটি টাকার সোনা লুট করেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হেপাজতে রয়েছে।' তিনি জানান, এসটিএফ ও বিহার পুলিশের দশটি বিশেষ তদন্তকারী টিম এখনও নানা জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে।

ফেসবুকে আরও চড়া সুর অধীরের

কলকাতা, ৩১ জুলাই : আরও বিদ্রোহী অধীর চৌধুরী। দলের হাইকমান্ড-বিরোধী সুর মঙ্গলবারই শোনা গিয়েছিল তাঁর মুখে। বুধবার আরও একধাপ এগিয়ে ফেসবুকে আরও চওড়া করলেন কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধ। রাজ্যে যাঁদের দলের কাজে মাঠে-ময়দানে দেখা যায়, তাঁদের দিল্লির হাইকমান্ডের সঙ্গে বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের বিদায়ি সভাপতি। এতে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে।

তিনি বুধবার ফেসবুকে লেখেন, 'যে কর্মীরা রাতদিন তৃণমূলের হাতে মার খেল, খাচ্ছে, তাদের জন্য আমরা বলব না তো কে বলবে? শাসক তৃণমূল আমাদের দল ভাঙছে প্রতিদিন! ওরা 'ইন্ডিয়া' জোটে শামিল হয়ে আমাদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করেনি! তৃণমূল তো এ রাজ্যের শাসকদল, তারা কি আমাদের কংগ্রেস কর্মীদের রেহাই দিয়েছে?'

এই পরিস্থিতির উল্লেখ করে অধীর প্রশ্ন তুলেছেন, 'তৃণমূলের বিরুদ্ধে কী করে চুপ করব, করলে আমার সেই সহকর্মীদের প্রতি অবিচার করা হবে! এই রাজনীতি আমি করি না। যে কর্মীরা রাতদিন লড়াই করছে, দলের পতাকা নিয়ে রাস্তায় আন্দোলন করছে, তাদের সঙ্গেও দিল্লি কথা বলুক, তাদের মতামত জানা দরকার।'

অধীরের উদ্দেশ্যে কান্দির তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনিও আসুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে।' রিপাবলিকান পার্টির প্রধান রামদাস আঠাওয়ালে তাঁকে এনডিএতে শামিল হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।'

জেলার খেলা

প্রথম বিরাজ, শিঞ্জিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : দিল্লি পাবলিক স্কুলের (ডিপিএস) সুরেন্দ্র আগরওয়াল মেমোরিয়াল আন্তঃস্কুল দাবা বুধবার দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে প্রথম হল জার্মেলস অ্যাকাডেমির বিরাজ পাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির নীল টিব্রেওয়াল ও ডিপিএস ফুলবাড়ির ঋষভ মণ্ডল। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে প্রথম ডিপিএস শিলিগুড়ির শিঞ্জিনী বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে ডিপিএস ফুলবাড়ির অদিতি দাস ও ডিপিএস শিলিগুড়ির উর্ভি দে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে প্রথম টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির অমিয়াংশু ভাওয়াল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে ডিপিএস শিলিগুড়ির কার্তিক রেড্ডি ও টেকনোর নৈয়ায়িক বিশ্বাস। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে প্রথম ডিপিএস শিলিগুড়ির আরুশী ধর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে জার্মেলস অ্যাকাডেমির সুকৃতি বসাক ও মোবার্ট হাইস্কুলের প্রকৃতি উপাধ্যায়। প্রতিযোগিতায় ১২টি স্কুল অংশ নিয়েছিল।

আন্তঃস্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

সেরা আদিত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের চ্যাপ্টার টু ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের যৌথ উদ্যোগে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত স্টেজ থ্রি রাজ্য র‌্যাংকিং টেবিল টেনিসে বুধবার অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল আদিত্য দাস। রানার্স শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী। অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রিশান চট্টোপাধ্যায়। রানার্স হিমন মণ্ডল।

ফুটবলে জিতল বিবাদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বিবাদী সংঘের অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের ফুটবলে বুধবার আয়োজকরা ৯-০ গোলে চূর্ণ করেছে নেতাজি ক্লাবকে। আয়ুষ্মান দেবনাথ ও জয়দীপ সোরেন হ্যাটট্রিক করে। তাদের বাকি তিন গোল অভয় মুন্ডা, দ্বৈপায়ন দেবনাথ ও অবিনাশ মণ্ডলের।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতমই : অভিষেক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : শিলিগুড়িতে মেয়র বদলের জল্পনায় একেবারে জল ঢেলে দিলেন তৃণমূলের দু'নম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপির কিছু সাংসদের বঙ্গভঙ্গের দাবির কড়া সমালোচনা করতে নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের সামনে এসেছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'বঙ্গভঙ্গ নিয়ে মাঝেমাঝেই উত্তরবঙ্গের মানুষের ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দেয় বিজেপি। যদি বঙ্গভঙ্গ করতেই হয় তাহলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলুক।'

সেখানে অধীর চৌধুরীর বিদ্রোহ নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। অধীরবিহীন কংগ্রেসের সঙ্গে কি তৃণমূলের জোট সম্ভব? সে প্রসঙ্গে অভিষেকের স্পষ্ট জবাব, 'ওরা যদি কথা বলতে চায় আমরা কথা বলতেই পারি।' লোকসভা ভোটের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে লাগাতার আক্রমণ প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'রাহুলের সঙ্গে কথা হয়েছিল। রাহুল বলেছিলেন, অধীরকে সতর্ক করছি। নিশ্চয়ই অধীরের নিজস্ব কোনও বাধ্যবাধকতা আছে।'

সাংবাদিক সম্মেলন সেরে বেরোনোর সময় শিলিগুড়ির মেয়র বদলের জল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। খানিকটা থমকে গেলেও স্পষ্ট জবাব তাঁর, বদল হচ্ছে না, 'যদিও মেয়র বদলের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের, তবুও আমি বলছি এখনই বদল হচ্ছেন না শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।' তাহলে কি পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? সে প্রশ্নের উত্তরে হাসলেন, 'এখনই বদল হচ্ছে না।' উত্তরবঙ্গ নিয়ে অভিষেকের মন্তব্য স্পষ্ট। 'উত্তরবঙ্গকে আমরা বঞ্চনা করেছি বলে একটি রাজনৈতিক হাওয়া তৈরি করতে চাইছে বিজেপি। আমরা কোনও জেলার মধ্যে বিভাজন করিনি। বড় বা ছোট, দলের জয় অথবা পরাজয় সব জেলার প্রতি আমরা সমান পদক্ষেপ করেছি।' বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, বঙ্গভঙ্গ চায় না বিজেপি। সে বিষয়ে অভিষেকের প্রতিক্রিয়া, 'তাহলে যাঁরা এই দাবি করছেন, তাঁদের শোকজ বা কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না কেন?'

আগামীদিনে উত্তরবঙ্গে দলের খোলনলচে বদলে ফেলার আভাসও দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। দাবি, 'ডাবগ্রাম- ফুলবাড়ি এলাকায় ৬০,০০০ ভোট এদিক ওদিকে হলেই জিতব আমরাই। উত্তরবঙ্গকে কীভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে তা নীতি আয়োগে তুলে ধরেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।'

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম বাংলা আবাস যোজনা করা প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'আমরা তো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাকে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা করিনি। তার নাম দিয়েছি বাংলা আবাস যোজনা। কীসের আপত্তি? কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৪০ শতাংশ টাকা দেয়। রাজ্যের নামে কেন প্রকল্পটি হবে না? এই কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরেরও বেশি টিকবে না। কারণ যাদের ভরসায় সরকার টিকে আছে, তারাই ভরসাযোগ্য নয়।' অভিষেকের অভিযোগ, 'মনরেগা, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা নিয়ে আন্দোলন চলছিল। এবার তার সঙ্গে যোগ করা হবে বন্যা মোকাবিলা।'

এসজেডিএ'র জমি হস্তান্তর

রিপোর্ট তলব নবান্নর

কলকাতা, ৩১ জুলাই : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জমি একটি বেসরকারি সংস্থাকে হস্তান্তর করেছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। যা নিয়ে নড়েচড়ে বসল নবান্ন। এই নিয়ে জেলা পরিষদের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জমি বিলি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, জমি বণ্টন নিয়ে অনিয়মের কারণেই এসজেডিএ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে, ওই জমি এসজেডিএ বণ্টন করেনি। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওই জমি চেয়ে এসজেডিএ-র কাছে আবেদন করেছিল ওই বেসরকারি সংস্থা। কিন্তু আইনে না থাকার কারণে জমি দিতে অস্বীকার করে এসজেডিএ। এরপর ২০২৪ সালের মার্চ মাসে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ওই জমি ওই সংস্থাকে বণ্টন করে দেয়। যদিও পরবর্তীকালে ওই জমি সংস্থাকে ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছিল এসজেডিএ। নির্মাণ বন্ধ থাকলেও সেই নির্দেশমতো তারা এখনও জমি ফেরত দেয়নি। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সরকারি জমি কেন নিয়ম বহির্ভূতভাবে বণ্টন করা হয়েছে, তা নিয়ে তিনি রিপোর্ট চেয়েছেন জেলা পরিষদের কাছে।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন বলেছেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমার বিস্তারিত জানা নেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। কোনও অফিসার অনৈতিকভাবে জমি বণ্টন করলে সবসময় আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব হয় না। অনৈতিকভাবে কোনও কিছু করা হয়ে থাকলে আমরা পদক্ষেপ করব। কারণ, অনিয়মকে আমরা প্রশ্রয় দিই না।' এসজেডিএ-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা ২০১৩ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র সরকারি সংস্থাকেই জমি দিয়েছি। নবান্নে রিপোর্টও জমা করেছি। কোনও বেসরকারি সংস্থাকে আমাদের সময়কালে জমি দেওয়া হয়নি।'

নাবালিকা বিয়ে এবং

প্রথম পাতার পর

এত অল্প বয়সে গর্ভবতী হওয়ার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

পরিবারের দাবি, কিশোরীটি গত এপ্রিলে ১৮ বছরে পা দিয়েছিল। তার প্রায় দেড় বছর আগে বিয়ে হয় তার। আট মাস আগে সে গর্ভবতী হয়। তার বাবার কথায় 'ভালো সম্বন্ধ এসেছিল। তাই সাবালিকা হওয়ার আগে বিয়ে দিয়েছিলাম।' বাল্যবিবাহ রোধে প্রশাসনের এত প্রচারের পরেও বেড়েই চলেছে নাবালিকা মায়েদের মৃত্যুর হার। তথ্য অনুযায়ী, মেয়েদের বয়স ১৫ পার হলে বাড়ির লোক তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। যে কারণে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি গর্ভবতীদের মৃত্যুর হার উদ্বেগজনক।

গত তিন বছরে নাবালিকা বিয়ের হার বেড়েছে ভারতে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের তালিকায় তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। এক ও দুই নম্বরে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক। বাংলায় মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ের প্রবণতায় লাগাম দিতে সরকার কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করে। উদ্দেশ্য, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং ১৮ বছরের আগে বিয়ে আটকানো। তারপরও বাংলায় বাড়ছে নাবালিকা বিয়ের প্রবণতা।

রাজ্যে কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে গ্রামীণ বাংলার ৪৮.১ শতাংশ শিশুকন্যা বিবাহিত। এই হার মুর্শিদাবাদে ৫৫.৪, বীরভূমে ৪৯.৯, মালদায় ৪৯.১, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৫৫.৭ ও পূর্ব মেদিনীপুরে ৫৭.৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজ্যের ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের মেয়েরা পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ, রোজগার ইত্যাদি কোনওকিছুর সঙ্গে যুক্ত না থেকে স্রেফ বাড়ির কাজ করে দিন কাটাচ্ছে।

অনেকে মনে করছেন, বাংলায় কোভিডের ধাক্কা ও কন্যাশ্রী প্রকল্পের উলটো ফল এর জন্য দায়ী। কন্যাশ্রী প্রকল্পে মেয়েরা থোক টাকা (২৫০০০) পাচ্ছে। সেই টাকা দিয়ে অভিভাবকরা কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। নাবালিকা বিয়ের কারণ কি শুধু আর্থিক অনটন, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, শিক্ষার সীমিত সুযোগ, পারিবারিক অশিক্ষা, মেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে- অভিভাবকদের এমন ভীতি, বয়ঃসন্ধির মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য দুশ্চিন্তা ইত্যাদি?

বাস্তবে এই কারণগুলির সঙ্গে যোগ হয়েছে শিশু পাচার, যা অনেক সময় ঘটে বিয়ের নাম করেই। গ্রামীণ এলাকায় বিয়ের নামে প্রতারিত হয় বহু নাবালিকা। ভিনরাজ্য থেকে এসে টাকার বিনিময়ে বাংলার মেয়েদের বিয়ে করে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে। অনটনের সংসারে পরিবারকে মোটা টাকা দিয়ে বিয়ে করে নিয়ে যায়। বিয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মুম্বইয়ে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।

আরও একটি কারণ সামনে আসছে। হাতে হাতে স্মার্টফোন থাকায় গণহারে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপচারিতার সুযোগে যোগাযোগ থেকে প্রেম, শেষে পালিয়ে বিয়ের মতো ঘটনা ঘটছে। অভিভাবকরা মেয়ের প্রেম বা সম্পর্কের কথা জানতে পারলে নাবালিকা হলেও তড়িঘড়ি বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। নাবালিকা বিয়ে প্রতিরোধে যুক্ত সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা মানছেন, ১০ শতাংশ বিয়ে আটকানোই যায় না। মুচলেকা লেখানো, হইহট্টগোল... ওই পর্যন্তই। ব্যাপারটা থিতু হয়ে গেলেই মেয়েকে আত্মীয় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পুলিশ, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, জনপ্রতিনিধি, সকলেই জানেন এসব। কিন্তু কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? শুধু সচেতনতার প্রচার, গ্রামে গিয়ে মাইকিং, খবর পেয়ে নাবালিকা বিয়ে আটকানো- এতেই কি প্রশাসন, সরকারের দায় শেষ হয়ে যায়? আরও বেশি সরকারি উদ্যোগ, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ, প্রকৃত শিক্ষার প্রসারে জোর, স্কুল শিক্ষকরা আরও বেশি যত্নবান হয়ে বাড়তি দায়িত্ব পালন না করলে এই প্রবণতা ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়বে।

ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য এনজেপি স্টেশনে ভিড়। বুধবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

উদ্বেগ, আতঙ্কের যাত্রা যাত্রীদের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : কারও নজর স্টেশনের ডিসপ্লে বোর্ডে, কারও বা মোবাইলের অ্যাপে। সবাই ব্যস্ত গন্তব্যের ট্রেনের খোঁজে। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন স্টেশনে আচমকা বেজে উঠল সাইরেন। হঠাৎই রেলকর্মীদের কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেল। এই সাইরেনের অর্থ এখন আর কারও অজানা নয়। ফলে, প্ল্যাটফর্ম বা ফুট ওভারব্রিজে অপেক্ষারত যাত্রীদের মুখগুলি আচমকা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নির্দিষ্ট ট্রেন সঠিক সময়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে কি? সবার এক প্রশ্ন, শেষ অবধি সুস্থ শরীরে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে তো? একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে এখন যাত্রীদের লটবহরের সঙ্গে 'সঙ্গী' আতঙ্কও।

'দুগ্গা দুগ্গা করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না ঠিকমতো কানপুরে পৌঁছাতে পারব কি না', তিনি যে কতটা আতঙ্কিত তা বুঝিয়ে দিলেন সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেসের ওই যাত্রী বিনোদ ঠাকুর। ব্যবসায়িক কাজে এসেছিলেন শিলিগুড়ি। একের পর এক দুর্ঘটনার জেরে এখন সিংহভাগ ট্রেন যাত্রী যে আতঙ্কিত তা এদিন নিউ জলপাইগুড়ি জংশন স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মগুলি ঘুরতে ঘুরতে স্পষ্ট বোঝা গেল। ডিব্রুগড় থেকে নয়াদিল্লি যাচ্ছিলেন কামাখ্যার বাসিন্দা গৌতম সইকিয়া। এনজেপি স্টেশনে ট্রেনে বসে তিনি বললেন, 'এখন হরদম ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটছে। কিছুদিন আগেই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। কত মানুষ মারা গেলেন। কেন এমনটা হচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনের মধ্যে ভয় নিয়ে এখন ট্রেনে চড়তে হচ্ছে।' তাঁর পাশে থাকা গোয়ালপাড়ার রবি বিশ্বাসের বক্তব্য, 'একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলেও রেল স্পষ্টভাবে কোনও কারণ জানাচ্ছে না। অথচ শুনছি নাকি আবার বুলেট ট্রেন চালানো হবে।'

এনজেপি স্টেশনে বিবেক এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় বসে ছিলেন শিলিগুড়ির দক্ষিণ ভারতনগরের দীপক দাশগুপ্ত। টেনে আনলেন মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডে হাওড়া-

চরম ভোগান্তি

- একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনায় এখন আতঙ্কিত যাত্রীরা
- যাত্রীদের দাবি, এখন মনে ভয় নিয়ে ট্রেনে চড়তে হচ্ছে বলে
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই ট্রেন বেলাইন হওয়া রীতিমতো নজিরবিহীন
- রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের ফিরিস্তির সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই

সিএসএমটি এক্সপ্রেসের বেলাইন হওয়ার প্রসঙ্গ। তাঁর কথায়, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুটি ট্রেনের বেলাইন হওয়ার নজির নেই। এই ঘটনাতেই প্রমাণিত রেলের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে ফিরিস্তি দেওয়া হলেও তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই।' বিশাখাপত্তনম না পৌঁছানো পর্যন্ত যে তাঁর মন থেকে ভয় দূর হবে না, স্পষ্ট জানালেন দীপক। এনজেপি থেকে হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জারে ওঠার আগে যূথিকা মোদক বলেন, 'জলপাইগুড়ি যাব। বুঝতে পারছি না ঠিকমতো পৌঁছোতে পারব কি না।' বাবাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন হাকিমপাড়ার কার্তিক সরকার। ডিসপ্লে বোর্ডে নজর রাখা কার্তিক বাবাকে বলছিলেন, 'মন না চাইলে যেও না।'

সচিব পদে বদল

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব পদে বদল। পরিবর্তন হচ্ছে জিটিএ'র সচিবের পদেও। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে মণীশ জৈনকে। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব ছিলেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সময় থেকেই তিনি ওই দায়িত্ব সামলেছেন।

অন্যদিকে, জিটিএ'র সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হল বিজয় ভারতীকে। মণীশের জায়গায় শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব করা হয়েছে বিনোদ কুমারকে।

বুধবার নবান্নের নির্দেশিকায় সচিব স্তরে ব্যাপক রদবদল সামনে এসেছে। বিনোদ কুমার এতদিন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে ছিলেন। ওই পদে নিযুক্ত হলেন গুলাম আলি আনসারি। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের সমন্বয় সচিব পিবি সেলিমকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের। সেলিম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধিকর্তাও বটে। উচ্চশিক্ষা ও জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সিনিয়ার সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন শিলাদিত্য বসু রায়। খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিবের পদ পেলেন অমিত রায় চৌধুরী।

ট্রেন বেলাইন

প্রথম পাতার পর

উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। তদন্তে উঠে এসেছিল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেই তথ্য অনুযায়ী দেখা গিয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২৪ সালের ২০ জুন পর্যন্ত ২৭৫ বার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা ফেল হয়েছিল। এর পাশাপাশি কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার স্টেশনে ২৬০টি ওয়াকিটকি থাকার কথা থাকলেও রয়েছে মাত্র ৭২টি। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ৩৭৭টি ওয়াকিটকি প্রয়োজন হলেও রয়েছে মাত্র ১৬৯টি। প্রতিটি বিভাগেই কর্মীসংকট রয়েছে বলেও উল্লেখ রয়েছে ওই রিপোর্টে। কিন্তু এরপরেও পরিস্থিতির সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি।

বুধবার রাঙ্গাপানিতে লাইন পরিবর্তন করার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, ওই এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। সাত মাস আগেও একই জায়গায় একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছিল। বারবার একই জায়গায় একই সমস্যায় ট্রেন লাইনচ্যুত হলেও রেলের যে কোনও নজর নেই তা এদিনের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট।

শিশু চুরির

প্রথম পাতার পর

এই দেখে সেখানে থাকা লোকজন অভিযুক্তকে ঘিরে ধরেন। শিশুটির কাকা মহম্মদ হাসান পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরইমধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা এক মহিলা অভিযুক্তকে কিল, চড় মারতে শুরু করে। পুলিশ কোনওরকমে অভিযুক্তকে হাসপাতালের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানায়। অন্যদিকে, পুলিশ ক্যাম্পে ঢুকেই অভিযুক্তকে মারতে উদ্যত হন কেউ কেউ। প্রাথমিক জেরায় ওই মহিলা নিজেকে খালপাড়ার বাসিন্দা বলে দাবি করেছে। ওই মহিলা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন।

এই ঘটনার পর হাসপাতালে আসা রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। সুমিত্রা সরকার, মমতা সিংহ সহ অন্য মহিলারা বলেন, 'আমরাও সন্তানদের নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসি। এভাবে যদি হাসপাতালে শিশু চোর বসে থাকে, প্রশাসনিক নজরদারির অভাব থাকে তাহলে তো বিপদ। হাসপাতালে কে কী উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে তা দেখার জন্য কড়া নজরদারি প্রয়োজন।'

খেলায় আজ

১৯৮৩ : ডেভিড গাওয়ারের সাহসী ১১২ রানের ইনিংসের পরও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেডিংলে টেস্টে ইংল্যান্ড হেরে গেল। ইংল্যান্ডে এটাই ছিল কিউয়িদের প্রথম টেস্ট জয়।

সেরা অফবিট খবর

অলিম্পিকে অন্তঃসত্ত্বা

আজারবাইজানের ইয়ালাগুল রামাজানোভা মহিলাদের তিরন্দাজির ব্যক্তিগত ইভেন্টে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। চিনের কিজুয়ান আনকে টাইব্রেকারে হারানোর পর রামাজানোভা জানিয়েছেন, সাড়ে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা তিনি। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এত দূর আসতে পেরে আমি গর্বিত। আমার গর্ভের সন্তানও জন্মের পর এই লড়াইয়ের কথা শুনে গর্ব অনুভব করবে।'

ভাইরাল

ক্রীড়ামন্ত্রীর চুমু ম্যাক্রোঁকে

প্যারিসে অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলাকালীন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অ্যামেলি ওউদিয়া-ক্যাসটেরার এক ছবি সামাজিক মাধ্যমে এখন চর্চার কেন্দ্রে। ম্যাক্রোঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কানের নীচে চুমু খেতে দেখা যাচ্ছে অ্যামেলিকে। ফরাসি সংবাদপত্র মিদি লিবারে এই ছবি প্রসঙ্গে লিখেছে, 'সফল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সমস্ত চাপ দূর হয়ে যায়, সেই উচ্ছ্বাসে ক্রীড়ামন্ত্রী অ্যামেলি এবং রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ চুমু খেয়েছেন। যা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।'

উত্তরের মুখ

দিন পনেরো আগে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তরুণ তীর্থর ছেলেদের দল। এবার পুরনিগমের মেয়রস কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল তাদের মেয়েরা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে তরুণ তীর্থ ১-০ গোলে হারিয়েছে বিধাননগরের নেতাজি সংঘকে।

সেরা উক্তি

অ্যাথলিটদের মানসিক শক্তি সবার আগে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তাই আমি এখন আনন্দে থাকার চেষ্টা করি। এখন সাফল্যের সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে আমার কাছে। নিজেকেই বলি, যা হওয়ার হবে।
-সিমোনে বাইলস

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারত টানা সর্বাধিক কয়টি টেস্টে জয় পেয়েছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া, ২. মার্লন স্যামুয়েলস।

সঠিক উত্তরদাতারা

স্বর্ণেন্দু, শ্যামল চন্দ, সমীর পাল, জয়জিৎ সাহা, অভিজিৎ কুজুর, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, কৌশোভ দে, সুজন মহন্ত, মহাদেব বাসুনিয়া, অসীম হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নিমাই সরকার, সুখেন স্বর্ণকার।

জিতে চুপচাপ চলে গেলেন লভলিনা

৭৫ কেজি ওজন বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর লভলিনা বরগোঁহাই। ছবি : লোপামুদ্রা তালুকদার

প্যারিস অলিম্পিকে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস, ৩১ জুলাই : পদক থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে লভলিনা বরগোঁহাই।

এদিন ৭৫ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন টোকিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী। নর্ড ডি এরিনা প্যারিসে (নর্থ এরিনা, প্যারিস) তিনি এদিন ৫-০ ব্যবধানে হারালেন নরওয়ের সুনিভা হফস্ট্যাডকে। এবারই প্রথম ৭৫ কেজি বিভাগে নামলেন শিলচরের এই বক্সার। টোকিওতে তাঁর পদক ছিল ৬৯ বিভাগে। এখানে অষ্টম বাছাই লভলিনা। সেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ হফস্টেডের এটাই প্রথম অলিম্পিক। মাত্র ২০ বছরের এই নরওয়েজিয়ানের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে দেখা গেছে লভলিনাকে। শুরুতে কিছুটা আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করেন হফস্টেড। কিন্তু ২৭ বছর বয়সি ভারতীয় বক্সার নিজের অসাধারণ ডিফেন্সিভ স্কিল দিয়ে রুখে দেন প্রতিপক্ষের পাঞ্চগুলি। ভারতীয় বক্সার ছিলেন নীল কর্নারে। শুরু থেকেই এদিন তাঁকে হালকা মেজাজে দেখা গিয়েছে। আক্রমণের মুখেও তাঁর মুখে হাসিও দেখা গিয়েছে বেশিরভাগ সময়েই। তৃতীয় রাউন্ডে গিয়ে নরওয়েজিয়ানের পারফরমেন্সে অনেকটাই উন্নতি হলেও লভলিনা অভিজ্ঞতা, খেলা সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ম্যাচ বার করে নেন। তাঁর পক্ষে খেলার ফল ৫-০। নতুন ওয়েট ক্যাটিগোরিতে রিংয়ে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য এদিন ছিল দেখার মতো। নতুন ওজন বিভাগে এত দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার জন্যই বাড়তি প্রশংসা প্রাপ্য তাঁর। কোয়ার্টার ফাইনালে এবার তিনি মুখোমুখি হবেন ক্রমতালিকার এক নম্বরে থাকা চিনা বক্সার লি কুইয়ানের। এশিয়ান গেমসে রুপোজয়ী লভলিনার কাজ নিশ্চিতভাবেই সহজ নয়। কারণ যাঁর মুখোমুখি হবেন তিনি, সেই লি আবার টোকিওতে মিডলওয়েট বিভাগে রুপো জেতেন। আগামী রবিবার দুজনের এই বাউটের দিকে নিশ্চিতভাবেই তাকিয়ে গোটা বক্সিং জগৎ। ওই বাউট জিতলে পদক নিশ্চিত করবেন লভলিনা।

সম্ভবত মনঃসংযোগের কারণেই এদিন বাউট শেষ হতেই মিক্সড জোনে দাঁড়ালেন না অসমের এই বক্সার। অপেক্ষারত সাংবাদিক তো বটেই, ব্রডকাস্টারদেরও বলে দেওয়া হল, লভলিনাকে কোচ কথা বলতে বারণ করেছেন। তাই তাঁকে যেন জোর করা না হয়। এই ফোকাস ধরে রেখে শেষপর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত পদক তিনি এনে দিন, এমনটা ভেবেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমও আর কোনও ঝামেলায় গেল না।

মানসিক স্বাস্থ্যেই গুরুত্ব বাইলসের

প্যারিস অলিম্পিকে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস, ৩১ জুলাই : যাকে ইংরেজিতে পাউডার ব্লু বলে সেই প্রায় সাদা-নীল রঙের সঙ্গে গাঢ় নীল দিয়ে তৈরি পোশাকটা চোখের আরাম দেয়। তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল চিনাদের লাল-সাদা। বা হলুদ রঙের ইতালীয় পোশাক। তবু জিমনাসিয়াম রিংয়ে মঙ্গলবার রাতে তারা হয়ে জ্বললেন সেই সিমোনে বাইলস এবং তাঁর সতীর্থরা। টিম ইভেন্টে সোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। যার প্রধান কারিগর সেই রিওর সোনাজয়ীই।

বারসি এরিনা হল সেইন নদীর ধার ঘেঁষে থাকা পার্ক দি বারসিতে। আসলে প্যারিস শহরের মাঝবরাবার চলেছে এই সেইন। যা ঘুরেফিরে কোথাও চওড়া, কোথাও খাল, আবার কোথাও প্রায় নালা হয়ে গিয়েছে। অলিম্পিক আয়োজকরা চেষ্টা করেছেন, এদেশের প্রধান এই নদীর আশপাশের সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ভেনু তৈরি করতে। জিমনাস্টিক্স সম্ভবত অলিম্পিকের সবথেকে ফ্যাশনেবল ইভেন্ট। যেখানে রঙিন প্রজাপতির মতো ফুরফুরে লাগে জিমনাস্টদের। আর বাইলসের মতো জিমনাস্ট যখন ফ্লোরে বা রিংয়ে ঘোরাফেরা করেন তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় প্রজাপতির পাখা মেলে উড়ে উড়ে বেড়ানোর মতোই। মঙ্গলবার বাইলসের নেতৃত্বে ইতালির থেকে প্রায় ৬ পয়েন্ট বেশি নিয়ে সোনা জেতে যুক্তরাষ্ট্র। ব্রোঞ্জ পেল ব্রাজিল। তবে মার্কিনিদের ধারেকাছে শুরু থেকেই ছিলেন না রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ীরা। পরে মিক্সড জোনে বাইলস বললেন, 'দুর্দান্ত। আমরা দারুণ উপভোগ করলাম। মাঝের বিরতিতে নিজেদের মধ্যে মজা করে কাটাচ্ছিলাম। তবে ফোকাস শুধুই নিজেদের জিমনাস্টিক্সে ছিল।' মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেই যোগ্যতা অর্জন পর্বে কাফ মাসলে ব্যথা অনুভব করেছেন এই সর্বকালের অন্যতম সেরা মার্কিনি জিমনাস্ট। সেখান থেকে ফিরে এসে চারটি ইভেন্টেই নেমে সোনা তুলে নেওয়া সহজ কথা নয়। শুরু করেন চাং ভল্ট দিয়ে। যা শেষ হয় তাঁর একেবারে নিজস্ব ঘরানার ফ্লোর এক্সারসাইজে। আর এই সময়ে টেলর সুইফটের সুরেলা মূর্ছনা সংগত করল বাইলসের সঙ্গে। যা দেখার পর যুক্তরাষ্ট্র মহিলা দলের টেকনিকাল ডিরেক্টর সেলসি ম্যামেল বলেই ফেলেন, 'এই গান যেন ফ্লোরে ওঁর শক্তিকেই বর্ণনা করছে। সারা বিশ্ব দেখল বাইলস কী করতে পারে। ও যে করে দেখাবে, এই নিয়ে আমার মনে অন্তত কোনও প্রশ্ন ছিল না। এদিন এই পদকটা জিতে জিমনাস্টিক্সের দুনিয়ায় ও সেরা হিসাবে নিজের জায়গা সিমেন্টের মতো শক্ত করে ফেলল।'

সত্যিই হয়তো তাই। বাইলসের মত অ্যাথলিটরা রোজ জন্ম নেন না। মাঝে মাঝেই আসেন এমন প্রতিভা। যাঁকে দেখে বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয় সাধারণ মানুষ। তবে মঙ্গল-রাতে শুধুই তিনি নন, তাঁর সঙ্গীরাও ছিলেন যথাযথ। সুনি লি আনইভেন বার ও ব্যালেন্স বিমে ছিলেন অসম্ভব ছন্দোবদ্ধ। এছাড়া জর্ডন চিলেসও চারটি ইভেন্টেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শুধুমাত্র ব্যালেন্স বিমে সামান্য ভুল করা ছাড়া নিজের সেরাটাই বার করে আনেন। জেড কারে অসুস্থতা সত্ত্বেও ভল্টে কোনও ভুল করেননি। টোকিওতে রুপো জয়ের দুঃখ ভোলাতে এই চারজন যেন প্যারিসকেই এবার বেছে নিয়েছেন। এমনটা বলছেন ম্যামেল নিজেই। টোকিওতে চাং ভল্ট, যাকে বিশ্বের সবথেকে কঠিনতম ভল্ট বলা হয় সেটার সময়ে নিজেকে মানসিকভাবে নিরাপদ মনে না করায় হঠাৎই নাম তুলে নেন বাইলস। সেই তিনি এবার সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার পর মিক্সড জোনে বললেন, 'যে মুহূর্তে ঠিকঠাক ল্যান্ড করি তখনই নিজেকে বলে ফেলি, তুমি পেরেছ।' টোকিও প্রসঙ্গে বাইলসের মন্তব্য, 'অ্যাথলিটদের মানসিক শক্তি সবার আগে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তাই আমি এখন আনন্দে থাকার চেষ্টা করি। এখন সাফল্যের সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে আমার কাছে। নিজেকেই বলি, যা হওয়ার হবে।' ২৩টা সোনার পদকজয়ী বলেছেন, 'আমি নিজের আত্মবিশ্বাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের খেয়াল রাখি প্রতিযোগিতার সময়ে। কয়টা পদক পেলাম সেসব নিয়ে ভাবি না। ওগুলো সংখ্যামাত্র।'

একথা তিনিই বলতে পারেন, যিনি হাসতে হাসতে বলে ফেলেন, 'জিমনাস্টিক্সের সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।' সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলংকার। সোনা জয় যাঁর অভ্যাস, সেই বাইলস যে নিজেই অলিম্পিকের অলংকার!

চেনা মেজাজে মাদকতা ছড়ালেন সিমোনে বাইলস।

ছবি : এএফপি

ডাবলস থেকে ছুটি নাদালকারাজের

প্যারিস, ৩১ জুলাই : একজন 'ক্লে কোর্টের অবিসংবাদিত সম্রাট' রাফায়েল নাদাল। অপরজন তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ৩৮ বছরের 'বৃদ্ধ' নাদালের সঙ্গে ২১ বছরের 'তরুণ' আলকারাজের জুটিকে 'নাদালকারাজ' নামে ডাকা হচ্ছে। কিন্তু অলিম্পিকের মঞ্চে তাঁদের জুটির আর রাজ করা হল না। কোয়ার্টার ফাইনালেই স্বপ্নভঙ্গ হল স্বপ্নের জুটির। বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজীব রাম-অস্টিন ক্রাজিয়েকের বিরুদ্ধে তাঁরা ৬-২, ৬-৪ গেমে হেরে যান। রোলাঁ গারোর কোর্টে নাদালের ১৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের অভিজ্ঞতা থাকলেও চতুর্থ বাছাই মার্কিন জুটির বিরুদ্ধে ফিলিপ শাঁতিয়ের কোর্টে তা কোনও কাজেই আসেনি।

অথচ দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় নেদারল্যান্ডসের টালোন গ্রিয়েকস্পুর-ওয়েসলি কুলহফ জুটিকে ৬-৪, ৬-৭ (২/৭), ১০-২ গেমে উড়িয়ে কোয়ার্টারে পা রেখে ছিলেন 'নাদালকারাজ' জুটি। শেষ আটে ওঠার পর নাদাল বলেছিলেন, 'কিছু সমস্যা থাকলেও আমরা কিন্তু খেলাটা উপভোগ করছি। আমাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া রয়েছে। এমনিতেই টেনিস কোর্টের বাইরে আলকারাজের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। সেটাই ম্যাচ খেলার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে।' রাফা ও আলকারাজ মূলত সিঙ্গলস খেলতে অভ্যস্ত। ডাবলস খেলেন না। অলিম্পিকে হঠাৎ করে ডাবলসে নেমে তাঁদের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিলই। এই প্রসঙ্গে নাদালের মন্তব্য ছিল, 'আমরা ডাবলস খেলতে অভ্যস্ত নই। ফলে আমাদের কাছে কাজটি বেশ কঠিন। তাই বিষয়টি সহজ করার জন্য অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে আনন্দের সঙ্গে খেলাটি উপভোগ করতে হবে। আমরা সেটাই করার চেষ্টা করছি।'

ব্যক্তিগত বিভাগে অবশ্য বিজয়রথ অব্যাহত কার্লোস আলকারাজের। চলতি অলিম্পিকে দুরন্ত ফর্ম বজায় রেখে বুধবারই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন তিনি। স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দেন রাশিয়ার রোমান সাইফিউলিনকে। ১ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের একপেশে লড়াই শেষে আলকারাজের পক্ষে স্কোরলাইন ৬-৪, ৬-২। শেষ আটে আলকারাজের প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমি পল।

স্বপ্নের জুটির স্বপ্নপূরণ হল না। পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে থেমে গেল কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া (বাঁয়ে) ও রাফায়েল নাদালের দৌড়। ছবি : এএফপি

অলিম্পিকের পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	চিন	৮	৬	২
২	অস্ট্রেলিয়া	৭	৪	৩
৩	জাপান	৭	৩	৪
৪	ফ্রান্স	৬	৯	৭
৫	গ্রেট ব্রিটেন	৬	৬	৫
৩৮	ভারত	০	০	২

সিন্ধুকে বাঁচাতে ভুয়ো প্রোফাইল বানান মনু

প্যারিস, ৩১ জুলাই : দুইজনেই অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী। একজন দুইটি ভিন্ন অলিম্পিকে পোডিয়ামে দাঁড়িয়েছেন। অন্যজন একই অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস গড়েছেন। বুঝতেই পারছেন কাদের কথা হচ্ছে। পিভি সিন্ধু ও মনু ভাকের। শুক্রবার প্যারিসে তৃতীয় পদকের খোঁজে মহিলাদের ২৫ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে নামবেন মনু।

তার আগে সিন্ধুর প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়ে এক চমকে দেওয়ার মতো গল্প শোনালেন ২২ বছরের মনু। তাঁর কথায়, 'আমি সিন্ধু ও নীরজ চোপড়ার কঠোর পরিশ্রমকে ও অধ্যবসায়কে ভীষণ সম্মান করি। তাই ওঁদের নিয়ে কেউ খারাপ কথা বললে সহ্য করতে পারি না। একবার সমাজমাধ্যমে ভুয়ো প্রোফাইল বানিয়ে সিন্ধুকে সমালোচকদের থেকে বাঁচানোরও চেষ্টা করেছিলাম।' ব্যাপারটা জানার পর সমাজমাধ্যমে মনুর উদ্দেশে সিন্ধুর বার্তা, 'তুমি খুব সুহৃদয়ের। অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ীদের তালিকায় তোমায় স্বাগত। এভাবেই এগিয়ে চলো।' ২ অগাস্ট ২৫ মিটারের যোগ্যতাঅর্জন পর্বে নামবেন মনু।

সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টির ম্যাচে মঙ্গলবার জাতীয় পতাকা হাতে দেখা যায় অভিনেত্রী তাপসী পান্নুকে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বোন শাগুন পান্নু। সেই ছবি তাপসী নিজেই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। তাপসীর স্বামী ম্যাথিয়াস বো প্রশিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন সাত্ত্বিক-চিরাগদের। শুধু ভারতীয় শাটলারদের সমর্থন করে নয়, 'হাসিন দিলরুবা'র তাপসী প্যারিসে নজর কেড়েছেন তাঁর ফ্যাশনেও।

শেষ আটে ফ্রান্সের মুখোমুখি আর্জেন্টিনা

প্যারিস, ৩১ জুলাই : ২০২২ বিশ্বকাপের মহাকাব্যিক ফাইনালে হারের ক্ষত এখনও মেলায়নি ফরাসিদের। তার ওপর কোপা জয়ের পর আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের কটূক্তি সেই ক্ষতকে আরও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই আবহেই অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স। মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে অলিম্পিকের আয়োজক দেশটি। গ্রুপ 'এ'-তে ফ্রান্স সবকটি ম্যাচ জিতে শীর্ষস্থানে শেষ করেছে। অন্যদিকে গ্রুপ 'বি'-তে আর্জেন্টিনা ৬ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স হয়েছে। গ্রুপ 'বি'-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মরক্কো। গ্রুপে রানার্স হওয়ার সুবাদে থিয়েরি অঁরির ফ্রান্সের বিপক্ষে খেলবেন জাভিয়ের মাসচেরানোর ছেলেরা।

সদ্যসমাপ্ত কোপা আমেরিকা জয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে ফ্রান্স দলকে উপহাস করে গান গেয়েছিলেন লিওনেল মেসিরা। তারপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ফরাসিরা। আর্জেন্টিনার পক্ষ থেকে পরে ক্ষমা চাওয়া হলেও শান্ত হননি ফরাসিরা। তাঁরা কিন্তু এই ম্যাচটিকে একপ্রকার বদলার ম্যাচ হিসেবেই দেখছে। ফরাসি অধিনায়ক মাতেতো বলেন, 'সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে তাতে ফরাসিরা আঘাত পেয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে কী হয় সেটা দেখতে চাই।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আর্জেন্টিনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল। ওরা সাম্প্রতিক সময়ে সব প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে।' অন্যদিকে গত তিনবছরে চারটি শিরোপা ঘরে তোলা আর্জেন্টিনার লক্ষ্য এবার অলিম্পিকে সোনা জয়। ২০০৪ ও ২০০৮ সালে পরপর দুইবার অলিম্পিকে সোনা পেয়েছিলেন আলবিসেলেস্তেরা। তারপর অলিম্পিকে সোনা তো দূর, কোনও পদক জিততে পারেনি লিওনেল মেসির দেশ। এবার অবশ্য সেই আক্ষেপ মেটাতে মরিয়া আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচে হারলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ঘরের মাঠে ভালো খেলছে ফ্রান্স। তবে ফাইনালে উঠতে গেলে সব দলকে হারাতে হবে।' এদিকে গিনি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচের পর মাঠে একজন দর্শক ঢুকে পড়েন। তিনি গিনির স্ট্রাইকার অ্যালিউ বাল্ডের কাছে যান। যদিও পরে তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। অ্যালিউ বাল্ড অবশ্য তাঁকে নিজের জার্সিটি উপহার হিসেবে দিয়েছেন।

> প্রথম ম্যাচে হারলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ঘরের মাঠে ভালো খেলছে ফ্রান্স। তবে ফাইনালে উঠতে গেলে সব দলকে হারাতে হবে।
>
> **হুলিয়ান আলভারেজ**

PARIS 2024

অলিম্পিকে আজ ভারত

অ্যাথলেটিক্স

পুরুষদের ২০ কিমি রেস ওয়াক, ফাইনাল
আকাশদীপ সিং
বিকাশ সিং
পরমজিৎ সিং বিসাত
দুপুর ১১টা

মহিলাদের ২০ কিমি রেস ওয়াক, ফাইনাল
প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী
দুপুর ১২.৫০ মিনিট

গলফ

পুরুষদের ব্যক্তিগত স্ট্রোক প্লে, রাউন্ড ১
শুভঙ্কর শর্মা
গগনজিৎ ভুল্লার
দুপুর ১২.৩০ মিনিট

হকি

পুরুষ, গ্রুপ 'বি'
ভারত বনাম বেলজিয়াম
দুপুর ১.৩০ মিনিট

তিরন্দাজি

পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগ
প্রবীণ যাদব
দুপুর ২.৩১ মিনিট

শুটিং

মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন যোগ্যতা অর্জন পর্ব
অঞ্জুম মৌদগিল
সিফট কাউর সামরা
দুপুর ৩.৩০ মিনিট

পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন ফাইনাল
স্বপ্নিল কুসালে, দুপুর ১টা

সেলিং

পুরুষদের ডিঙ্গি, রেস ১
বিষ্ণু সারাভানান
বিকাল ৩.৪৫ মিনিট

মহিলাদের ডিঙ্গি, রেস ১
নেত্রা কুমানান
সন্ধ্যা ৭.০৫ মিনিট

বক্সিং

মহিলাদের ফ্লাইওয়েট রাউন্ড অফ ১৬
নিখাত জারিন
দুপুর ২.৩০ মিনিট

মেগা অকশনের বিপক্ষে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি

মুম্বই, ৩১ জুলাই : প্রশ্ন অনেক। যার উত্তরের খোঁজে বুধবার মুম্বইয়ে বৈঠকে বসেছিল আইপিএলের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্তারা। আগামী বছরের আইপিএলের জন্য কতজন ক্রিকেটারকে রিটেইন করা যাবে, 'রাইট টু ম্যাচ কার্ড' ব্যবহার করা যাবে কিনা-এহেন একাধিক প্রশ্নের উত্তর অবশ্য এদিনের বৈঠকে পাওয়া যায়নি। উলটে অন্য একটি বিষয় সামনে এসেছে। আগামী বছরের শুরুতে ২০২৫ সালের আইপিএলের জন্য মেগা নিলাম হবে। কিন্তু একাধিক রিপোর্টের মতে, বুধবার সাত-আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি মেগা নিলামের বিরোধিতা করেছে। যার মধ্যে সবার আগে রয়েছে শাখরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, বৈঠকে মেগা নিলাম ও প্লেয়ার রিটেনশন নিয়ে কেকেআরের মালিক শাহরুখের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় পর্যন্ত হয় পাঞ্জাব কিংসের কো-ওনার নেস ওয়াদিয়ার। বেশি সংখ্যক ক্রিকেটার রিটেইন করার পক্ষে মত দেন শাহরুখ। যা পছন্দ হয়নি পাঞ্জাব কিংস কর্তার।

শীর্ষে রুট, ছয়ে রোহিত

দুবাই, ৩১ জুলাই : আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন ইংল্যান্ডের জো রুট। মোট ৮৭২ পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান বজায় রেখেছেন তিনি। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। তিন নম্বরে পাকিস্তানের বাবর আজম। প্রথম পাঁচে কোনও ভারতীয় ব্যাটার তালিকায় না থাকলেও দশের মধ্যে রয়েছেন মোট তিনজন। সাত থেকে একধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আট নম্বরে রয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। আর দশ নম্বরে রয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে আজ এই নতুন র‍্যাংকিং প্রকাশিত হয়েছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

Sambhrant (Bagchi) : Today it's your 7th birthday. Always be determined in your life and success will follow you. With lots of love and blessings from all of us and one & only Didi Shambhavi. Lahiri, Moitra and Bagchi Family, Pune.

বিবাহবার্ষিকী

ভাই ও বৌমা : তোমাদের ২৫তম বিবাহবার্ষিকীর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইলো। -জয়দা ও বৌদি।

দলগত খেলায় নজর মণিকার

প্যারিস অলিম্পিকে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস, ৩১ জুলাই : অন্তত তিনবার এগিয়ে থাকা অবস্থায় ৪-১ গেমে হেরে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বিপর্যস্ত দেখায় মণিকা বাত্রাকে। মিক্সড জোনে কথা বলতে গিয়ে বারবার গলা কেঁপে যায় দেশের অন্যতম সেরা এই টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের।

এদিন এগিয়ে থাকা অবস্থায়ও কী কী ভুল হল জানতে চাওয়া হলে মণিকার জবাব, 'ভুল ঠিক নয়। আসলে আরও ভালো খেলতে পারতাম। আরও ভালো করতে পারতাম। হ্যাঁ, অবশ্যই ওখানে আমি দেশের হয়ে নিজেকে নিংড়ে দেওয়ার জন্যই নেমেছিলাম। আমি খুশি নই একেবারেই। তৃতীয় গেমে কামব্যাক করি। তখন আত্মবিশ্বাসও ফিরে আসে। কিন্তু ও অসম্ভব ভালো এবং বুদ্ধিদীপ্ত খেলে। এখন আমাকে টিম ইভেন্টে ফোকাস করতে হবে।' এরপর মণিকা যোগ করেছেন, 'আসলে ওই সময়ে আমার আরও শান্ত থাকা উচিত ছিল। আমার মাথায় তখন জেতার ব্যাপারটাই ঘুরছিল বলে ধৈর্য হারিয়ে যায়। তবে এখান থেকে অনেক কিছু শিখলাম। সিঙ্গলসে হল না। এবার ডাবলসে আরও ভালোভাবে ফিরে আসার চেষ্টা করব।' তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসাবে অলিম্পিকের শেষ ষোলোয় উঠে ইতিহাস তৈরি করেন। পরে অবশ্য তাঁকে ছুঁয়ে ফেলার কৃতিত্ব দেখান শ্রীজা আকুলাও। তবু ৬ ফুট উচ্চতার মণিকার এই হারের পরও কৃতিত্বকে খাটো করা যাবে না।

এদিন বিশ্বের ১৩ নম্বর খেলোয়াড় হিরানো মিউয়ের বিরুদ্ধে খেলেছেন মণিকা। চেনা প্রতিপক্ষ সম্পর্ক বলতে গিয়ে মণিকার বিশ্লেষণ, 'ও আজ শুরু থেকেই ফোরহ্যান্ড দিয়ে আক্রমণ করছিল। জানি না কেন, আজ আমার ফোরহ্যান্ডগুলো ঠিকঠাক লাগছিল না। আমি চেষ্টা করছিলাম। আগের থেকে পার্থক্য কিছু দেখলাম না। আমার খেলায় বদল আনা উচিত ছিল।' এখান থেকে নিজেকে ডাবলসের জন্য তৈরি করতে চান। বলেছেন, 'আজকের দিনটা আমি দুঃখের মধ্যে কাটাতে পারি কিন্তু আগামীকাল থেকে আবার আমাকে সব ভুলে তৈরি হতে হবে। টিম গেমে ভালো করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা ড্রটা ভালো পেয়েছি। আর আমাদের প্রস্তুতিও ভালো হয়েছে। শ্রীজা ও অর্চনা কামাথও ভালো খেলছে। আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

পিভি সিন্ধুর র‍্যাকেটে আবারও অলিম্পিক পদকের আশ্বাস। পৌঁছে গেলেন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। প্যারিসে লোপামুদ্রা তালুকদারের তোলা ছবি।

ধোনিভক্ত স্বপ্নিলকে ঘিরে পদকের স্বপ্ন

প্যারিস, ৩১ জুলাই : আন্তর্জাতিক স্তরে পা রেখেছিলেন ২০১২ সালে। কিন্তু অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করতে লেগে গেল আরও ১২টা বছর। তবে কথায় বলে, 'দের আয়ে দুরস্ত আয়ে।' প্রবাদটা ভারতের ২৯ বছরের শুটার স্বপ্নিল কুসালের ক্ষেত্রে একেবারে মিলে যায়। কারণ ১২ বছরের অপেক্ষার পর কেরিয়ারের প্রথম অলিম্পিকেই বুধবার পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেলের থ্রি পজিশনের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির ভক্ত স্বপ্নিল। বৃহস্পতিবার তাঁর গলায় পদকের স্বপ্ন দেখছে আসমুদ্রহিমাচল।

রেলের টিকিট কালেক্টরের চাকরি ছেড়ে ধোনির ক্রিকেটার হয়ে ওঠার গল্প কারোর অজানা নয়। মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের কম্বলওয়াড়ির স্বপ্নিলও জীবনের শুরুটা করেছিলেন রেলের টিকিট কালেক্টর হিসেবে। সেখান থেকে হঠাৎ করেই শুটার হয়ে যাওয়া। তাঁর বাবা, দাদা স্কুলের শিক্ষক। মা কম্বলওয়াড়ি গ্রামের সরপঞ্চ। মাহির সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পান বলেই ধোনির বায়োপিক একাধিকবার দেখে ফেলেছেন স্বপ্নিল। রপ্ত করেছেন কঠিন পরিস্থিতিতে ধোনির মতো মাথা ঠান্ডা রাখার কৌশল। বুধবার প্যারিসে এই বরফশীতল মানসিকতাই ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে ভারতের প্রথম শুটার হিসেবে স্বপ্নিলকে ফাইনালের টিকিট এনে দিয়েছে।

পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেলের থ্রি পজিশনের ফাইনালে ওঠার পর কোচ মনোজ কুমার ওহিলানের সঙ্গে স্বপ্নিল কুসালে। বুধবার প্যারিসে।

স্বপ্নিলের সঙ্গে এদিন যোগ্যতা অর্জন পর্বে ঐশ্বর্যপ্রতাপ তোমরও লড়াইয়ে ছিলেন। কিন্তু দুইজনের মধ্যে স্বপ্নিল শুরুটা দুর্দান্ত করেন। নিলিং রাউন্ডের প্রথম সিরিজে ১০টি শটের মাত্র একটি দশের বাইরে মারেন তিনি। দ্বিতীয় সিরিজেও একই ঘটনা ঘটান স্বপ্নিল। ফলে নিলিংয়ে ১৯৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে থাকেন স্বপ্নিল। কিন্তু প্রোনে পারফরমেন্স খারাপ হওয়ায় দশম স্থানে নেমে গিয়েছিলেন তিনি। যদিও স্ট্যান্ডিংয়ে স্বপ্নিল প্রত্যাবর্তন করেন। শুরুটা ৯ দিয়ে করলেও প্রথম সিরিজে টানা সাতটি ১০ মেরে অষ্টম স্থানে উঠে আসেন স্বপ্নিল। পরবর্তীতে কয়েকটি খারাপ শট মারলেও ৫৯০ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে থেকে ফাইনালে জায়গা পাকা করে নেন তিনি। উলটোদিকে প্রোনে পারফেক্ট ১০০ স্কোর করলেও বাকি দুই পজিশনে সুবিধা করতে না পারায় ১১ নম্বর হয়ে ফাইনালে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করেন ঐশ্বর্য।

ফাইনালে ওঠার খুশি নিয়ে স্বপ্নিল বলেছেন, 'আমি শুটিং দুনিয়ায় কাউকে সেভাবে ফলো করি না। শুটিংয়ের বাইরে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভক্ত। শুটিংয়ে মাথা ঠান্ডা রাখা, ধৈর্য ধরতে পারা গুরুত্বপূর্ণ। মাহির থেকেই এই গুণগুলি রপ্ত করেছি। ধোনির মতো আমিও আগে টিকিট কালেক্টর ছিলাম। ওর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের অনেক মিল রয়েছে।'

মনু ভাকেরের হাত ধরে চলতি অলিম্পিকে শুটিং থেকে জোড়া ব্রোঞ্জ এসেছে ভারতের। মনুর পারফরমেন্স থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজছেন স্বপ্নিল। বলেছেন, 'মনুর পদকপ্রাপ্তি আমাদের আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। ও পারলে আমি পারব না কেন?' ছাত্রকে নিয়ে আশাবাদী স্বপ্নিলের কোচ মনোজ কুমার ওহিলান। তিনি বলেছেন, 'মানসিকভাবে দুর্দান্ত জায়গায় রয়েছে স্বপ্নিল। ওর ধৈর্য প্রচুর। টেকনিকালি দুর্দান্ত। আশা করি, ফাইনালেও সেরাটা দিতে পারবে স্বপ্নিল।'

মঙ্গলবার মহিলাদের তিরন্দাজিতে ব্যক্তিগত বিভাগে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন ভজন কাউর। সেই তালিকায় নাম লেখালেন ভজনের সতীর্থ দীপিকা কুমারী। বুধবার তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডে ৬-২ পয়েন্টে নেদারল্যান্ডসের কুইন্টি রোফিনকে হারিয়েছেন। প্রথম রাউন্ডে দীপিকা ৬-৫ পয়েন্টে রিনা পরনাতের বিরুদ্ধে জয় পান।

এশিয়ান গেমসে জোড়া পদক জিতেছিলেন। কিন্তু প্যারিস অলিম্পিকের শুরুতেই থেমে গেল কলকাতার অনুশ আগরওয়ালের ঘোড়ার দৌড়। বুধবার ব্যক্তিগত ড্রেসেজ বিভাগে নবম স্থানে শেষ করে বিদায় নিলেন অনুশ।

রোয়িংয়ে পুরুষদের সিঙ্গল স্কালসে 'সি'/'ডি' সেমিফাইনালের হিটসে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন। ফলে তিনি ১৯-২৪ স্থানের জন্য লড়াই করবেন।

বক্সিংয়ে মহিলাদের ৫৪ কেজি বিভাগে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিলেন প্রীতি পাওয়ার। তিনি ২-৩ ব্যবধানে কলম্বিয়ার আরিয়াস কাস্টানেদার বিরুদ্ধে হেরেছেন।

সেইন নদীতে শুরু সাঁতার

প্যারিস, ৩১ জুলাই : সেইন নদীতে অবশেষে শুরু হল ট্রায়াথলনের সাঁতার ইভেন্ট। মঙ্গলবার পুরুষদের বিভাগটি হওয়ার কথা থাকলেও নদীর জলে দূষণের জেরে তা স্থগিত রাখা হয়। বৃষ্টির জন্য দূষণ বাড়ায় এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল আয়োজকরা। এদিনও সকালে বৃষ্টির জেরে ইভেন্টটি পিছোনোর আশঙ্কা করা হচ্ছিল। তবে বুধবার জলের মান পরীক্ষার পর রিপোর্ট সদর্থক এলে প্রতিযোগিতা চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়। ট্রায়াথলনে মহিলাদের বিভাগ দিয়ে সেইন নদীতে অ্যাকোয়া ইভেন্ট চালু হয়। এরপর পুরুষদের বিভাগটি রাখা হয়েছে আয়োজকদের তরফে।

আজ প্যালেসের সামনে ইস্টবেঙ্গল

লন্ডন, ৩১ জুলাই : নেক্সট জেন কাপে আজ ইস্টবেঙ্গল খেলতে নামবে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে। এর আগে তারা লুটন টাউনের বিরুদ্ধে এক প্রস্তুতি ম্যাচে ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে। ফলে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে স্বভাবতই আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গল। কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'লুটনের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের অভিজ্ঞতা ছেলেদের কাজে দেবে। আশা করছি ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে আমরা আরও ভালো পারফর্ম করব।'

সিন্ধুকে বাঁচাতে ভুয়ো প্রোফাইল বানান মনু

জিতে চুপচাপ চলে গেলেন লভলিনা

-খবর এগারোর পাতায়

আত্মবিশ্বাস ধরে রাখা লক্ষ্য হরমনপ্রীতদের

প্যারিস অলিম্পিকে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস, ৩১ জুলাই : ইতিমধ্যেই কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যাওয়ার পর এবার শক্তিশালী বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ভারতীয় হকি দল।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ড্র করলেও বাকি দুই ম্যাচ জিতে আপাতত স্বস্তিতে ভারত। পুল 'বি'-তে পরের দুই ম্যাচই কঠিন ক্রেগ ফুলটনের দলের কাছে। রেড লায়ন্স ছাড়া পরের ম্যাচ বাকি থাকছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তবে এই পর্যন্ত নিজেদের স্ট্র্যাটেজিতে সফল ভারতীয় দল। এই মুহূর্তে হরমনপ্রীত সিংরা আছেন দ্বিতীয় স্থানে। যেখানে বেলজিয়াম জিতে নিয়েছে তিন ম্যাচই। সেখানে অস্ট্রেলিয়ার মতো দল আছে তিন নম্বরে। এই গ্রুপ থেকে চতুর্থ দল হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছে আর্জেন্টিনাও। পুল 'বি' থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গেছে নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। প্রথম ম্যাচে ভারতীয় দলের খেলায় খানিক জড়তা ছিল। ফলে শুরুটা যত ভালো হওয়ার কথা ছিল ততটা না হলেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল জয় দিয়ে শুরু করা। সেটা করতে পারলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই প্রায় হারের মুখোমুখি হওয়ার উপক্রম হয়। তবে শেষমুহূর্তের গোলে বাড়তি মনোবল নিয়ে আসে পিআর শ্রীজেশদের

> ভারত ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পুল 'বি'-তে রয়েছে দুই নম্বরে।

> বেলজিয়াম ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পুল শীর্ষে।

মধ্যে। যার প্রতিফলন নজরে পড়েছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। গোটা ম্যাচেই নিজেদের দাপট দেখান জার্মানপ্রীত সিং-অমিত রোহিদাসরা। ওয়ান টাচ হকিতে নিজেদের দখলে বল রেখে খেলে প্রথম কোয়ার্টারেই দুই গোল ভারতের। প্রতি ম্যাচেই গোল করাটা অভ্যাসে পরিণত করা অধিনায়ক হরমনপ্রীত আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেও পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে খাতা খোলেন। এরপর সেট পিস থেকে দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও গোল করে দলকে জয় এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। মাঝমাঠে চারবারের অলিম্পিয়ান ও অভিজ্ঞ মনপ্রীত সিং এবং সহ অধিনায়ক হার্দিক সিং স্ট্রাইকিং লাইনের জন্য একাধিক সুযোগ তৈরি করে দেন।

মনে করা হচ্ছে, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় ডিফেন্স যে রকম নিশ্ছিদ্র ছিল, সেটাই বেলজিয়ামের বিপক্ষেও থাকা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই মুহূর্তে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় না হারাটা বেশি জরুরি নিজেদের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখার জন্য। রাইট ব্যাক পজিশনে জার্মানপ্রীত যে সব সুযোগ এখনও পর্যন্ত তিন ম্যাচেই করতে পেরেছেন, সেটা শুক্রবারও করতে পারলে গোলমুখ একবার না একবার খুলবেই। সবথেকে বড় কথা, প্রায় প্রতি ম্যাচেই ভারত নয়-দশটা করে পেনাল্টি কর্নার পেয়েছে। ভারত প্রথম দুই ম্যাচে এরিয়াল বল খেললেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মাটিতে বল রেখে খেলার চেষ্টা করায় উন্নতি হয়েছে খেলায়। রোহিদাসের পেনাল্টি কর্নার বাঁচানো এবং শ্রীজেশের অসাধারণ গোলকিপিংয়ের জন্যই বেলজিয়াম বা অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আত্মবিশ্বাসী ভারত।

প্রি-কোয়ার্টারে সিন্ধু-লক্ষ্য

প্রথম পাতার পর

তবে শেষদিকে র‍্যালিতে লক্ষ্য অনেক বেশি ফোকাসড ছিলেন। যা তাঁকে পৌঁছে দেয় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। তিনি স্বীকারও করেন, 'হ্যাঁ, আমার শুরুতে একটু সমস্যা হচ্ছিল। ও যে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এসেছিল, সেটা কাজ করতে শুরু করে। তবে চার-পাঁচ পয়েন্টের পর বুঝতে পারি ওর পরিকল্পনা। সেটাই কাউন্টার করতে থাকি ও ছন্দ পেয়ে যাই।'

শেষ ষোলোয় উঠলেন প্রণয়ও।

এর আগে ক্রিস্টিকে বছর চারেক আগে একবারই এশিয়ান টিম চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় হারান তিনি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে এইচএস প্রণয়ের মুখোমুখি হবেন লক্ষ্য। এদিন প্রণয় ১৬-২১, ২১-১১ ও ২১-১২ পয়েন্টে হারিয়ে দেন ভিয়েতনামের ডুক ফাট লে-কে।

লক্ষ্য বলেছেন, 'গ্রুপ যথেষ্ট কঠিন। কোনও ম্যাচ সহজ হবে না বুঝেই খেলেছি। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' বুধবারের ম্যাচ যে আত্মবিশ্বাস জোগাবে, তা জানালেন লক্ষ্য, 'আজকের ম্যাচটা আমাকে অবশ্যই আত্মবিশ্বাস দেবে। তবে এরপর আমাকে ভাবতে হবে, কী কী ভুল করেছি। সেগুলো এই দুইদিনে শুধরে নিতে হবে।'

গিল-রিয়ানদের কৃতিত্ব সূর্যর

পাল্লেকেলে, ৩১ জুলাই : স্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজ জয়।

মুকুটে সিরিজ-সেরার সম্মানও। সূর্যকুমার যাদব যদিও ট্রফিটা তুলে দেন রিয়ান পরাগ, রিঙ্কু সিংকে। রিয়ানদের চোখ আবার হেডকোচ গৌতম গম্ভীরে। ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশনে হেডকোচকে সবার মাঝখানে রাখার ইচ্ছে।

যদিও প্রচারের আলো নিতে নারাজ নতুন হেডকোচ। খেলোয়াড়দের এগিয়ে দিয়ে বাকি সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে একপাশেই দাঁড়ালেন গম্ভীর। বুঝিয়ে দিলেন, তাঁকে নিয়ে চর্চা হলেও, তিনি নেপথ্যে থেকেই কাজ করতে চান।

সূর্যও যেমন নিজের অবাক করা শেষ ওভারের থেকে এগিয়ে রাখলেন শুভমান গিল-রিয়ানের লড়াইকে। ৩০/৪, ৪৮/৫ পরিস্থিতি থেকে দুই তরুণ যে পরিণত ব্যাটিং করেছেন, যা ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। জানতেন, এই পিচে ১৪০ লড়াকু স্কোর। তারই ঝলক বোলিংয়ে।

ইনিংস ব্রেকে সতীর্থদের পরের

> প্রচারের আলো নিতে নারাজ গম্ভীরও

দেড় ঘণ্টা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপানো, শেষ বল পর্যন্ত লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সূর্য। প্রতিফলন ১১০/১ থেকে প্রতিপক্ষকে ১৩৭/৮ স্কোরে আটকে দিয়ে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন। যে লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন রোহিত শর্মাও। ওডিআই সিরিজের জন্য দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া হিটম্যান লিখেছেন- দুর্দান্ত শুরু। সাবাস।

হোটেলে ফিরেও উৎসবের মেজাজ। খেলোয়াড়দের উদ্দেশে বিশেষ পেপটক দেন হেডকোচ গম্ভীর। সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি আরও উন্নতি, প্রতিটি বল, প্রতিটি রানের জন্য লড়াইয়ের কথাও গম্ভীরের মুখে। জানান, এই ম্যাচ থেকে প্রচুর কিছু শিখল দল। বুঝল, এই ধরনের পিচ, পরিস্থিতির কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়।

২ অগাস্ট থেকে শুরু ওডিআই সিরিজ। সূর্যকুমার, হার্দিক পান্ডিয়ারা দেশে ফিরবেন। পরিবর্তে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। দেশে ফেরা হার্দিকদের উদ্দেশে গম্ভীরের বিশেষ বার্তা, 'ওডিআই দলে যারা নেই, তারা বাড়তি বিশ্রাম পাবে। তাই বাংলাদেশ সিরিজে যখন ফিরবে, তখন যেন ফিটনেস এবং স্কিল আরও ভালো হয়। নিজেকে তৈরি রাখতে হবে। এমন ভাবার কোনও কারণ নেই যে সিরিজ শুরুর আগে ওয়ার্মআপ করলেই হয়ে যাবে।'

হার্দিককেও ডেকে নেন দলকে কিছু বলার জন্য। গম্ভীরের টিম-ঐক্যের সুর হার্দিকের গলাতেও। সূর্যের প্রশংসা করে হার্দিক বলেছেন, 'সূর্য যেভাবে বোলারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছে তা অসাধারণ। বোলারদের ওপর ভরসা রেখেছে ও। ওডিআই সিরিজে যারা আছ তাদের বলছি, সিরিজটা জিততেই হবে।'

রিয়ান-শুভমানের প্রশংসা করে হার্দিক বলেছেন, 'দ্রুত কয়েকটা

গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বিরাট কোহলি।

উইকেট পড়ার পর দুজনে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিংয়ের কথা বলি আমরা। সেটাই করল ওরা। বোলারদের জন্য লড়াইয়ের জমি তৈরি করে দেয় শুভমান-রিয়ান। লোয়ার অর্ডারে ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোইয়ের ইনিংস দামি।' সূর্যের মুখে অধিনায়ক নয়, তিনি লিডার হতে চান। সবাইকে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে চান। রিঙ্কুকে দিয়ে বল করানো প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মহম্মদ সিরাজদের ওভার বাকি ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, এই পিচে রিঙ্কু উপযুক্ত হবে। ওকে বোলিং করতে দেখেছি আমি। নেটে প্রচুর বল করে। বাঁহাতির বিরুদ্ধে (কুশল জেনিথ পেরেরা) রিঙ্কুর ডানহাতি বোলিং কার্যকর হবে ভেবেছিলাম। রিঙ্কু সেরাটা দিয়ে আমার কাজ সহজ করে দেয়।'

ক্যানসারের কাছে হার অংশুমানের

লন্ডন, ৩১ জুলাই : দীর্ঘদিন অংশুমান গায়কোয়াড় ব্লাড ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। লন্ডনের কিংস হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। বুধবার ৭১ বছর বয়সে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ অংশুমানের সেই লড়াইয়ে দাঁড়ি পড়ল। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বলেছেন, 'ক্রিকেটের প্রতি অবদানের অংশুমান গায়কোয়াড়জিকে মনে রাখা হবে। তিনি একজন অসাধারণ ক্রিকেটার ছিলেন। কোচিংয়েও নিজের ছাপ রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি বেদনা অনুভব করছি। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের সমবেদনা জানাই।' দেশের হয়ে অংশুমান ৪০ টেস্ট খেলা ছাড়াও ১৫টি ওডিআইয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

শ্রীলঙ্কার ওডিআই নেতৃত্বে আসালাঙ্কা

কলম্বো, ৩১ জুলাই : টানা ব্যর্থতার ছবি বদলায়নি দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটে। ঘরের মাঠে গতরাতেই টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছে। সামনে ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। তার আগে আজ ওয়ান ডে সিরিজের দল ঘোষণা করে দিল শ্রীলঙ্কা। ১৬ সদস্যের দলে তেমন কোনও চমক নেই। অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চরিথ আসালাঙ্কাকে। টি২০-র পর তাঁর উপরই একদিনের দলের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন শ্রীলঙ্কার জাতীয় নির্বাচকরা। জাতীয় নির্বাচকদের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে লঙ্কা ক্রিকেটের অন্দরমহলে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কারণ, শ্রীলঙ্কা একদিনের অধিনায়ক হিসেবে কুশল মেন্ডিস দায়িত্বে ছিলেন। আচমকা তাঁকে কেন সরানো হল, জাতীয় নির্বাচক ও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

সিংহ হৃদয় অধিনায়ক সূর্যের, প্রশংসায় সুন্দর

পাল্লেকেলে, ৩১ জুলাই : সূর্যকুমার যাদব কৃতিত্ব নিতে নারাজ।

তরুণ ব্রিগেডের কথা তুলে ধরেন। যদিও সতীর্থদের মুখে 'লিডার' সূর্যের কথা। সাংবাদিক সম্মেলনে রীতিমতো সূর্য-বন্দনায় মাতলেন ম্যাচের সেরা ওয়াশিংটন সুন্দর। তাঁর মতে, হারের মুখ থেকে জয়, নেপথ্যে সূর্যের দুরন্ত নেতৃত্ব।

সুন্দর বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে, সূর্যর লিডারশিপ স্কিল অবিশ্বাস্য। ১২ বলে ৯ রান দরকার ছিল শ্রীলঙ্কার। কুশল পেরেরা ব্যাট করছে। তখন রিঙ্কু সিংকে নিয়ে এল! তারপরই কুশল জেনিথ পেরেরা আউট, অবিশ্বাস্য! এরপর শেষ ওভারে সূর্য নিজে এবং প্রায় ম্যাচ জিতিয়েই দিয়েছিল!'

মূল ম্যাচ এবং সুপার ওভার-দাপট দেখানো সুন্দরের কথায়, ব্যাট হাতে সূর্যের সিংহবিক্রমের কথা সবাই জানে। লিডারশিপ স্কিলেও সেই সাহসটা ও রাখে, তার প্রমাণ রাখল। আরও বলেছেন, 'চাপের মুখে সূর্য বলেছিল, একটা-দুটো উইকেট এলে ম্যাচ ঘুরে যাবে। এই ধরনের লো স্কোরিং ম্যাচে, বল পিছু রান তোলাও কঠিন। কথাগুলিই মিলে গেছে। দর্শকরা আশাকরি উপভোগ করেছেন, এই রকম ম্যাচ সহজে দেখা যায় না।'

সুপার ওভার নিয়ে সুন্দর বলেছেন, 'জানতাম না আমি বল করব। ওদের ব্যাটাররা যখন নামছে, তখন সূর্য বলে, 'ওয়াশি তুই বল করবি'। দায়িত্বটা পেয়ে খুশিই হয়েছিলাম। কারণ, কঠিন পরিস্থিতিতে অধিনায়ক স্বয়ং ভরসা রাখছে। মনকে বলেছিলাম, দুর্দান্ত সুযোগ দেশকে জেতানোর। সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

বিরাট কোহলি আবার ওডিআই সিরিজের প্রস্তুতির মাঝে কটাক্ষের শিকার। ভারতীয় রানমেশিনকে উদ্দেশ্য করে একজন 'চোকলি, চোকলি' বলে ডাকতে থাকেন। স্বভাবতই যা কানে যাওয়ায় চটে লাল বিরাট। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা যায়, ক্ষুব্ধ বিরাট বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন। এরপরই রণে ভঙ্গ দেন ওই ব্যক্তি।

এদিকে, তরুণ ব্রিগেডের লড়াইয়ে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তনরাও। রবিন উথাপ্পা যেমন শুভমান গিল-যশস্বী জয়সওয়াল ওপেনিং জুটির মধ্যে শচীন তেন্ডুলকার-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছায়া দেখছেন। শচীনদের সঙ্গে খেলা উথাপ্পা বলেছেন, 'যখন ওদের দিকে তাকাই, সৌরভ-শচীনের কথা মনে পড়ে। দুইজনে পরস্পরের পরিপূরক। আমি নিশ্চিত, ওডিআই ফরম্যাটেও দ্রুত নিজের জায়গা পাকা করে নেবে যশস্বী।'

বিরাটকে 'চোকলি' বলে কটাক্ষ

প্র্যাকটিসের মাঝে কটাক্ষ শুনে কটমট করে তাকালেন বিরাট কোহলি।

একঝাঁক উত্তরের খোঁজে গম্ভীররা

পাল্লেকেলে, ৩১ জুলাই : টি২০ সিরিজ শেষ।

শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করে শুরু গৌতম গম্ভীর-জমানা। সফরে কাজ অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ২ অগাস্ট ভারত-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ উদ্বোধন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে যে সিরিজকে প্রথম ধাপ ধরা হচ্ছে। কোচের অনুরোধে লম্বা বিশ্রামের পরিকল্পনায় কাটছাঁট করে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাও। শ্রীলঙ্কাতে পুরোদল হাতে নিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঘুঁটি সাজানোর কাজ শুরু করতে চাইছেন গম্ভীর।

ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নবম আসর বসছে। পাকিস্তানে হবে নাকি অন্যত্র সরবে, জট না কাটলেও দলের প্রস্তুতিতে ধীরে চলোর পক্ষে নন গম্ভীর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির রোডম্যাপে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে টিম কম্বিনেশন। একঝাঁক বিকল্পের মাঝে সঠিক অস্ত্রকে বেছে নেওয়া।

> ওডিআই সিরিজে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি

রাহুল বনাম ঋষভ

ওডিআই বিশ্বকাপে ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতিতে লোকেশ রাহুল উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্ব সফলভাবে সামলেছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি সহ ৪৫২ রান করেন। উইকেটকিপিং প্রশংসা কুড়িয়েছে। চোট কাটিয়ে ঋষভেরও সফল প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। কে অগ্রাধিকার পাবেন, নাকি দুইজনই খেলবেন, সেই সিদ্ধান্তের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে শ্রেয়স আইয়ারের একাদশে থাকা।

অলরাউন্ডার কে?

টপ সিক্স ব্যাটারের মধ্যে বল করতে পারে এমন কাউকে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ভারসাম্যের জন্য যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে অনিশ্চয়তায় নজরে আপাতত রিয়ান পরাগ ও শিবম দুবে। সদ্যসমাপ্ত টি২০ সিরিজে বোলার রিয়ান নজর কেড়েছেন। তবে টি২০ আর ওডিআই আলাদা মঞ্চ। অন্তত ৭-৮ ওভার বোলিংয়ের দায়িত্ব থাকবে। বোলার শিবম এখনও পর্যন্ত ছাপ না রাখলে, হাতে সেই অর্থে বিকল্প নেই। অক্ষর প্যাটেলকে তাই মাঝেমধ্যে টপ অর্ডারে ব্যবহারের চেষ্টা দেখা গিয়েছে সাম্প্রতিককালে।

বুমরাহ-সিরাজের সঙ্গী

পঞ্চাশের ফরম্যাটে জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সিরাজ জুটি নিশ্চিত। তৃতীয় পেসারের দৌড়ে দাবি জোরালো করতে অর্শদীপ সিং, খলিল আহমেদ, হর্ষিত রানাদের কাছে এই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ। আছেন মুকেশ কুমার, আবেশ খানও। টি২০-তে অটোমেটিক চয়েস হলেও ওডিআই দলে অনিয়মিত অর্শদীপ। হর্ষিতের অ্যাডভান্টেজ কোচের ভরসা। ঘরোয়া ক্রিকেটে হর্ষিতের মতো সফল খলিল। টি২০ বিশ্বকাপ দলের রিজার্ভ দলেও ছিলেন।